মার্গরিত দ ভালোওয়া

আলেক্সান্দ্র দ্যুমা

www.BanglaBook.org

মার্গারেট ডি-ভ্যালয়

আলেকজান্দার দ্যুমা/শেখ আপালা হাকিম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

মার্গারেট ডি-ভ্যালয়

আলেকজান্দার দ্যুমা/শেখ আপালা হাকিম

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

দু'জন ঘোড়সওয়ার। রাস্তার দু'দিক থেকে ছুটে এসে লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল হোটেল বেলএতোয়াল-এর সামনে। দু'জনের চোখই উঠে গেল সাইনবোর্ডের দিকে। কোন হোটেলের বিজ্ঞাপনে এর চেয়ে জাঁকজমক কল্পনা করা কঠিন। সাইনবোর্ডে ছবি আঁকা–আগুন জ্বলছে, সেই আগুনে রোস্ট হচ্ছে হৃষ্টপুষ্ট এক মোরগ।

'খদ্দেরকে এরকম মোরগ কি সত্যি খাওয়ায়?' এক ঘোড়সওয়ার অপরজনকে জিজ্ঞেস করল।

দ্বিতীয়জন বলল, 'এঁকে যখন রেখেছে, তখন দিতেই হবে। আমাকে আপনাকে ঠকাবে, ধড়ে ক'টা মাথা হোটেলওয়ালার? আসুন, নামা যাক।'

ঘোড়া থেকে নামতে নামতেই দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ার তার পরিচয় দিল, 'আমি কাউন্ট অ্যানিবাল ডি কোকোনা। বাড়ি পিডমন্ট।'

অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে প্রথম ঘোড়সওয়ার বলল, 'কাউন্ট লেরাক ডি লা-মোলে, প্রোভেন্স থেকে আসছি।'

সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে দু'জনেই এক পর্যায়ের লোক, বয়সও সমান সমান, তাই কোকোনা আর লা-মোলে সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। করমর্দন করে হোটেলে ঢুকল তারা।

হোটেলওয়ালা হুরিয়ের কয়েকটা ছুরিতে শান দিচ্ছে। ওদের দু'জনকে দেখে বলল, 'দেখুন, সাহেব, দু'জনের থাকবার মত জায়গা নেই, খালি ঘর মাত্র একটা।'

কোকোনা রেগে গেল। 'সাহেব বললে কেন? বলো কাউন্ট মহোদয়। আমি কাউন্ট অ্যানিবাল কোকোনা, আর উনি কাউন্ট লেরাক লা-মোলে। রাজধানীতে হোটেল চালাও, এখনও ভদ্রতা শেখোনি?'

বসেই থাকল হুরিয়ের, শান্ত ভাবে বলল, 'শুনুন, মহামান্য কাউন্টদ্বয়, একটার বেশি ঘর এখানে নেই। দয়া করে আপনারা অন্য জায়গায় দেখুন।'

কোকোনার কাঁধে হাত রাখল লা-মোলে, অর্থাৎ রাগারাগি করে কাজ হবে না। তাই এবার সে নিজে বলল, 'আমরা যদি একটা ঘরে দু'জন থাকি? আমি তো খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে রাজবাড়ি যাব, রাতে আসব কিনা রাজা হেনরিই ভাল জানেন।'

www.BanglaBook.org

এবার হুরিয়ের চোখ তুলে তাকাল, দৃষ্টি শাণিত। 'শুনুন, ভদ্রলোকেরা, আমাদের রাজার নাম হচ্ছে চার্লস। নবম চার্লস। হেনরি নামে কোন রাজাকে আমরা চিনি না।'

'তোমার মতে ন্যাভারের রাজা কি রাজা নন?' লা-মোলে খেপে উঠল। 'নবম চার্লস আমারও রাজা। আমার তো মনে হয় না যে অতিথি এবং ভগ্নীপতি ন্যাভারের রাজার অসম্মান কেউ করলে রাজা চার্লস তার ওপর খুশি হবেন।'

হুরিয়ের আর কোন কথা বলল না। সে একটা বন্দুক মাজাঘষা করছে এবার। সেটার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'দয়া করে আপনারা অন্য কোথাও যান।'

গর্জে উঠল কোকোনা, 'এর মানে কি? তোমাকে না বললাম, আমাদের একটা ঘরেই চলবে, তাহলে অন্য জায়গায় যাবার কথা উঠছে কেন? শোনো হোটেলওয়ালা, ঘর যখন তোমার একটা খালি আছে, তখন ভাড়া দিতে তুমি বাধ্য।'

হুরিয়ের আবারও সেই শাণিত দৃষ্টিতে তাকাল। 'কি বললেন? বাধ্য? আপনি আমাকে বাধ্য করবেন?'

'হ্যাঁ, আমি। এবং এখন যাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব, সেই ডিউক হেনরি। ডিউক অভ গাইজ।'

চোখের পলকে হুরিয়েরের চেহারা পালটে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আপনি ডিউক অভ গাইজের কাছে যাবেন? তাঁর লোক? ছি-ছি, আগে তো বলবেন! আমিও গাইজের লোক। দলের জন্যে ঘর-বাড়ি সবই তো দান করে বসে আছি। আগে কি বিশ্রাম নেবেন, নাকি খেয়েদেয়ে একবারেই ওপরে যাবেন?'

কোকোনা লা-মোলের দিকে তাকাল। হুরিয়েরের কথাবার্তা শুনে লা-মোলে মোটেও খুশি হয়নি। ন্যাভারের রাজা হেনরির প্রতি তাচ্ছিল্য আর গাইজের ডিউক হেনরির প্রতি অতি ভক্তি দু'টোই লা-মোলের জন্যে অস্বস্তিকর। গ্রামের লোক লা-মোলে। কিন্তু সে ভাল করেই জানে যে হিউজিনো দলের নায়ক ন্যাভারের রাজা, আর ক্যাথলিক দলের প্রধান নেতা গাইজের ডিউকের মধ্যে সদ্ভাব বিন্দুমাত্র নেই। যেমন নেই সাধারণ ভাবে যে-কোন হিউজিনোর সঙ্গে যে-কোন ক্যাথলিকের। কিন্তু ইদানীং কিছু কিছু ঘটনা ঘটায় নিত্যদিনের সেই হিংসাদ্বেষের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে লা-মোলে মনে করেছিল।

ইদানীং ঘটেছে তো অনেক কিছুই, আর সেগুলোর শুভ পরিণতি হলো, এক হপ্তা আগের ঘটনা, ন্যাভারের রাজা হেনরির সঙ্গে ফরাসী রাজকন্যা মার্গারেটের বিয়ে। লা-মোলে ভেবে পাচ্ছে না ফ্রান্সের রাজা নবম চার্লস যেখানে নিজের বোনের সঙ্গে হিউজিনো হেনরির বিয়ে দিতে আপত্তি জানাননি, সেখানে এই

www.BanglaBook.org

ক্যাথলিক হোটেলওয়ালা তাঁর সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলার সাহস পায় কিভাবে?

যা হোক, কোকোনা তাকিয়ে আছে। আগে খাওয়া, নাকি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়া? সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না লা-মোলে।

আগে খাওয়াটাই দরকার। বিশ্রাম? সে তো রাস্তাতেও নেয়া যাবে, আর না নিলেও সমস্যা নেই। কিন্তু খাওয়া খুবই প্রয়োজন। তাই সুযোগ থাকতে সেরে নেয়াই ভাল। পেটে খিদে থাকলে কোন কাজ ভালভাবে করা যায় না, এমন কি উৎসাহ কমে যায় আত্মরক্ষারও। প্যারিসে হিউজিনো বিদ্বেষের যা আভাস পাওয়া গেল, তাতে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন অবশ্যই দেখা দেবে।

দু'জনে খেতে বসেছে। আস্ত একটা রোস্ট চুলোয় যাক, মোরগের একটা ঠ্যাংও নেই। কোকোনা রেগে গিয়ে বলল, 'শালা জোচ্চর! এই, তুমি ডিউক অভ গাইজের অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেও প্রতারণা করছ? এত সাহস কোথা থেকে পেলে? সাইনবোর্ডে যার ছবি এঁকেছ মস্ত করে, সেই মোরগ কোথায়?'

হুরিয়ের একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। 'মাননীয় কাউন্ট! আপনি এই অলক্ষুণে বিয়ের আগে কেন এলেন না? যদি আসতেন তাহলে যে আমি আপনাকে কত মুরগী খাওয়াতে পারতাম! কিন্তু আজ রাজধানী শহরে একশো মোহর দিলেও মুরগী পাবেন না। হেনরি ন্যাভার ল্যুভরে প্রাসাদে বসে আছেন এক হাজার হিউজিনো নিয়ে। তারা তো নিজের দেশে কচু-ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটায়, আজ এই বিয়ের সুযোগে মাথাপিছু চারবেলা চারটে করে মুরগী পাচ্ছে। রাজধানীতে কোথাও কোন মুরগী পাবেন না, কাউন্ট!'

হেনরি ন্যাভার এবং হিউজিনো সম্প্রদায়কে গালমন্দ, এটা নিশ্চয়ই আমাকে অপমান করার জন্যেই হুরিয়ের করছে, ভাবল লা-মোলে। আগে থেকেই তার বাঁ-হাতটা কোমরের সঙ্গে ঝোলানো তরোয়ালের ওপরে ছিল, এবারে সে ডান হাতের কাঁটা চামচটা ফেলে দিল। তারপর যেই না তরোয়াল বের করবে, তখনি কোকোনা চোখের ইশারায় নিষেধ করল।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে কোকোনা লা-মোলেকে বলল, 'বন্ধু, আমার ইচ্ছে, আগে ল্যুভরেতে ঘুরে আসি। বিশ্রাম পরে নেব। ঘোড়াটা আস্তাবলেই থাকুক। আমি দেখা করব গাইজের সঙ্গে আর তুমি ন্যাভারের সঙ্গে। দেখা করার পর যদি মালিকের কাছ থেকে ছুটি পাই তখন এখানে এসে বিশ্রাম নেব। তোমার কি মত?'

লা-মোলে বলল, 'ঠিক আছে, আগে কাজ তারপর বিশ্রাম। চলো।'

ওরা হুরিয়েরকে বলল ঘর যেন তৈরি করে রাখে, তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এল।

www.BanglaBook.org

বেলএতোয়াল থেকে অনেক দূরে ল্যুভরে রাজপ্রাসাদ। দু'জনের কাছেই এই শহর নতুন। ল্যুভরে রাজপ্রাসাদের রাস্তা কেউই চেনে না। কিন্তু এদিকে আবার পথচারীকেও জিজ্ঞেস করা যাচ্ছে না। তাতে যদি লোকজন তাদেরকে আনাড়ি ভাবে। তাছাড়া, জিজ্ঞেস করলেই কি পথচারী পথ দেখিয়ে দেবে? মনে তো হয় না। কারণ দেখে মনে হচ্ছে তারা সবাই যেন খুব ব্যস্ত, অনেকে আবার কেমন যেন সন্ত্রস্ত। লা-মোলে খেয়াল করল, এই সন্ত্রস্ত লোকগুলোর যেন দল বাঁধার দিকে ঝোঁক। তারা কি ভয় পাচ্ছে একা হাঁটতে? এদের বেশিরভাগেরই চুল ছোট করে কাটা। লা-মোলে নিজে চুল ছোট রাখে না, কারণ সে একটু শৌখিন ও বিলাসী লোক। হিউজিনোরা যে সাধারণত চুল বড় রাখে না সেটা তো সে জানে। তাহলে এই সন্ত্রস্ত লোকেরা হিউজিনো! অকারণে তারা ভয় পাচ্ছে না। শহরে এমন কিছু ঘটবে বা ঘটেছে যা ওদেরকে শঙ্কিত করে তুলেছে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ওরা ল্যুভরে প্রাসাদে এল। উঁচু দেয়ালে ঘেরা বিশাল প্রাঙ্গণে দলে দলে সশস্ত্র নাগরিক। তাদের কারও গায়ে সামরিক পোশাক নেই। কিন্তু হাবভাব যেন হিংস্র বাঘের মত। একটু পর পর এক একটা দল গর্জে উঠছে, 'রাজা চার্লসের জয়! জয় ডিউক গাইজের!' লা-মোলের মনে হলো রাজা চার্লসের নামে যে জয়ধ্বনি করা হচ্ছে, তা নেহাতই লোক দেখানো। শুধুমাত্র এক ব্যক্তির প্রতি শুভেচ্ছার প্রকাশ ঘটছে, তিনি হচ্ছেন ডিউক অভ গাইজ; ক্যাথলিক ফরাসীদের প্রধান নেতা।

এ-সব দেখে এবং শুনে লা-মোলে যেমন চিন্তিত, তেমনি আবার উৎফুল্ল কোকোনা। গাইজের জয় মানে কোকোনারও জয়। কারণ গাইজের দলভুক্ত হবার জন্যেই সে পিডমন্ট থেকে এখানে এসেছে। বিনা নিমন্ত্রণে সে এখানে আসেনি, এসেছে গাইজের নিযুক্ত আড়কাটির অনুরোধে। গাইজ ফরাসী দেশের প্রতি প্রদেশে, প্রতি রন্ধ্রে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন কি এমনি, সমর্থ সমস্ত তরুণদের নিজের দলে টানবেন বলেই তো!

বেসামরিক নাগরিক নয়, প্রায় একশো ঘোড়সওয়ার সৈনিক সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখেও একই কথা—'জয় রাজা চার্লসের! জয় গাইজের ডিউক হেনরির!'

কোকোনা সামনে এগিয়ে গেল। দলটার পুরোভাগে রয়েছে এক তরুণ সেনানী। কোকোনা পরে তার পরিচয় জানতে পেরেছিল, ক্যাপটেন ট্যাভানে, রাজমাতা ক্যাথরিনের অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের অন্যতম একজন।

কোকোনা সামরিক ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাল ট্যাভানেকে। সে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই আপনার?'

'আমি ডিউক অভ গাইজের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি কি ল্যুভরেতেই

www.BanglaBook.org

আছেন?'

ট্যাভানে কোকোনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম আপনার?'

'আমি কাউন্ট অ্যানিবাল ডি কোকোনা। পিডমন্ট থেকে এসেছি।'

'ডিউক এখন ল্যুভরেতেই আছেন। তবে তিনি খুবই ব্যস্ত। কাউন্ট, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। তিনি এখন দেখা করবেন কিনা বা না করলে কখন করবেন এবং কোথায়, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করব। তাঁর লোক এসে আপনাকে খবর দিয়ে যাবে।'

ট্যাভানের ঘোড়া আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে তার সৈনিকরা রয়েছে।

লা-মোলে হতাশ হয়ে বলল, 'কোকোনা, তোমার তো হলো। এবার আমার কি হবে? একটা খবর কে যে এনে দেবে আমায়, বুঝতে পারছি না। কাকে ধরা যায়? ন্যাভারের রাজার নামই তো কেউ নিচ্ছে না!'

কোকোনা কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। সেটা সান্ত্বনা, না ঠাট্টা তা কে জানে! কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই, ওদের পিছন থেকে এক লোক কথা বলে উঠল। মাথায় তার ছোট ছোট চুল। সে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে চলুন। পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে যে দলটা নামছে, সেখানে যদি ডি-ময় থাকেন, তাহলে আপনার একটা ব্যবস্থা হবে।'

বলেই সে পশ্চিম সিঁড়ির দিকে ছুটল। লা-মোলে বুঝল সে যদি ওই দলে ভিড়তে না পারে তাহলে নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারবে না। তাই লা-মোলেও লোকটার পিছু পিছু ছুটল।

দলের ভিতরে ডি-ময়কে দেখা গেল। দীর্ঘদেহী এক তরুণ, হারকিউলিসের মত চেহারা। লা-মোলেকে দেখে বলল, 'এই সিঁড়ি দিয়ে আপনি সোজা তিনতলায় চলে যান। সিঁড়ির মুখে লম্বা একটা বারান্দা দেখতে পাবেন। সেই বারান্দা ধরে বাঁদিকে যাবেন। আপনার বাঁ হাতের তৃতীয় দরজায় এক ছোকরা চাকরকে দেখবেন। ওর নাম অর্থন। তাকে বলবেন রাজা হেনরির কথা।'

খুব সহজেই লা-মোলে অর্থনকে খুঁজে পেল। তাকে আগেই ন্যাভারের রাজা বলে রেখেছেন যে আজ এই মুহূর্তে তিনি খুব ব্যস্ত থাকবেন। রাত বারোটার মধ্যে যদি রাজার কাছ থেকে কোন খবর লা-মোলের কাছে না আসে, তাহলে কাল সকালে যেন সে আবার ল্যুভরেতে আসে, তখন অবশ্যই দেখা করবেন।

অর্থনকে লা-মোলে বেলএতোয়াল হোটেলের ঠিকানা দিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধু কোকোনাকে খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। লা-মোলে ভাবল, কোকোনা বোধহয় গাইজের ডিউককে পেয়েছে এবং তাঁর সঙ্গেই আছে। ভালই হয়েছে। বেলএতোয়ালে তো ঘর একটা। সে ঘরে ও একাই

www.BanglaBook.org

রাত কাটাতে পারবে।

লা-মোলে একটু চিন্তিত। প্যারিস রাজধানীর বাতাস খুব গরম। ডিউক অভ গাইজ যে সাংঘাতিক উচ্চাভিলাষী এবং মনে মনে হিউজিনো বিদ্বেষী, একথা সে প্রোভেন্সে বসেই শুনেছে। প্রায় সব ক্যাথলিকই কম-বেশি বিরক্ত হিউজিনোদের ওপরে, কিন্তু ডিউক অভ গাইজেরটা একেবারে চরম পর্যায়ের। যদি পারতেন তাহলে এখনি তিনি ফ্রান্সকে হিউজিনোশূন্য করে দিতেন।

এ রাগের অবশ্য কারণ আছে। ওঁর বাবা ডিউক ফ্রাঁসোয়া মাত্র দু'বছর আগে অজ্ঞাত আততায়ীর দু'বছর আগে হাতে মারা যান। শেষ নিশ্বাসের আগে ছেলেকে বলে গেছেন, তাঁর হত্যার মূলে আছেন অ্যাডমিরাল কলিনি।

অ্যাডমিরাল কলিনি হিউজিনোদের অন্যতম নেতা। বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিমান নেতা তিনি। ন্যাভারে রাজা হেনরি শুধু নামেই রাজা, সামরিক শক্তি বলতে তাঁর কিছুই নেই। কিন্তু কলিনি···।

হ্যাঁ, কলিনি। ফ্রাঁসোয়ার মারা যাবার পরে রাজা চার্লসের চোখে তিনি বিষ হয়ে গিয়েছিলেন। নামে অ্যাডমিরাল, মানে নৌ-সেনাপতি হলেও, জলে-স্থলে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তখন ফ্রান্সে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেনাপতি। কিন্তু যেদিন ফ্রাঁসো মারা যান সেদিন রাজা চার্লস কলিনির হাত থেকে সেনাপতির সব দায়িত্ব ক্ষমতা কেড়ে নেন। উপায় যদি থাকত তাহলে রাজা চার্লস বিচারে বা বিনাবিচারে তাঁকে শাস্তি দিতেন, হয়তো মৃত্যুদণ্ড দিতেন। কিন্তু সে সময় তিনি পাননি। ধড়িবাজ কলিনি সময় থাকতে আগেই পালিয়ে যান নিজের জমিদারি পিকার্ডিতে। সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে ধরে আনা সম্ভব ছিল, কিন্তু তাতে আবার গৃহযুদ্ধ বেধে যাবার ভয় ছিল। তাই রাজা চার্লস সেদিকে যাননি। এ জন্যে ক্যাথলিকেরা খুব রেগে গিয়েছিল। রাজমাতা ক্যাথরিনও কটু ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। সব কিছু হেসে উড়িয়ে দিয়ে চার্লস বলেছিলেন, 'কোনটা বুদ্ধিমানের কাজ? তাঁকে ধরে আনা, এবং গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া? তাছাড়া, গাইজ চাচার মৃত্যুর জন্যে যে কলিনি দায়ী, সে প্রমাণই বা কোথায়?'

এ প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান গাইজের ডিউক হেনরি বলেছিলেন, 'বাবা মারা যাবার সময় আমাকেই তো বলে গেছেন।'

চার্লস বললেন, 'তিনি তো ভুলও করতে পারেন।'

চার্লসের পরবর্তী আচরণে দেশের লোককে এ কথা ভাবতে বাধ্য করল যে ডিউক ফ্রাঁসোয়াকে হত্যার দায় থেকে রাজা কলিনিকে পুরোপুরি মুক্তি দিয়েছেন। হিউজিনো ন্যাভারের রাজার সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে যে রাজা পিছপা হন না, তাঁর পক্ষে তো এটাই স্বাভাবিক। কলিনিকে দূরে ঠেলে রেখে ন্যাভারের রাজাকে আত্মীয় করলে তাতে রাজার বা রাজ্যের কোন লাভ হবে না, হিউজিনোদের

www.BanglaBook.org

আক্রোশও কমবে না।

আজকাল রাজা চার্লস যে সব কাণ্ড করছেন তাতে চরমপন্থী হিউজিনোকেও স্বীকার করতে হচ্ছে, 'না, আমাদের রাজা সত্যিই নিরপেক্ষ। তাঁর কাছে হিউজিনো-ক্যাথলিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

কেন, কি এমন করলেন তিনি? কি করেননি রাজা! অনেক খোশামোদ করে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কলিনিকে পিকার্ডি থেকে প্যারিসে নিয়ে এসেছেন। প্রকাশ্যেই তাঁকে বাবা ডাকছেন। যখন তখন রাজার ঘরে প্রবেশ করার অধিকার দিয়েছেন। জল ও স্থল, উভয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি ফ্ল্যান্ডার্স পাঠাচ্ছেন, সে-দেশে ফরাসী প্রভুত্ব দৃঢ় করার জন্যে। অথচ রাজার হাতের কাছেই আরও দু'জন নামকরা সেনাপতি ছিলেন। একজন হিউজিনো প্রিন্স কন্ডি; তিনি রাজবংশীয়। আর একজন ক্যাথলিক, ডিউক অভ আঞ্জু; যিনি রাজার আপন ভাই, মাত্র বিশ বছর বয়সেই যাকে দেশের লোক সিজার বা আলেকজান্ডারের চেয়েও বড় বীর বলে জানে।

না, এসব কন্ডি পারবে না, আঞ্জুকে দিয়ে উদ্দেশ্য সফল হবে না, রাজ চার্লসের একান্তভাবেই কলিনিকে দরকার।

এসব কথা লা-মোলে প্যারিসে আসার আগেই শুনেছে। তাই একটু বিপদেই পড়েছে সে। কিছুই মেলাতে পারছে না। কলিনির ওপরে রাজার এমন করুণা বর্ষণ, ন্যাভারের হাতে তাঁর বোনকে তুলে দেয়া, এসবের সঙ্গে গাইজপন্থী ক্যাথলিকদের প্রায় প্রকাশ্যে হিউজিনোবিদ্বেষকে কিভাবে খাপ খাওয়ানো যায়?

যাই হোক, পরে জানা যাবে। ন্যাভারের রাজা হেনরির সঙ্গে একবার যখন যোগাযোগ হয়েছে, আজ রাতে না হলেও অবশ্যই কাল সকালে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তার কাছে।

এসব চিন্তা করতে করতে লা-মোলে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে কোন রাস্তায় যে এসে পড়েছে খেয়ালই নেই। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে বহু লোক ভিড় করে আছে। কিছু লোক প্রাচীরের ভিতরে বাড়ির উঠানে, আর কিছু লোক প্রাচীরের বাইরে রাস্তার ওপর। ভিতরে যারা আছে তারা সবাই নীরব। কিন্তু বাইরের লোকগুলো চেঁচামেচি করছে। তাদের মুখে একই ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে 'হিউজিনো বিনাশ হোক! জয় গাইজের ডিউক!'

লা-মোলে হিউজিনো হলেও সে চুল তেমন ছোট রাখে না। অতএব রাস্তায় যারা হিউজিনোদের বিনাশ করার কথা বলছে, তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে সে হিউজিনো।

লা-মোলে তার পাশের লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি ডিউক অভ গাইজের দলে নাম লেখাবার জন্যে পিডমন্ট থেকে এসেছি। এটা ভাই কার বাড়ি,

www.BanglaBook.org

তুমি কি জানো?'

লোকটা বলল, 'পিডমন্ট? তো তোমার নাম?'

'আমার নাম কাউন্ট অ্যানিবাল ডি-কোকোনা,' কুণ্ঠাহীন ভাবে উত্তর দিল লা-মোলে।

'ইঙ্গিত বাক্য?'

লা-মোলে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে। বলল, 'সেটা তো ভাই জানি না। আমি বললাম না, এই মাত্র পিডমন্ট থেকে এসেছি। এসেই অবশ্য ল্যুভরেতে যাই। ক্যাপটেন ট্যাভানে আমাকে ডিউকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তো গাইজ বলেছেন তিনি এখন খুব ব্যস্ত। বেলএতোয়াল হোটেলে অপেক্ষা করতে বলেছেন। রাত বারোটার দিকে আমাকে ডেকে পাঠাবেন।'

সংকেত বা ইঙ্গিত বাক্য না বলতে পারলেও 'ট্যাভানে,' 'বেলএতোয়াল, এবং 'রাত বারোটা,' এই তিনটে কথাই খুব কাজে লাগল। ট্যাভানেকে সবাই চেনে; বেলএতোয়ালের হুরিয়ের যে হিউজিনোর বিনাশে উৎসাহী, সে খবরও অনেকে জানে; এবং রাত বারোটায় আজ যে প্যারিস শহরে খুব সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটবে সেরকম আশা সবাই করছে। কাজেই লা-মোলে যে লা-মোলে নয়, কোকোনা, এটা সবাই বিশ্বাস করল।

'তুমি কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলে? ও, এই বাড়িটা কার, তাই না? এই বাড়িটা হচ্ছে সেই শয়তান বজ্জাত বুড়ো কলিনির। কাল সে বেঁচে গেছে, কিন্তু আজ ওকে মরতেই হবে রাত বারোটায়। কাল না হয় মরিভেলের নিশানা ভুল হয়েছিল!'

দুই

লা-মোলে খুব চিন্তিত। ভয়ও পাচ্ছে। নিজের জন্যে অতটা নয়, যতটা ন্যাভারপতি হেনরির জন্যে। কলিনিকে আক্রমণ করতে ক্যাথলিকদের মধ্যে যেরকম সাহস দেখা যাচ্ছে তাতে তো এই ল্যুভরের অন্দরমহলে রাজা হেনরিরও কোন নিরাপত্তা নেই। রাজধানীতে প্রায় অর্ধলক্ষ হিউজিনো আছে। তারাও তো শেষ হয়ে যাবে।

আসলে যে ব্যাপারটা কি হতে যাচ্ছে, সেটা আজ রাতেই বোঝা যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যতক্ষণ না কিছু বোঝা যায় ততক্ষণ লা-মোলে কিছুই করতে পারবে না। খুব বেশি কিছু করারও উপায় তার নেই। কিই-বা করতে পারে একা সে? এই এত বড় শহরে পরিচিত বলতে তার কেউ নেই। দাঙ্গা বা হত্যাকাণ্ড যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে তার উচিত স্বধর্মীদের একটা দল খুঁজে নিয়ে তারই সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া। আর যদি খুঁজে না পায় তবে…।

লা-মোলে হোটেলে ঢুকতেই হুরিয়ের যে হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল, সেটা হরিণকে দেখে পুলকিত বাঘের হাসি। হুরিয়ের আর বন্দুক ঘষামাজা করছে না। কিন্তু বন্দুকটা তার হাতের কাছেই, আর কোমরে গুঁজে রেখেছে চারটে ছুরি। লা-মোলে এমন ভান করল যেন সে কিছুই দেখেনি। হুরিয়েরকে সে জিজ্ঞেস করল, 'কাউন্ট কোকোনা কি ফিরেছে?'

'না, তিনি এখনও ফেরেননি। আপনি কি এখন ওপরে যাবেন? যদি যান তাহলে চলুন আমি আপনাকে দিয়ে আসি।'

'না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব। তুমি শুধু একটা মোমবাতি দাও, আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে কোন দিকে কত নম্বর দরজায় যেতে হবে সেটা বললেই আমার ঘর খুঁজে নিতে পারব।'

হুরিয়েরকে সঙ্গে নিতে চাইছে না লা-মোলে। কারণ সিঁড়ির ওপরে হুরিয়ের যদি হঠাৎ করে তার বুকে বা পেটে ছুরি চালায়, তখন কি হবে?

হুরিয়েরের অবশ্য ওপরে ওঠার এখন তেমন ইচ্ছাও নেই। সে প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু ঘটাবার আশায় আছে। লা-মোলের হাতে একটা জ্বলন্ত মোম দিয়ে বলল, 'সিঁড়ির মাথায় উঠে ডান দিকে যাবেন। শেষ ঘরটাই আপনাদের।'

লা-মোলে ওপরে চলে গেল।

এরপর কোকোনা এল। হুরিয়েরকে জিজ্ঞেস করল, 'লা-মোলে কি এসেছে?'

হুরিয়ের হেসে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, এই মাত্র এসেছেন। কিন্তু কাউন্ট, আমি চাই না আপনি ওই হিউজিনো কাউন্টের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটান।'

'তার মানে? এক ঘরে যদি না থাকি তাহলে তো সারারাত এখানে বসেই রাত কাটাতে হবে। তুমি তো আলাদা ঘর দিলে না।'

'ঘর তো নেই, কাউন্ট, দেব কোথা থেকে? তবে আমি আপনাকে ওই হিউজিনো লোকটার সঙ্গে থাকতে দিতে পারব না। আমার বিবেকে বাধছে। ওঘরে যে আজ রাত বারোটায় রক্তবন্যা বয়ে যাবে।'

চমকে উঠল কোকোনা। 'এসব কি বলছ তুমি?'

'কেন, আপনি ডিউক গাইজের কাছ থেকে কিছু শোনেননি?'

'তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখাই হয়নি। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে রাত বারোটায় আমার কাছে তিনি খবর পাঠাবেন। কি খবর, সেটা জানি না।'

www.BanglaBook.org

'আমি জানি, কাউন্ট, কি খবর। আমার, আপনার, সমস্ত ক্যাথলিকের কাছে শুধু একটা খবরই আসবে আজ—হিউজিনোদের মারো, মেরে সাফ করে ফেলো! আপনার ওই লা-মোলে তো হিউজিনো, আপনি যদি রাত বারোটায় ওর কাছে থাকেন তাহলে ওকে শেষ করার ভার আপনার ওপরে পড়বে। এক সঙ্গে বসে যার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলেন তাকে মারতে কি আপনার ভাল লাগবে?'

'লা-মোলেকে শেষ করব? অসম্ভব! এ কাজ আমি করব না এবং কাউকে করতেও দেব না। এক সঙ্গে খাওয়া মানেই তো বন্ধুত্ব, তাই না?'

'আসল বন্ধু আপনার কে? কাউন্ট লা-মোলে না গাইজের ডিউক?'

হুরিয়ের যখন এই প্রশ্ন করল তখন হতবাক হয়ে গেল বেচারা কোকোনা। সত্যিই তো! গাইজের ওপরে আনুগত্য তার বংশানুক্রমিক। আর লা-মোলে কে হয় তার? পথিকে-পথিকে ক্ষণিকের পরিচয় বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করতে পারে কতটুকু?

হুরিয়েরের চোখা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না কোকোনা। তাই সেটার জবাব না দিয়ে সে নিজেই পালটা প্রশ্ন করল, 'আজ তাহলে হিউজিনোদের বংশ ধ্বংস করা হবে?'

'হ্যাঁ, কাউন্ট। রাত বারোটায়!'

'তুমি তো দেখছি তৈরি।'

'হ্যাঁ, আমি তৈরি। আজ আমি মরিভেলকে দেখাব যে ধর্মযুদ্ধের ডাকে সাড়া দেবার জন্যে আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওর এখন উন্নতির সময়। ওর নজরে থাকলে ভবিষ্যতে কাজ দেবে।'

'মরিভেলটা আবার কে?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস, কাউন্ট। এক হিউজিনো বুড়ো, ডি-ময় তার নাম, একটা অনাথ ছেলেকে মানুষ করেছিল। যুবক হবার পর সেই ছেলে মরিভেল ক্যাথলিকদের দলে ঢুকে পড়ল। ধর্মের চেয়ে বড় কিছু নেই, সেটা প্রমাণ করার জন্যে প্রতিপালক বুড়োকে এক গুলিতে শেষ করে দেয়। বুড়োর ছেলে গ্রাবার লম্বা চওড়া এক যুবক, তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মরিভেল এ কাজটা করেছিল। তরুণ ডি-ময়ের ভয়ে এবার তাকে পালাতে হলো। ডি-ময় ন্যাভারের হেনরির সঙ্গে প্যারিসে এল, হেনরির সুপারিশে রাজা চার্লসের কাছে পিতৃহত্যার নামে নালিশ জানাল। হোঃ হোঃ হোঃ!'

'কি ব্যাপার, তুমি হাসছ কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কোকোনা।

'হাসব না? এরপর আসল মজার ঘটনা শুনবে। ডি-ময়ের কথা শুনে রাজা চার্লস তো মরিভেলের ওপর রেগে আগুন। তিনি বললেন—হিউজিনোরা কি আমার প্রজা নয়, তাদেরকে মেরে ফেলার মানে কি? হুকুম দিলেন, মরিভেলকে ধরে

www.BanglaBook.org

আনার জন্যে। ধরাও পড়ল সে। রাজার কাছে যখন তাকে আনা হলো, অতি গোপনে নিভৃত অস্ত্রাগারে–হোঃ হোঃ হোঃ!'

'কি, অস্ত্রাগারে?' কোকোনা খুব উৎসাহ বোধ করছে।

'রাজা নিজের বন্দুক তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন–হিউজিনো শিকারে তোমার হাত খুব ভাল। বেলা দশটার দিকে যে লোকটা লাল চামড়ার ব্যাগ হাতে নিয়ে বের হবে তাকে তুমি···। রাজা সাহেব কিন্তু কলিনির নাম উচ্চারণ করেননি, কাউন্ট!'

'বলো কি? তাহলে কলিনি কি···।'

'না, কাল তাকে মারতে পারেনি। মরিভেলের গুলিতে শুধু একটা হাত ভেঙেছে। কিন্তু আজ রাত বারোটায় তাকে মরতেই হবে।'

হোটেলের দরজা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। হঠাৎ সেই রাস্তায় এক দল লোককে দেখা গেল। তাদের দেখে হুরিয়ের উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'ওই যে, কাউন্ট! যার কথা এতক্ষণ বললাম, সেই মরিভেল এখানেই আসছে। তার সঙ্গে আগেই আমি আলাপ করে নিয়েছি। ওর যে এখন উন্নতির সময়!'

মরিভেলকে দেখে হুরিয়ের বলল, 'আরে ক্যাপটেন যে! এসো, এসো। আমি তৈরি। দুই এক পাত্র চলবে নাকি?'

মরিভেল গম্ভীরমুখে আট-দশজন সঙ্গীদের নিয়ে হোটেলে ঢুকল। ওদের সবার কাছে অস্ত্র রয়েছে।

মরিভেল বলল, 'রাত বারোটা এখনও বাজেনি, তবুও এখনি চোরাগোপ্তা হামলা শুরু করা যায়। বারোটা বাজলেই নটরডামে ঘণ্টা পড়বে। সেটা হচ্ছে সংকেত। ওই সংকেত সব পাড়ায় শোনা যাবে, শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহর জুড়ে শুরু হবে হত্যাযজ্ঞ–কচুকাটা করা হবে হিউজিনোদের।'

'ততক্ষণ তাহলে দু'এক পাত্র খাওয়া যেতে পারে। আর চোরাগোপ্তা হামলা এখানেই করার সুযোগ আছে, একটা হিউজিনো কাউন্ট হেনরি-ন্যাভারের দলে যোগ দেবার জন্যে প্রোভেন্স থেকে এসেছে,' হুরিয়ের বলল।

মরিভেল হাতের বন্দুকটা নাচিয়ে বলল, 'কোথায় সেই শালা হিউজিনো? রাজার বন্দুকের গুলি খেয়ে ধন্য হোক সে দুরাচার।'

'ওপরেই আছে। ঘুমাচ্ছে বোধহয়। আরাম করে শেষবারের মত একটু ঘুমিয়ে নিক। ততক্ষণে তোমরা স্প্যানিশ মদ এক গ্লাস করে খেয়ে নাও।'

চাকর গ্রিগয়ার এসে সবার হাতে হাতে একটা করে মদের গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে। আর ওদিকে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে লা-মোলে। জানালা দিয়ে কোকোনাকে হোটেলে ঢুকতে দেখেছিল সে। হোটেলওয়ালার সঙ্গে কোকোনার কি কথা হয় সেটা শোনার জন্যে সে অন্ধকার সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে

www.BanglaBook.org

ছিল। ওদের দু'জনের সব কথাই শুনেছে লা-মোলে। এবার নিজেকে রক্ষা করার জন্যে তাকে তৈরি হতে হবে। কিন্তু বের হবে কি করে? দরজার সামনে তো মরিভেলরা তরোয়াল আর বন্দুক নিয়ে ঘাঁটি আগলে রেখেছে। কাজেই পালানোর জন্যে অন্য রাস্তা বের করতে হবে। পাওয়া যাবে? নিশ্চয়ই যাবে। লা-মোলের মত বীর খাঁচার ইঁদুরের মত খোঁচা খেয়ে মরবে, এ হতে পারে না। লা-মোলে সবচেয়ে অবাক হয়েছে কোকোনার কাণ্ড দেখে। এতখানি বন্ধুবৎ আচরণ, সব মিথ্যে; সুযোগ যদি পায় তবে ওকেই আগে শেষ করবে লা-মোলে।

মরিভেলের মদের গ্লাস শেষ হয়ে গেছে। সে আর দেরি করতে রাজি হচ্ছে না। এদিকে রাত এগারোটা বেজে গেছে। ওপরের হিউজিনো কাউন্টকে না মেরে তো সে যেতে পারে না। না, কলিনির কাছে যাবে না। তাকে মারার ভার ডিউক হেনরি অভ গাইজ নিজে নিয়েছেন। মরিভেল যাবে তার ব্যক্তিগত শত্রু ডি-ময়কে শেষ করার জন্যে। তার বুড়ো বাপকে মেরেও সাধ মেটেনি মরিভেলের। ডি-ময় বংশ শেষ করাই তার উদ্দেশ্য। আচ্ছা, মরিভেলের ডি-ময়দের ওপরে এত রোষ কেন? আছে, এর সঙ্গত কারণ আছে বইকি। এই যে বুড়ো ডি-ময় অনাথ বালক মরিভেলকে নিজের ছেলের মত করে মানুষ করেছিলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সে ঋণ শোধ করবে না? উপকারের শোধ তো কৃতঘ্নতা দিয়েই করতে হয়।

হুরিয়েরের সন্দেহ হচ্ছে, কোকোনা বোধহয় দ্বিধা করছে। সে কানে কানে কোকোনাকে বলল, 'গাইজের ডিউকের কাছে আপনি কেমন অভ্যর্থনা পাবেন, তা নির্ভর করবে এখন আপনি কেমন আচরণ করবেন তার ওপর। তাছাড়া হিউজিনো কাউন্ট তো আপনার কেউ নয়। এই হোটেলে আসার পাঁচ মিনিট আগে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছে।'

কোকোনা চিন্তা করে দেখল, কথাটা তো ঠিক। তাই মন থেকে সব দ্বিধা মুছে ফেলে সে মরিভেলের সঙ্গে ভিড়ে গেল। সবাই খুব আস্তে আস্তে করে সিঁড়ি বেয়ে উঠল। তারপর ডান দিকে শেষ ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতরে থেকে দরজা আটকানো। ধড়িবাজ হিউজিনো খিল লাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই খিল কি আজ কোন হিউজিনোকে বাঁচাতে পারবে? হুরিয়েরকে কিছু জিজ্ঞেস না করে মরিভেল দড়াম দড়াম করে লাথি মারল দরজায়। সব হোটেলের দরজা-জানালাই রঙ দিয়ে চিত্র-বিচিত্র করা থাকে, খুব মজবুত কাঠ দিয়ে কপাট তৈরি করে না কেউই। কাজেই হুরিয়ের ঘরের দরজায় দু'চারটে লাথি মারতেই মড়মড় করে ভেঙে পড়ল সব।

ভাঙা দরজার মুখে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মরিভেল। খাঁচার ইঁদুরটা কোথায় আছে সেটা শুধু এক পলক দেখবে। তারপরই…।

কিন্তু হায় কপাল! ইঁদুরকে তো দেখা যাচ্ছে না। এই ঘরের মধ্যে তো সে

www.BanglaBook.org

নেই। নিশ্চয়ই পালিয়েছে বজ্জাতটা। ওই যে ওই জানালা দিয়েই গেছে।

হুংকার ছাড়ল হুরিয়ের, 'অসম্ভব! এ হতেই পারে না। নিচেটা একদম ফাঁকা। ত্রিশ ফুট নিচে শুধু একটা গলি। এই গলিটা আবার ঠিক করা হচ্ছে। জানালার তলাতে পাথরের চাং সব গাদা করে রাখা হয়েছে। পড়লেই ছাতু হয়ে যাবে।'

তাহলে লা-মোলে ছাতুই হয়েছে। ঘরে যখন সে নেই।

হুরিয়ের দৌড়ে নেমে গেল। বাইরে গিয়ে খুঁজতে লাগল কারও মাথা পড়ে আছে কিনা। না, কোথাও কিছু পড়ে নেই। কিভাবে পালাল লোকটা?

নিশানা করার পর যদি বাঘ শিকার ধরতে না পারে, থাবার নিচে থেকে হরিণ ফসকে পালিয়ে যায়, তাহলে সে বাঘ তো গরগর করবেই। মরিভেলের মত গর্জন কেউই করতে পারে না, এমনকি বাঘও না। প্রথম চেষ্টাই বিফল হলো? যাত্রা শুভ নয়।

গরগর করতে করতে সে নিচে নেমে এল, সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হলো পরম শত্রু ডি-ময়ের বাড়ির দিকে। এমনিতে সে হিউজিনো, মানে রাজার শত্রু, আবার এদিকে বুড়ো ডি-ময়ের ছেলে, মরিভেলের ব্যক্তিগত শত্রু। তাকে শেষ করতে পারলেই এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। চলো–চলো, আগে সেখানেই যাওয়া যাক।

রক্তের নেশা সংক্রামক। এখন আর কোন দ্বিধা হচ্ছে না কোকোনার। লা-মোলের পালানোটাকে সে এখন ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে বিবেচনা করছে। মরিভেলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে।

তেমন একটা ছোট না রু-দ্য-কোয়েটার-ফিল রাস্তাটা। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া চলাচল করে। তাছাড়া হোটেল-দ্য-গাইজ, মানে গাইজের ডিউকের সুরম্য সুরক্ষিত প্রাসাদের সদর দরজা এ রাস্তার ওপরে না হলেও, সে-বাড়ির একটা খিড়কি দরজা আছে। আর সেই দরজা দিয়ে ডিউকের বাড়িতে অনেক লোকজন যাওয়া-আসা করে।

মরিভেল কোয়েটার-ফিল রাস্তায় এসে ছোট একটা বাড়ি দেখাল হুরিয়েরকে। সে বলল, 'এ বাড়িতে থাকে ডি-ময়। নিজের নয়, ওর এক আত্মীয়ের বাড়ি। শোনো হুরিয়ের, বন্দুকটা আমার হাতে দাও, আর কোমরে জামাটা এমন ভাবে বাঁধো যাতে ছুরিগুলো দেখা না যায়। গিয়ে প্রথমে দরজায় নক করবে। তারপর বলবে ল্যুভরে থেকে ডি-ময়ের জন্যে খবর নিয়ে এসেছ। এটা শুনলে নিশ্চয়ই তারা দরজা খুলে দেবে। ডি-ময় বের হলেই আমি গুলি চালাব। আর যদি না বের হয় তাহলে আমরা সবাই ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকব।

মরিভেলের পরামর্শ মেনে নিয়ে হুরিয়ের তাই করল। তার ডাকাডাকি শুনে ডি-ময় দরজা খুলতে যাবে, এমন সময় তার আত্মীয়া চিৎকার করে বলল, 'ডি-

www.BanglaBook.org

ময়, দরজা খুলো না! জানালা দিয়ে আমি অনেক লোক দেখেছি! ওদের সবার হাতে বন্দুক আর তরোয়াল আছে। এত রাতে যারা এসব নিয়ে এসেছে তারা তোমার বন্ধু নয়।'

ডি-ময় খুব সাবধানী লোক। আধ-খোলা দরজা চেপে বন্ধ করে দ্রুত সিঁড়ির ওপরে উঠে গেল। জানালা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কে?'

হুরিয়ের উত্তর দিল, 'মসিয়াঁর ডি-ময় না?'

'ডি-ময় তো অবশ্যই! কিন্তু এত রাতে তোমরা কি খবর নিয়ে?'

'আপনি এখনও কোন খবর শোনেননি? এতক্ষণে বোধহয় কলিনিকে মেরেই ফেলেছে। হিউজিনোদের আজ বড় বিপদ। যদি ওদের বাঁচাতে চান তবে এখনি বেরিয়ে আসুন। আমরা কয়েকজন বের হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে আমাদের ক্যাপটেন নেই।'

ডি-ময় চেঁচিয়ে বলল, 'আজ রাতে যে কিছু একটা ঘটবে তা আমি আগেই বুঝেছিলাম। সত্যি ওদেরকে ফেলে আসা আমার উচিত হয়নি। আমি এখনি আসছি, তুমি দাঁড়াও।'

নিচে মরিভেল বন্দুক উঁচু করে রেখেছে। তার চোখ মুখে কি হিংস্র আনন্দ। 'ডি-ময় আসছে, দরজার দুই পাশে তোমরা লুকিয়ে পড়ো। যেই বজ্জাতটা বের হবে অমনি ওর মাথায় তরোয়াল চালাবে। আর আমি তো বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়েই আছি।'

দরজা খুলে ডি-ময় বের হলো ঠিকই, কিন্তু তার দুই হাতে দুটো লম্বা পিস্তল। এমন কিছু যে ঘটতে পারে, মরিভেল তা কল্পনাও করেনি। সতর্ক হয়ে গেল সে। ভাবছে, আমার কাছ থেকে ও যত দূরে, ওর কাছ থেকে আমিও তার চেয়ে বেশি দূরে নেই। আমার গুলি ওর বুকে লাগবে ঠিকই, কিন্তু তার গুলিও আমার বুকে লাগার সম্ভাবনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রুত রু-দ্য-ব্রাক-এর মোড়ে চলে গেল, এত দূরে যে সেখান থেকে ছুঁড়লে ডি-ময়ের গায়ে গুলি লাগা অসম্ভব।

ভয়ে কেউ ডি-ময়ের সামনে যাচ্ছে না। এটা দেখে কোকোনার খুব খারাপ লাগল। নিজের জায়গা থেকে সরে সে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর টুপি খুলে ডি-ময়ের উদ্দেশে বলল, 'জনাব, আপনি বোধহয় মনে করছেন যে আপনাকে হত্যা করার জন্যেই আমরা এখানে এসেছি। আসলে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। আমরা আপনার বন্ধু নই ঠিকই, কিন্তু গুপ্তঘাতকও নই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এসেছি তা হচ্ছে ডুয়েল। মরিভেল, আপনি কোথায় গেলেন! কাছে আসুন না! জনাব ডি-ময় তো ডুয়েল লড়তে রাজি আছেন।'

ডি-ময় চেঁচিয়ে বলল, 'মরিভেল? আমার পিতৃহত্যা? কোথায় সেই হারামজাদা? সাহস থাকে তো সামনে আসুক সে। আমি প্রস্তুত।'

www.BanglaBook.org

মরিভেল তখন হোটেল গাইজের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কারণ ওদের কাছে আরও কিছু লোক চাইবে। ডি-ময় পিস্তল ছুঁড়ল। তার গুলি মরিভেলের টুপি ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গুলির শব্দে আর মরিভেলের চিৎকারে হোটেল গাইজ থেকে কয়েকজন প্রহরী বের হলো, আর ডি-ময়ের দ্বিতীয় গুলিটা মরিভেলের পাশের লোকটার গায়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সে মরে গেল। ডি-ময়ের পিস্তলে আর গুলি নেই। তাই তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে আবার জানালার আড়ালে দাঁড়াল সে।

চারিদিকে সব বাড়ি-ঘরের জানালা একটা একটা করে খুলে যাচ্ছে। কোন কোন বাড়ির জানালায় বন্দুকের নলও দেখা গেল। পাশের বাড়ির এক বয়স্ক ভদ্রলোককে ডেকে ডি-ময় বলল, 'মসিয়াঁর মার্কনেডন, দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘটনাটা কি? এত হৈ-চৈ কিসের?'

'ঘটনা হচ্ছে, কাল কলিনির ওপরে যে আক্রমণ হয়েছে সেটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, দেশের সব হিউজিনোকে এক সঙ্গে কবরে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলছে!'

'তাই নাকি? আমার বাড়িতে আমরা চারজন আছি। তিনটে তরোয়াল আর একটা বন্দুক আছে। এদের দু'একজনকে সঙ্গে না নিয়ে আমরা কবরে যাব না, এ আমি বলে দিলাম।'

রাস্তার মাঝখানে কোকোনা দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনেই বুড়োর গুলি পড়ল। হোটেল গাইজ থেকে যারা বের হয়েছিল তাদের সর্দার আবার মরিভেলের পরিচিত। সে কানে কানে বলল, 'এসব ইঁদুরের বাচ্চাদের মেরে তোমার কি কোন লাভ হবে? তুমি হচ্ছ রাজার নিজস্ব জল্লাদ। কাল কলিনিকে মারতে পারোনি, আজ যদি অন্য কেউ সে কাজ পারে তবে রাজাকে মুখ দেখাবে কিভাবে?'

মরিভেল এটা খেয়ালই করেনি এতক্ষণ। সে বলল, 'ঠিকই তো! তাহলে এখন আমাকে সেখানেই যেতে হবে।'

আসল কথা হচ্ছে, কলিনির বাড়িতে যাবার পথে ডি-ময়কে শেষ করার উদ্দেশেই সে এখানে এসেছিল। এসে দেখছে, কাজটা যত সহজ ভেবেছিল তত সহজ নয়। ডি-ময়কে সাহায্য করার জন্যে পাড়ার সব লোক গুলি চালাতে শুরু করেছে। সারা রাতও চলতে পারে এ লড়াই। কাজেই এখন কেটে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ডি-ময়ের চেয়ে কলিনি অনেক বড় শিকার, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মরিভেল আস্তে করে সরে পড়ল। তার দেখাদেখি হুরিয়েরও। কোকোনাকে ডাকার কথা তাদের মনেই পড়ল না। ডাকলেও কোকোনা আসত কিনা বলা যায় না। তার সামনে গুলি পড়ছে। মার্কনেডনের ভাইপো, লম্বা-চওড়া এক যুবক, সে

www.BanglaBook.org

তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে আসছে কোকোনার দিকে। এ-সময়ে সে পালাবার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

গাইজের বাড়ির সিপাইরা ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভিতরে, রাস্তায় একা শুধু কোকোনা। ডি-ময় ভাবল, মার্কনেডনেরা নিশ্চয়ই চারজন মিলে কোকোনাকে সামলাতে পারবে। তাদের কোন সাহায্য দরকার নেই। এখন আসল কাজ হচ্ছে কলিনির বাড়িতে গিয়ে সেই বৃদ্ধকে বা ল্যুভরেতে গিয়ে রাজা হেনরিকে সাহায্য করা।

নিজের আত্মীয়াকে সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দে রাস্তায় বের হলো ডি-ময়। মহিলাকে কোন নিরাপদ জায়গায় রেখে সে ল্যুভরের দিকে রওনা দেবে। মার্কনেডনেরা কোকোনাকে নিয়ে এবং কোকোনা মার্কনেডনাদের নিয়ে এমন ব্যস্ত যে তাদের কারও চোখে ডি-ময় ধরাই পড়ল না।

এগিয়ে আসছে মার্কনেডনের ভাইপো, এগিয়ে যাচ্ছে কোকোনাও। তরোয়ালে তরোয়ালে বাড়ি লেগে ঝন ঝন শব্দ উঠল। ভাইপোটা এমনিতে খুব মোটাসোটা, কিন্তু অস্ত্র সে মোটেও চালাতে জানে না। তাই দু'মিনিটের মধ্যেই কোকোনার হাতে তার মারা যাবার আশঙ্কা দেখা দিল। আর সেটা দেখে মার্কনেডনের ছেলে ভাইকে উদ্ধার করার জন্যে ছুটে এল।

নিতান্তই ছেলেমানুষ। ও যে কোন সাহায্য করবে, এমন আশা তার ভাই অবশ্যই করেনি, করলে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে কালক্ষেপণ করার চেষ্টা করত। তা সে করেনি, ফলে কোকোনার তরোয়াল প্রায় ছয় ইঞ্চি বিঁধে গেল তার পাঁজরে।

মার্কনেডনের ছেলে তো কোকোনার তরোয়ালের এক আঘাতেই মাটিতে পড়ে গেল। মার্কনেডন বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে কোকোনাকে তাক করে গুলি ছুঁড়লেন। ছেলের পতন আর ভাইপোর মৃতদেহ দেখে বুড়োর হাত এমন কাঁপছিল যে গুলিটা কোকোনার অন্তত দশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল।

ছেলেটার গলার ওপরে তরোয়াল রেখে কোকোনা বলল, 'হিউজিনো ধর্ম বাদ দিয়ে ক্যাথলিক হবি? যদি না রাজি থাকিস তবে এখনি মর।'

মার্কনেডন পরিবারের তিনজনই এই নাটকে যোগ দিয়েছে। এবার চতুর্থ ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে উদয় হলেন, তিনি হচ্ছেন মার্কনেডনের স্ত্রী। মহিলা পাথরের একটা টব কোকোনার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন, সেটা ওর মাথাতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোকোনা মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল। গুলিটা ফেটে গেছে, ধীরে ধীরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

মার্কনেডন বুড়ো-বুড়ি ছেলেকে উদ্ধার করতে দৌড়ে এলেন। ওদিকে গাইজ হোটেলের দোতলার ঝুল-বারান্দার খোলা জানালায় এক সুন্দরী মহিলাকে দেখা গেল। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হোটেল রক্ষীরা, আপনারা ওই যোদ্ধাকে

www.BanglaBook.org

ভিতরে নিয়ে আসেন।'

এক মিনিটের মধ্যে সবাই মিলে কোকোনাকে হোটেলের দোতলায় নিয়ে এল।

তিন

ঠিক রাত বারোটায় শহর কাঁপিয়ে গির্জার ঘণ্টা বাজল। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের কথা যারা কিছুই জানে না, তারাও চোখে ঘুম নিয়ে ঘণ্টার শব্দে তড়াক করে উঠে পড়ল। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল তাদের শরীর। একটা কিছু ঘটছে বোধহয়।

কলিনির হোটেলের সামনে ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। রু্য-দ্য-বেথিসির ওপর এই দালান, একটা বড় এবং দুটো ছোট দরজা অবশিষ্ট আছে দালানটার। বাকি সব দরজা ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে জনতা।

সামরিক ও বেসামরিক, দু'রকম লোকই আছে সেই জনতায়। এমনকি রাজার নিজস্ব দেহরক্ষী সুইস সৈনিকদেরও দেখা গেল। তাদের হাতে সব লম্বা লম্বা তরোয়াল, বন্দুকও আছে কারও কারও হাতে। অনেকে আবার বাঁ হাতে উঁচু করে ধরেছে জ্বলন্ত মশাল। ওগুলোর কাঁপা-কাঁপা আলোয় নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অনেক সৈনিকই মরিভেলকে চেনে, কাজেই তার দলটা সেই নিবিড় ভিড় ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। রু্য তির্চেয়াপ, ইটিয়েঁ, বার্টিন-পোয়ারি, সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে ধ্বংসলীলা। চিৎকার আর বন্দুকের শব্দ এক সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধোঁয়াটে আকাশে।

মরিভেল আর হুরিয়ের গাইজ হোটেল থেকে কয়েকজন রক্ষী নিয়ে কলিনির বাড়ির কাছে এসে দেখল, একদল সশস্ত্র ক্যাথলিক গাইজের ডিউক হেনরিকে ঘিরে রেখেছে। ডিউক দাঁড়িয়ে আছেন খোলা তরোয়ালে ভর দিয়ে, উপরে ঝুল-বারান্দায় একটা বিশেষ অংশের দিকে তাঁর দৃষ্টি। বারান্দাটা তাঁর মাথার পনেরো ফুট ওপরে।

মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে তিনি মাটিতে লাথি মারছেন, আর দেহরক্ষীদের বলছেন, 'এখনও কিছু না? কাউকেই পাওনি? ওদের নিশ্চয়ই কেউ আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছে। পালিয়ে গেছে ওরা। দ্য-গাস্ট, তোমার কি মনে হয়?'

'না, প্রভু, পালানো সম্ভব নয়!'

www.BanglaBook.org

'সম্ভব নয়? কেন, তুমি না আমাকে বললে আমরা এখানে আসার একটু আগেই ন্যাড়া মাথায় খোলা তরোয়াল হাতে এক লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এসে এই বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল? আর অনুসরণকারীরা এসে পড়ার আগেই বাড়ির লোকেরা দরজা খুলে তাকে ভিতরে টেনে নেয়?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মসিয়াঁর বেসমিও আসে, আর সিংহদ্বার ভেঙে ভিতরে ঢুকে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। যে লোকটা দৌড়ে এসেছিল, সে বাড়িতে ঢুকেছিল ঠিকই, কিন্তু আর বের হতে পারেনি। এমনকি বাড়ির বাসিন্দারাও নয়।'

হুরিয়ের মরিভেলের কানে কানে বলল, 'গাইজের ডিউক নিজে এসেছেন?'

মরিভেল উত্তর দিল, 'আসবেন না! তাঁর বাবাকেই তো কলিনি হত্যা করেছে। আজ ডিউক যদি কলিনির মৃত্যুদর্শন করতে আসেন তাতে অবাক হবার কি আছে? সবার জীবনেই একবার করে সুযোগ আসে। এবার ডিউকের এসেছে।'

ডিউক হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'কি বেসমি, তোমার হলো?' এই বলে পাথরে ঢাকা চত্বরের ওপরে তিনি এমন জোরে আঘাত করলেন যে পাথর থেকে আগুনের ফুলকি বের হলো।

এমন সময় হোটেলের ভিতরে চেঁচামেচি শোনা গেল। হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ, তরোয়ালের ঝনঝনানি, তারপর আবার সব চুপ।

ডিউক ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দ্যু গাস্ট তাঁকে ধরে ফেলল। বলল, 'প্রভু, আপনি এখানেই থাকুন। এসবের মধ্যে আপনি দয়া করে যাবেন না, গেলে সেটা খারাপ দেখাবে।'

ডিউক বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, দ্যু গাস্ট। কিন্তু স্থির হতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত যদি হারামজাদাটা পালিয়ে যায়! সে চিন্তায় আমি পাগল হয়ে আছি।'

হঠাৎ দোতলার জানালাগুলো আলোকিত হয়ে উঠল, মনে হচ্ছে সেখানে যেন অনেক মশালধারী দাঁড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ ধরে ডিউক যে জানালায় তাকিয়ে ছিলেন সেটা হঠাৎ করে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর সেটা দিয়ে বেরিয়ে এসে ঝুল-বারান্দায় দাঁড়াল একটা মানুষ। লোকটার সারা গায়ে রক্ত।

ডিউক বেসমিকে দেখে চিৎকার করে বললেন, 'কি বেসমি? কি হলো?'

খুব ভারি গলায় জার্মান বেসমি উত্তর দিল, 'এই যে! এই যে! এই যে দেখুন।' সে এবং আর একজন মিলে ভারি একটা মাল ঝুল-বারান্দা থেকে বের করল।

ডিউক জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অন্য সব লোকেরা কোথায়?'

www.BanglaBook.org

'এখনও তো অনেক শত্রুকে শেষ করা বাকি। তারা ওই কাজে ব্যস্ত।'

'আর তুমি? তুমি এতক্ষণ কি কাজ করছিলে?'

'আপনি একটু পিছিয়ে দাঁড়ান, তারপর দেখুন।'

ডিউক কয়েক পা পিছিয়ে এলেন। বেসমি অন্য একজনের সাহায্যে যে-জিনিসটা উঁচু করার চেষ্টা করল সেটা একটা দেহ। এক বুড়োর দেহ। বেসমিরা সেই দেহটা উঁচু করে তুলে ডিউকের পায়ের সামনে ফেলে দিল।

দেহটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা শব্দ হলো। তার শরীর থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে ডিউকও চমকে গেলেন। কিন্তু অচিরেই চমকের বদলে কৌতূহল দেখা দিল। অনেকগুলো মশাল একসঙ্গে দেহটার ওপরে আলো ফেলল।

লম্বা সাদা দাড়ি, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মত মুখ। বৃদ্ধের শরীরটা তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কোঁকড়াচ্ছে। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করল, 'অ্যাডমিরাল কলিনি!' তারপরই সব চুপ।

দেহটার সামনে এসে আনন্দে চিৎকার করে বললেন ডিউক, 'ঠিক! সত্যি অ্যাডমিরাল!'

ভিড়ের ভিতর থেকে উত্তেজিত কোলাহল উঠল, 'অ্যাডমিরাল! অ্যাডমিরাল!' যে যেভাবে পারছে এগিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে দেখছে সেই লাশ।

আনন্দে চিবিয়ে চিবিয়ে ডিউক বললেন, 'অবশেষে তোমায় তাহলে পেলাম, গ্যাসপার্ড! পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আমি নিতে পেরেছি!' এই বলে ডিউক প্রটিসটান্ট নেতার বুকের ওপরে পা রাখলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে নরকের দরজায় পৌঁছে যাওয়া বৃদ্ধ যোদ্ধার দু'চোখ খুলে গেল, ছিন্নভিন্ন হাতের মুঠো পাকিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'হেনরি গাইজ! গুপ্তঘাতক একদিন তোমার বুকেও এভাবে পা রাখবে। খোদার কসম, আমি তোমার বাবাকে মারিনি। আর খোদা সাক্ষী, শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি।'

গাইজের মত সাহসী যোদ্ধা অভিশাপের কথা শুনে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেলেন, তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা বরফের স্রোত নেমে এল। মনে হচ্ছে ভয়ানক একটা ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সে ছবি মুছে ফেলার জন্যে তিনি কপালে কিছুক্ষণ হাত বুলালেন। অবশেষে আবার যখন তিনি অ্যাডমিরালের দিকে তাকাতে সাহস পেলেন, তখন বৃদ্ধের হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেছে, দু'চোখ বুজে গেছে, আর সাদা দাড়ির ওপর দিয়ে নেমে আসছে একটা রক্তস্রোত। সেই মুখেরই রক্ত, যে মুখ এইমাত্র ভয়াবহ অভিশাপ দিয়েছে ডিউককে।

www.BanglaBook.org

তরোয়াল উঁচু করে ধরে নিজেকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন ডিউক। বেসমি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, আপনি খুশি তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! তুমি তো প্রতিশোধ নিয়েছ।'

বেসমি বলল, 'জ্বী, ডিউক ফ্রাঁসোয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ।'

ডিউক বললেন, 'শুধু কি তাই, ক্যাথলিক ধর্মের অবমাননারও প্রতিশোধ নেয়া হলো।' তারপর ডিউক সব সৈনিক আর জনতার দিকে ফিরে বললেন, 'বন্ধুরা, তোমরা সবাই কাজে লেগে যাও।'

বেসমিকে হুরিয়ের জিজ্ঞেস করল, 'বুড়োটাকে কিভাবে মারলেন?'

বেসমি বলল, 'খুব সহজে। দরজার বাইরে শব্দ করতেই বুড়ো দরজা খুলে বের হয়, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিই।'

হঠাৎ বেসমি কান খাড়া করল, 'আরে, টেলিনির চিৎকার শোনা যাচ্ছে না? দাঁড়া শালা, এবার তোর পালা।'

টেলিনি হচ্ছেন কলিনির জামাই, হিউজিনোদের অন্যতম প্রধান নেতা।

প্রাসাদের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। বাড়িটার এক পাশ জুড়ে সুদীর্ঘ গ্যালারি, তার সব জানালা মশালের আলোতে লালচে। দেখা গেল দুটো লোক দৌড়ে পালাচ্ছে, তাদের পিছু নিয়েছে একদল ঘাতক। সেই ঘাতকদের মধ্যে থেকে একজন গুলি ছুঁড়ল। যে দু'জন দৌড়াচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর অন্যজন?

সে গ্যালারির শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের নিচে প্রাসাদ-চত্বর। সেটা কত নিচে তা খেয়াল করারও প্রয়োজন বোধ করল না সে। এই প্রাসাদ চত্বর যে লোকে লোকারণ্য, এবং সবাই তাকে ধরার জন্যে তৈরি, সেটা ভাবারও সময় নিল না। দিল এক লাফ।

সে যে লাফ দেবে এটা কেউ কল্পনাই করেনি। কারণ লাফ দিলেই নিশ্চিত মরণ! জেনে-শুনে এ কাজ কে করে?

কেউ কল্পনা করেনি বলেই লোকটার সুবিধে হলো। ওপরে যারা তাকে অনুসরণ করে দৌড়ে আসছিল, তারা সবাই চেঁচিয়ে বলল, 'ধরো! ধরো! পালাল যে!'

লাফ দিয়ে পড়ার সময় তার হাতের তরোয়ালটা পড়ে গিয়েছিল, সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ঝড়ের বেগে দৌড়াল লোকটা। সে শত্রুদলের ভিতর দিয়েই ছুটছে, দু'তিনজনকে উল্টে ফেলে দিল, একজনের গায়ে তরোয়ালও ঢুকিয়ে দিল। হিংসায় উন্মত্ত ক্যাথলিকদের ক্রুদ্ধ অভিশাপ এবং পিস্তলের গুলিকে অগ্রাহ্য করে সে ছুটে চলেছে তীরবেগে, হুরিয়েরের পাশ দিয়ে। মরিভেল তরোয়াল হাঁকাল, তার ফলাটা লোকটার বাহুতে বিঁধল।

www.BanglaBook.org

সেটা ঝেড়ে ফেলে লোকটা তরোয়ালের চ্যাপটা দিক দিয়ে মরিভেলের মুখে খুব জোরে মারল। এবার হুরিয়ের লোকটার মুখ দেখতে পেল, অমনি সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'কাউন্ট লা-মোলে!'

মরিভেল বলল, 'ও, সেই লা-মোলে?'

'এই শালাই তাহলে অ্যাডমিরালকে সাবধান করে দিয়েছিল,' চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন।

একসঙ্গে হাজারও কণ্ঠ গর্জে উঠল, 'মারো! মারো! শয়তানটাকে শেষ করো।'

মরিভেলেরা জনাদশেক লা-মোলের পিছনে ছুটল।

লা-মোলের সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। গভীর হতাশা থেকেও নতুন একটা শক্তির সঞ্চার হয় মানুষের মনে, সেই শক্তিকে শেষ সম্বল মনে করে লা-মোলে এখনও প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে। পথ-ঘাট তার কিছুই চেনা নেই। দু'চোখ যেদিকে যাচ্ছে শুধু সেদিকেই ছুটছে। পিছনে আততায়ীদের চিৎকার আর পায়ের শব্দ। মাঝে মাঝে এক একটা গুলি কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ-সব ঘটনা তার পায়ে যেন নতুন শক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছে। নাক দিয়ে যা বইছে, তাকে নিশ্বাস বলা যাবে না। বুকের ভিতর থেকে একটা ভাঙা ভাঙা, ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছে। বুকের ওপর জামাটার চাপ অসহ্য লাগছে, বুকের ধুকধুকানি যেন আটকে যাচ্ছে জামাটার কারণে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে গা থেকে ওটা খুলে ফেলে দিল। একসময় তরোয়াল নেবার মত শক্তিও থাকল না তার দেহে, তাই সেটাও ফেলে দিল।

রক্তে ঘামে মাথার চুল জট বেঁধে গেল। চুল থেকে রক্ত মেশানো ঘাম চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে মুখ বেয়ে। একবার তার মনে হলো আততায়ীদের অনেক পিছনে ফেলে এসেছে সে। তাদের চিৎকার এখন আর কানে আসছে না। তাহলে কি এ যাত্রায় সে বেঁচে গেল? না, কোথায় আর বাঁচল! ওই যে রাস্তার মোড়ে নতুন নতুন সব আততায়ীর দল গর্জে উঠছে, 'ধরো! ধরো!'

হঠাৎ তার সামনের দিকে চোখ গেল। বাঁয়ে সিয়েন নদী নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে ধীর গতিতে। নদী দেখে পানিতে লাফ দেবার ইচ্ছা হলো তার। কিন্তু তখনও লা-মোলে তার কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি। লাফ সে দিল না। ডাইনে তাকিয়ে দেখল ল্যুভরে প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদটা অন্ধকার। কিন্তু তার ভিতর থেকে অদ্ভুত সব শব্দ বেরিয়ে আসছে। সৈনিকরা সেতুর ওপরে গটগট করে হাঁটছে। জ্যোৎস্নার আলোতে ঝকমক করছে তাদের শিরস্ত্রাণ আর টুপি। লা-মোলের এখন একটাই চিন্তা, ন্যাভারের রাজা হেনরি কি অবস্থায় আছেন। নিজের জন্যে সে মোটেও চিন্তিত নয়।

www.BanglaBook.org

অনেক চেষ্টা করে আবার শরীরে শক্তি ফিরিয়ে আনল লা-মোলে। তারপর ছুটল সেতুর ওপর দিয়ে। সৈনিকরা গর্জে উঠল, 'ধরো, ধরো! মারো, মারো!' পেটে একটা ছুরির খোঁচাও লাগল। তবুও সে থামল না, এক দৌড়ে উঠান পেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দু'তলায় উঠল, তিনতলায় ওঠার সময় একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে দেয়াল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। হঠাৎ দেখল সেখানে একটা দরজা রয়েছে। সে আর ওপরে উঠল না, গায়ের জোরে লাথি মারতে লাগল দরজায়।

ভিতর থেকে এক মেয়ে বলল, 'এই, কে?'

'আমি! দয়া করে একটু দরজা খোলো। ওরা আমাকে এখনি মেরে ফেলবে।'

'কিন্তু কে তুমি?'

হঠাৎ লা-মোলের মনে পড়ল, ডি-ময় তাকে একটা কথা শিখিয়ে দিয়েছে, সংকেত বাক্য। সব হিউজিনোই যাতে পরস্পরকে চিনতে পারে, তার জন্যেই এই সংকেত। কিন্তু এখানে এই মহিলা সংকেতের মানে বুঝবে কিনা সেটা লা-মোলে না ভেবেই চিৎকার করে বলল, 'ন্যাভার! ন্যাভার!'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ঢাকা একটা বারান্দা। দরজা খুলল গিলোন, মার্গারেট ডি-ভ্যালয়ের দাসী। তাকে ধন্যবাদ দেবার মত সময়ও পেল না লা-মোলে। এক লাফ দিয়ে সে বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। একটা থেকে আরেকটা, এভাবে পর পর তিনটে ঘর ডিঙিয়ে চতুর্থ ঘরে ঢুকল, ঘরটার ওপরের দেয়ালে একটা আলো ঝুলছে, আর ভেলভেটের পর্দার আড়াল থেকে নকশা কাটা ওক কাঠের একটা খাট দেখা গেল। তার ওপরে রয়েছে লিলি ফুলের সোনালি বুটিদার আস্তরণে মোড়া রাজশয্যা। সেখান থেকে এক মহিলা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখছেন, দুই চোখে অবর্ণনীয় শঙ্কা আর অপরিসীম বিস্ময়।

লা-মোলে টলতে টলতে সেই মহিলার দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'মাদাম! আপনিই মনে হয় রানী। ওরা আমার স্বধর্মীদের মেরে ফেলেছে, ধরতে পারলে আমাকেও মারবে। দয়া করে আমাকে আপনি বাঁচান।'

এই বলে রাজশয্যার পাশে লা-মোলে লুটিয়ে পড়ল, কার্পেটের ওপর লম্বা একটা রক্তের রেখা আঁকা হয়ে গেল।

তিনি রানী, তবে ফ্রান্সের নন। ইনি ন্যাভারের রানী, মার্গারেট। ফ্রান্সের রাজা নবম চার্লসের বোন, ন্যাভারের রাজা হেনরির নতুন বিবাহিতা স্ত্রী। আজ রাতে প্যারিস শহরে ভয়ানক কিছু একটা যে ঘটবে সেটা তিনি তাঁর আত্মীয় মহিলাদের কাছ থেকে আগেই শুনেছেন। আর সেজন্যে কাপড় না ছেড়েই শুয়েছিলেন মার্গারেট। এখন ঘরের ভিতরে নিজের খাটের নিচে একটা বিবর্ণ, অবসন্ন রক্তাক্ত

www.BanglaBook.org

পুরুষকে লুটিয়ে পড়তে দেখে, তার কথার মানে বোঝার চেষ্টা না করেই তিনি চিৎকার করে ডাকলেন তাঁর রক্ষীদের।

লা-মোলে চেঁচিয়ে বলল, 'রানী! রানী! খোদার দোহাই লাগে, এভাবে চেঁচামেচি করবেন না। আমি তাহলে মরে যাব। আততায়ীরা এখানেই আছে। সিঁড়িতে উঠছে তারা, ওই যে শুনুন তাদের পায়ের আওয়াজ।'

রানী তারপরও চেঁচাচ্ছেন, 'কে কোথায় আছ? তোমরা ছুটে এসো!'

হতাশ হয়ে লা-মোলে বলল, 'শেষ পর্যন্ত আমাকে বাঁচতে দিলেন না!'

হঠাৎ দরজা খুলে এক দল আততায়ী হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। তাদের সবার হাতে তরোয়াল, হাতে-মুখে রক্ত মাখা। লা-মোলে রাস্তায় তার তরোয়ালটা ফেলে দিয়েছিল, এখন সে একটা অস্ত্রের জন্যে পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রানীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল, তাঁর মুখে অপরিমেয় কৃপার ছায়া। তখনি তার মনে হলো, এই রানী ছাড়া তাকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। তাই সে দু'হাত দিয়ে রানীর পা জড়িয়ে ধরল।

মরিভেল এগিয়ে এল। এসেই সে লা-মোলের কাঁধে তরোয়াল বেঁধাল। রানীর সুরভিত রাজশয্যায় রক্তের ধারা নেমে এল। মার্গারেট সেই রক্ত দেখলেন। তিনি বুঝতে পারছেন মৃত্যুর আতঙ্কে লা-মোলের সারা শরীর শিউরে উঠছে। তিনি লা-মোলেকে টেনে নিয়ে দাঁড়ালেন খাট আর দেয়ালের মাঝখানের ফাঁকটুকুর মধ্যে। সুযোগ পেলেও লা-মোলে আর পালাতে পারবে না, কারণ তার শরীরে এখন কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট নেই। দেখে মনেও হচ্ছে না যে তার জ্ঞান আছে, রানীর পা ছেড়ে এখন তাঁর শরীরটাকে আঁকড়ে ধরেছে। মার্গারেটের কাঁধে তার মাথা হেলে পড়েছে। নিজের অজান্তেই তার হাত সেই কাঁধের পাতলা পরিচ্ছেদ টেনে কুটি কুটি করে ছিঁড়ছে। মুখে তখনও বিড়বিড় আকুল আবেদন, 'রানী, আমাকে বাঁচান।'

এর বেশি কিছু বলতে পারছে না। তার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, পিছন দিকে মাথা ঝুলে পড়েছে। হাত দুটোও ঝুলে পড়ল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে পড়ে গেল। তার টানে রানী মার্গারেটও পড়ে গেলেন।

শয়তান মরিভেল এবার সেই ফাঁকটুকুর দিকে এগিয়ে এল। রক্তের নেশায় সে এমনই মাতাল যে লা-মোলেকে মারলে রাজভগ্নী মার্গারেটকেও মারতে হবে, সে খেয়ালই তার নেই।

মরিভেলের ওই তরোয়ালের ঝলমলানিতে হঠাৎ মার্গারেটের চেতনা ফিরে এল। শত রাজার যে রক্তধারা তাঁর শরীরে বইছে, তা উথলে উঠে তাঁর হৃৎপিণ্ডে আঘাত করল। পরিপূর্ণ রাজমর্যাদায় রানী মার্গারেট এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

www.BanglaBook.org

তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা কঠিন ধমক এত জোরে বের হলো যে নিষ্ঠুর মরিভেলও ভয় পেয়ে পাথর হয়ে গেল।

আর ঠিক সে সময় কক্ষপ্রাচীরের একটা অদৃশ্য দরজা খুলে গেল, তার ভিতর থেকে ষোলো-সতেরো বছরের একটা ছেলে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল। 'এই থামো! থামো! আমি এসে গেছি, আমি এসে গেছি।'

'ফ্রাঁসোয়া! ফ্রাঁসোয়া! ভাই আমাকে বাঁচাও!' চিৎকার করে বললেন মার্গারেট।

তাড়াতাড়ি হুরিয়ের হাতের বন্দুকটা মেঝেতে ফেলে দিল। সে এই শহরের লোক। রাজপরিবারের সবাইকে চেনে। বিড়বিড় করে বলল, 'ডিউক আলেকোঁ।'

'রাজপুত্র! রাজভ্রাতা!' মরিভেল হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে পিছিয়ে গেল।

আলেকোঁ চারদিকে তাকাল। মার্গারেটের কাপড় এলোমেলো হয়ে আছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; বন্য হিংস্র কতগুলো নরপশু তাঁকে ঘিরে রেখেছে। রাগে চোখ দিয়ে তাঁর যেন আগুন ছিটকে বেরুচ্ছে। কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা।

'শয়তানের বাচ্চা, তোরা কারা?' আলেকোঁ গর্জে উঠল।

'আমাকে বাঁচাও, ভাই ফ্রাঁসোয়া,' মার্গারেট ককিয়ে উঠলেন। আলেকোঁর মুখ স্বাভাবিক ভাবেই ফ্যাকাসে, কিন্তু রাগে এখন তার মুখ লাল টকটক করছে। তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু তাতে কি? বহুযুগের রাজমহিমার উত্তরাধিকারী তো সে-ও। দাঁতে দাঁত চেপে, হাত মুঠো পাকিয়ে আততায়ীদের দলটার দিকে এগিয়ে এল সে। চোখ দিয়ে তার আগুন বের হচ্ছে। তা দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল।

'তোদের এত বড় সাহস, ফ্রান্সের রাজপুত্রকে মারবি? কে আছ বাইরে? রক্ষীসেনার ক্যাপটেন! আমার আদেশ, এদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলাও।'

সশস্ত্র একটা পুরো সৈন্যদল ঘিরে ফেললেও বুঝি গুণ্ডার দলটা এত ভয় পেত না। নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে ঘর ছেড়ে তারা দৌড় দিল। তাদের দিকে তখনও ডিউক ফ্রাঁসোয়া তাকিয়ে আছে। আর এই ফাঁকে বিছানা থেকে একটা কাপড় নিয়ে লা-মোলের অসাড় শরীরটা ঢেকে দিলেন মার্গারেট।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

চার

শত্রুরা তো পালিয়ে গেছে, এখন ভাই ফ্রাঁসোয়াকে কিভাবে বিদায় করবেন তা নিয়ে চিন্তায় আছেন রানী মার্গারেট।

একটা লোককে তিনি বাঁচিয়েছেন। আত্মতৃপ্তিতে তাঁর অন্তর এই মুহূর্তে পূর্ণ। লোকটার জীবন মরণের মালিক তিনি, এটা ভেবে গর্ববোধ করছেন মনে মনে। ওকে সুস্থ করে তোলার ভার ভাই বা অন্য কাউকে তিনি দেবেন না। যা কিছু করার নিজেই করবেন। আহত মানুষের চিকিৎসা করার জন্যে যে সমস্ত ওষুধপত্র প্রয়োজন হয় তা যোদ্ধা পরিবারের সব মহিলাদের ভাণ্ডারে থাকে। সেরকম রানী মার্গারেটেরও আছে।

অনেক কষ্টে ফ্রাঁসোয়াকে বিদায় করলেন। বললেন, 'তুমি এখন যাও, ভাই! আমি খুব ক্লান্ত। আমার ঘুম দরকার। কাল ধন্যবাদ দিতে তোমার মহলে আসছি আমি।'

ফ্রাঁসোয়া চলে গেল।

সে চলে যেতেই মার্গারেটের ডাকে দাসী গিলোন তুলো, ব্যান্ডেজ আর মলম নিয়ে এল। লা-মোলের জামা খুলে ক্ষতস্থানগুলোতে মলম লাগিয়ে তাড়াতাড়ি করে দু'জন মিলে ব্যান্ডেজ করে ফেলল। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে, ওকে কোথায় রাখা হবে। এই প্রাসাদে ঘরের কোন অভাব নেই। কিন্তু যেখানেই ওকে রাখা হোক, সমস্ত ল্যুভরের লোক আধঘণ্টার মধ্যে জেনে ফেলবে যে মার্গারেটের আশ্রয়ে একটা আহত হিউজিনো আছে। তাহলেই সব পরিশ্রম মাটি হয়ে যাবে। লা-মোলে সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

গিলোন একটু সংকোচের সঙ্গেই বলল, 'মহারানী, খুপরির ভিতরে রাখলে কেমন হয়?'

খুপরি! হ্যাঁ, খুপরি একটা আছে বই কি! আর সেটা তো এই ঘরের মধ্যেই। ঘরের ভিতরে আরও একটা ছোট ঘর। বড় ঘর থেকে সেই ছোট্ট ঘরের অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। কারণ সব দেয়ালে ভেলভেটের পর্দা আছে, সেই পর্দার আড়ালে ছোট্ট ঘরের দরজা। রানী মার্গারেটের সব গোপন জিনিস ওই ঘরে থাকে। বড় একটা সোফা আছে ঘরটাতে, শোয়াও যাবে তাতে।

মার্গারেট বিবেচনা করে দেখলেন, লা-মোলেকে ও ঘরে রাখাটা মোটেও

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

উচিত কাজ হবে না। কারণ এ ঘরে যে-সব কথাবার্তা হবে, খুপরিতে বসে ওই লোক সবই শুনবে। দুই ঘরের ভিতরকার দেয়ালটা খুবই পাতলা।

না, এ সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এমন সব বিষয় আলোচনা হয়, তা বাইরের লোকের জানা উচিত নয়। প্রায়ই মার্গারেটের প্রিয় বান্ধবী ড্রাচেস নেভার্স এখানে আসেন গল্প করতে। কত-কি অন্তরঙ্গ ভাব বিনিময় হয় দু'জনের মধ্যে! তারপর রাজমাতা ক্যাথরিনও আসেন। তিনি তো আবার ধমক-টমক না দিয়ে কথা বলতে পারেন না। সে সব কি অন্য কাউকে শুনতে দেয়া যায়?

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মাত্র এক হপ্তা আগে মার্গারেটের বিয়ে হয়েছে। স্বামী হেনরি মাত্র একদিন এসেছিলেন আধঘণ্টার জন্যে। সেই আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি একটা চুক্তি করে গিয়েছেন স্ত্রীর সঙ্গে। চুক্তিটা হলো, স্বামী হিসেবে মার্গারেটের ওপর তাঁর কোন দাবি-দাওয়া থাকবে না। বিনিময়ে মার্গারেটও আশ্বাস দিয়েছেন হেনরিকে যে স্ত্রী হিসাবে হেনরির কাছ থেকে কোন দাম্পত্য-অধিকার তিনি দাবি করবেন না। তবে রাজনৈতিক মিত্র হিসাবে হেনরির স্বার্থরক্ষার জন্যে যখন যা প্রয়োজন হবে, মার্গারেট তা করবেন। কারণ হেনরির স্বার্থের সঙ্গে তাঁর নিজেরও তো স্বার্থ জড়িয়ে আছে। ন্যাভারের সিংহাসন যদি হেনরি কোনদিন দখল করতে পারেন, তাহলে মার্গারেট তো রানী হয়ে বসবেন সে সিংহাসনের অর্ধেকখানি জুড়ে!

কিন্তু এসব ভেবে কোন লাভ নেই। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, হেনরি আবারও আসতে পারেন। স্বামী হিসেবে নয়, রাজনৈতিক মিত্র হয়ে আসবেন। তখন অনেক জরুরী আলাপ হবে মার্গারেটের সঙ্গে। সে-সব আলোচনা তো বাইরের লোকদের শুনতে দেয়া যায় না। কিন্তু কথা যখন হেনরি শুরু করবেন তখন সেটা কিভাবে বন্ধ করবেন মার্গারেট? তিনি তো আর হেনরিকে বলতে পারবেন না যে 'রাজা, চুপ করো! এ ঘরে অন্য লোক আছে!'

ছোট একটা পরামর্শ দিয়েছিল দাসী গিলোন। সেটা গ্রহণ করার আগে কত কিছুই না চিন্তা করতে হচ্ছে মার্গারেটকে।

চিন্তা-ভাবনা করে রানী মার্গারেট বললেন, 'লোকটাকে খুপরিতে রাখলে ভাল হয় না ঠিকই, কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই।'

তখন রানী আর দাসী দু'জন মিলে লা-মোলেকে খুপরির ভিতরে নিয়ে এল। তারপর সোফায় শুইয়ে দিল। একটু একটু নড়াচড়া করছে লা-মোলে। তারমানে ওর জ্ঞান ফিরছে। মার্গারেটকে দেখে কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানী আস্তে করে বললেন, 'একটা কথাও এখন বলবে না। তোমার ভয় নেই; কিন্তু ভরসাও তেমন কিছু নেই। তোমাকে দেখে আমি বুঝেছি, তুমি আমার স্বামী ন্যাভারের রাজার স্বধর্মী, হিউজিনো।'

www.BanglaBook.org

'আমি তাঁকেই সাহায্য করার জন্যে এসেছিলাম। আমার নাম লা-মোলে। নাম শুনলেই রাজা আমাকে চিনতে পারবেন। আজ সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি ল্যুভরেতে আসি, কিন্তু দেখা হয়নি। তারপর আজ যে হিউজিনোদের মেরে ফেলা হবে সেটা বুঝতে পেরে আমি অ্যাডমিরাল কলিনিকে রক্ষা করতে যাই, তবে তাঁকে আমি বাঁচাতে পারিনি। এরপর রাজাকে সতর্ক করতে আসছিলাম, পথে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলাম।'

মার্গারেট কোমল কণ্ঠে বললেন, 'চুপ করো তুমি। তোমার কথা বলা উচিত নয়, তাতে ক্ষত থেকে আবার রক্ত বেরুতে পারে। তবে তুমি যে বীরপুরুষ, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমার সব কথা আমি তাঁকে বলব। বুঝতেই তো পারছ, তাঁর নিজের জীবনও নিরাপদ নয়।'

বাইরেই ছিল গিলোন, ছুটে এসে বলল, 'রানী, রাজা আসছেন!'

'রাজা? এ সময়? কি বিপদ!' তিনি লা-মোলেকে ইশারা করলেন চুপ থাকতে, তারপর তাঁর শোবার ঘরে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন।

একই সময় ঢুকলেন দু'জন–ভিতর থেকে মার্গারেট, বাইরে থেকে রাজা হেনরি। তাঁকে দেখে হেনরি বললেন, 'রানী, জানো, আজ না সন্ধ্যা থেকেই আমি নিজের ঘরে বন্দি ছিলাম।'

'বন্দি?' রানী কিন্তু তেমন অবাক হলেন না। আজকের দিনে, রাজা চার্লসের ভগ্নীপতি হলেও, হিউজিনো ন্যাভারের ভাগ্যে এর চেয়েও ভয়ানক কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল না।

'কিছুক্ষণ আগে ঘরের দরজা খুলে আমাকে মুক্ত করল শার্লোট, ব্যারনেস সাউবি,' বললেন হেনরি।

'ব্যারনেস সাউবি? সে চাবি পেল কোথায়?'

হেনরি বললেন, 'তুমিই বলো না কোথা থেকে পেল?'

মার্গারেটকে কোন কথা বলতে না দেখে হেনরি নিজেই আবার বললেন, 'মাদাম সাউবিকে যিনি চাবি দিয়েছেন, তাঁর কাছে ল্যুভরে প্রাসাদের প্রতিটা ঘরেরই একটা করে চাবি থাকে।'

'কে? মা? রাজমাতা? কিন্তু কেন? তিনি যে বন্দি করেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে তিনিই আবার মুক্ত করার জন্যে শার্লোটকে পাঠালেন কেন?'

'এর উত্তর শার্লোটই দিয়েছে। রাজমাতার সঙ্গে রাজা চার্লসের বিরোধ হয়। চার্লস নিজেই আদেশ দিয়েছেন হিউজিনোদের শেষ করে দেবার, যদি না দিতেন তাহলে রাজধানীতে এভাবে হত্যাকাণ্ড হত না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে হিউজিনোরা ধর্মের পথে নেই, এবং পোপ বলেছেন এদের বংশ ধ্বংস করতে হবে। তবে তাই

www.BanglaBook.org

বলে কি নিজের বোনের জামাইকে মেরে ফেলবে? অসম্ভব, এ হতে পারে না–রাজা ঘোর আপত্তি জানান। আর সেকারণে আমি এখনও বেঁচে আছি। তোমার মা, রাজমাতা তো ফ্রান্সের দরিদ্রতম হিউজিনোর চেয়ে আমার জীবনকে এক বিন্দুও বেশি মূল্য দেন না।'

মার্গারেট বললেন, 'হুম, সবই বুঝলাম। কিন্তু এখন তুমি কি করতে চাইছ?'

মিষ্টি হেসে হেনরি বললেন, 'স্বামী হিসাবে না হোক, রাজনৈতিক মিত্র হিসাবে আমাকে তোমার ঘরে থাকতে দিতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। অন্য কোন জায়গা আমার জন্যে নিরাপদ নয়। আর তাছাড়া, আমার বেঁচে থাকাটা খুবই জরুরী। আমি বাঁচলেই তো তুমি ন্যাভারের অর্ধেক সিংহাসন লাভ করবে।'

'কিন্তু...

'ও, ভাবছ আমি কোথায় থাকব? আমার জানা মতে, সব অভিজাত মহিলার ঘরের ভিতরে একটা করে ঘর থাকে। তোমার কি নেই?'

'হ্যাঁ, আছে। তবে সেটা এখন খালি নেই। সেখানে আছে তোমারই ভক্ত, অসুস্থ এক হিউজিনো সৈনিক।' হেনরিকে ইশারা করে মার্গারেট খুপরির ভিতরে ঢুকলেন।

লা-মোলে সোফায় শুয়ে রয়েছে। তার পাশে হেনরি দাঁড়ালেন। এইমাত্র লা-মোলের জ্ঞান ফিরে এসেছে, রাজা হেনরিকে চিনতেও পারছে সে। রাজার হাতে চুমো দিতে যাবে, এ সময় হেনরি বাধা দিলেন।

তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, 'তুমি যে প্রোভেন্স থেকে এসেছ তা আমি গত পরশু কলিনির কাছে শুনেছি। সেই অ্যাডমিরাল আর বেঁচে নেই। তুমি আর আমি এখনও যে বেঁচে আছি, সে শুধু রানী মার্গারেটের দয়ায়। রানী, তুমি ঘুমোতে চলে যাও। আমি লা-মোলের পাশে এই খুপরিতেই থাকব।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পাঁচ

সেইন্ট বার্থোলোমা একজন সামান্য যাজক ছিলেন। এক সময় অখ্রিস্টান ভ্যান্ডালেরা তাঁকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু এতে তিনি অস্বীকৃতি জানান, এবং তার ফলে শাসকেরা তাঁর গায়ের চামড়া তুলে নেয়। পরে পোপের আদেশে

www.BanglaBook.org

মৃত বার্থোলোমা সেইন্ট পদবীতে উত্তীর্ণ হন। আজ ক্যাথরিন-দ্য-মেডিসি সেই সেইন্ট বার্থোলোমার আত্মোৎসর্গ দিবসে নিজের উগ্র ধর্মোন্মত্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, ভ্যান্ডালদের নির্দয়তাকে শত সহস্র গুণে ছাড়িয়ে গিয়ে। তাঁর অনুষ্ঠিত এই মহা হত্যাযজ্ঞ সেইন্ট বার্থোলোমা দিবসের গণহত্যা নামে নিন্দিত হয়েছে ইতিহাসে।

রাজা চার্লসের এতে অবশ্যই সম্মতি ছিল। যদি না থাকত, তবে কি এমন ঘটনা ঘটত? আসলে তিনি এই দেশটা থেকে বিধর্মীদের প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি দূর করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তিনি ক্যাথরিনের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। মার্গারেটের সঙ্গে ন্যাভারের নামকাওয়াস্তে রাজা হেনরির বিয়েটা তো সেই ফাঁদ বা ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ ছিল।

বিয়ে উপলক্ষে রাজ্যের শতকরা আশিজন হিউজিনো প্যারিসে এসেছিল, তারা সবাই এই গণহত্যায় মারা গেল। হিউজিনোদের একমাত্র প্রধান নেতা অ্যাডমিরাল কলিনিকে যে কিভাবে খুঁচিয়ে হত্যা করা হলো তা তো কারও অজানা নয়।

ক্যাথরিন হেনরিকে এভাবেই মারবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু চার্লস সেটা হতে দেননি। তিনি কোনদিনই তাঁর কোন আত্মীয়কে হত্যা করবেন না। শত অনুরোধ করেও ক্যাথরিন তাঁর ছেলেকে রাজি করাতে পারেননি।

কাজেই হেনরির জীবন আপাতত নিরাপদ। চার্লস নিজের অন্তঃপুরে তাঁকে আটক করে রেখেছেন। তিনি আশা করেন হেনরিকে ভয় দেখিয়ে ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করাবেন। রাজকীয় যাজকরা সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে প্রতিদিন হেনরির মহলে এসে ধর্মালোচনা করছেন। প্রমাণ করতে চাইছেন যে ক্যাথলিকই হচ্ছে আসল খ্রিস্টান ধর্ম, হিউজিনোবাদকে ধর্মের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এই অল্প বয়সেই হেনরি কূটনীতিতে অত্যন্ত পাকা। একটু নতি স্বীকার করলেই যে জীবন রক্ষা পায়, সেটা তিনি ভাল করেই জানেন। তাই তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গেই ক্যাথলিক যাজকদের ধর্মালোচনা মন দিয়ে শুনতেন।

ঠোঁট দুটো কুঞ্চিত করে ক্যাথরিন বললেন, 'হেনরিটা আসলে কপট।'

চার্লস বললেন, 'কপটতা খারাপ কি? রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্তরিকতা অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে। কপটতার তো চারদিক খোলা।'

ক্যাথরিন! তাঁর মাথায় শুধু কুবুদ্ধি ঠাসা। যত কপটই হোক, শুধু কপটতার জোরেই যে নিজেকে রক্ষা করা যায় না, সেটা হেনরিকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে তিনি একটা কৌশল করলেন। রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চার্লস, কলিনির মৃতদেহটা কোথায়?'

www.BanglaBook.org

রাজা ব্যাকুলভাবে উত্তর দিলেন, 'মা, কলিনির মাথাটা না পাওয়া যাচ্ছে না! আমার মনে হয় গাইজ ওটা খেয়ে ফেলেছে। তবে দেহটা আমার ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক প্রজারা মন্টফকনের বধ্যভূমিতে নিয়ে ফাঁসিকাঠে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আজকাল সেখানে রোজ অনেক শকুন আসা-যাওয়া করে।'

ক্যাথরিন বললেন, 'আমি চিন্তা করছি, আমাদের একবার কলিনিকে দেখতে যাওয়া দরকার। তুমি কি বলো?'

রাজা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর কথা কিছু বুঝতে পারেননি। তারপর হেসে উঠে বললেন, 'বাঃ! বাঃ! কি চমৎকার মাথা তোমার! যাব মা, যাব, আমরা সবাই অ্যাডমিরাল কলিনিকে দেখতে যাব।'

রাজার আগ্রহ দেখে ভারি আনন্দ হলো ক্যাথরিনের। তিনি বললেন, 'সভাসদ পারিষদদের প্রত্যেকের নামে নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে দাও তাহলে!'

'তার দরকার হবে না, মা। কারণ নিমন্ত্রণ করা হলেই হুকুম বলে ধরা হবে। যার ইচ্ছা হবে সে আসবে, আর যার হবে না সে আসবে না। তুমি শুধু চারদিকে একটা খবর ছড়াও যে রাজমাতা কাল অ্যাডমিরালকে দেখতে যাবেন। যে আসবে না সেই হবে হিউজিনো।'

চারদিকে খবর চলে গেল এবং তারপরের দিন সকাল আটটার মধ্যেই মন্টফকন বধ্যভূমির রাস্তায় দেশের সব গণ্যমান্য নরনারীর ভিড় লেগে গেল। ডিউক-প্রিন্সরাও এসেছেন তাদের পত্নীদের নিয়ে। ডাচেস কন্ডি, ডাচেস নেভার্স, ব্যারনেস সাউবি, সবাইকে রাজপথে দেখা গেল। পরিশেষে স্বয়ং ভ্যালয়রাজনন্দিনী মার্গারেট, ন্যাভারের রানী। রূপের জলুস আর পোশাকের বাহারে ঝলমলিয়ে হেঁটে চলেছেন তাঁরা। দেখে মনে হচ্ছে রোমের নাগরিকরা কার্নিভাল দেখতে যাচ্ছেন।

মহিলাদের চেয়ে পুরুষরাই সংখ্যায় বেশি। রাজা চার্লস আছেন, তাঁর ছোট ভাই ডিউক আলেকোঁও এসেছে। কিন্তু তার মেজো ভাই ডিউক আঞ্জু আসেননি। কারণ আজ তিন মাস ধরে তিনি রোচেলের দুর্গ অবরোধ করে বসে আছেন। রাজধানীতে থাকলে অবশ্যই তিনি আসতেন।

ডিউক অভ গাইজ তাঁর দলবল নিয়ে এসেছেন। তাঁর দলটা এতই বড় যে হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে এটা একটা সৈন্যদল।

গাইজের ভগ্নীপতি ডিউক অভ নেভার্স রাজধানীতে নেই। তিনি ফরাসীরাজের প্রতিনিধি হয়ে পোল্যান্ডে গেছেন। ওয়ার্সতে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। পোল্যান্ডের রাজসিংহাসন এখন শূন্য। করদ অধিনায়কদের ইচ্ছে ফ্রান্স থেকে কোন রাজপুত্রকে নিয়ে নিজেদের দেশের রাজা করার। বিশেষ করে আঞ্জুর

www.BanglaBook.org

ডিউকের ওপরে তাঁদের বেশি নজর। কারণ খুব অল্প বয়সেই তিনি সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পোল্যান্ডবাসীরা যোদ্ধা জাতি, সক্ষম সৈনিককেই তারা রাজা হিসেবে পেতে চায়।

ডাচেস অভ নেভার্স গাইজের ভগ্নী। তাঁর স্বামী প্যারিসে যখন থাকেন না তখন গাইজ তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে রাখেন।

ডাচেস নেভার্সের নিজস্ব দেহরক্ষী বারোজন। কিন্তু আজ তাঁর সঙ্গে তেরোজনকে দেখা যাচ্ছে। নতুন লোকটি রোগা, ফ্যাকাসে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কঠিন কোন রোগ থেকে সবেমাত্র সেরে উঠেছে। মাঝে মাঝে মুখটা এমন বিকৃত করছে, যেন ঘোড়ায় বসে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ হচ্ছে সেই পিডমন্ট থেকে আসা কাউন্ট অ্যানিবাল দ্য কোকোনা।

ন্যাভারের রানী মার্গারেটও দলবল নিয়ে এসেছেন। তিনি আর ডাচেস নেভার্স দু'জনে ওঁরা ছেলেবেলার বান্ধবী। তাঁদের দু'জনের ঘোড়া পাশাপাশি চলছে। নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজবে মগ্ন হয়ে আছেন তাঁরা।

ডাচেস অভ নেভার্স হেনরিয়েট মার্গারেটকে বললেন, 'ওই দিকে তাকিয়ে দেখ, সেইন্ট বার্থোলোমার দান আমিও পেয়েছি রে। জানিস, ওর লড়াই আমি নিজ চোখে দেখেছি। ঠিক যেন দ্বিতীয় হারকিউলিস।'

'সেরকম আমিও একটা পেয়েছি রে, হেনরিয়েট,' এই বলে তিনি লা-মোলেকে দেখালেন। 'কিন্তু ওর লড়াই আমি দেখিনি। কলিনির বাড়ি থেকে পালাতে পালাতে সে ল্যুভরেতে এসে পড়ে। তারপর সোজা আমার ঘরেই ঢুকে পড়ল।'

হঠাৎ ডাচেস চমকে গিয়ে মার্গারেটকে বললেন, 'আরে! দেখ দেখ, তোর রাজাও তো এসেছেন দেখছি!'

শান্তভাবে মার্গারেট বললেন, 'না আসার কোন কারণ আছে কি?'

'না, মানে, উনি আর কলিনি তো একই দলের, তাই আর কি!'

'হ্যাঁ, ছিলেন বই কি! কিন্তু হেনরি এখন ধর্ম এবং দল দুটোই পাল্টে ফেলেছেন।'

আর ওদিকে ঠিক সেই সময়ে চার্লসকে হেনরি বলছেন, 'আমি এইমাত্র ক্যাথলিক হয়েছি বলে আপনারা ভাববেন না যে এই ধর্মের প্রতি আমার অনুরক্তি একটু কম। তাছাড়া, মহারাজ যেখানে যাবেন আমিও তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করব,' বলেই হেনরি চারদিকে লক্ষ করতে লাগলেন যে তাঁর কথা শুনে কে বা কারা বিরক্ত হলেন।

রাজমাতা ক্যাথরিন যে বিরক্ত হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই হেনরির।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহারানী ভেবেছিলেন স্বধর্মী কলিনির মুণ্ডহীন ধড় দেখার আগ্রহ হেনরির হবে না। কিন্তু হেনরির আচরণ সম্বন্ধে এক মিনিট আগেও কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা নিরাপদ নয়। সব কিছুকেই তিনি নিজের মত করে বিচার করেন।

বাস্তবে এই হেনরি সবার কাছে একটা ধাঁধার মত। গোটা ফ্রান্স জানে যে হেনরির মা জিন-দা-অ্যালবেটকে বিষ খাইয়ে মেরেছিলেন রাজমাতা ক্যাথরিন। অথচ হেনরি বিয়ে করলেন সেই ক্যাথরিনের মেয়ে মার্গারেটকে। হেনরির বাবা অ্যান্টনি বোরবোঁর আমল থেকেই ন্যাভার নামে কোন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ রাজা উপাধিটা হেনরি খুব যত্নে আঁকড়ে রেখেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সম্প্রতি তিনি প্রাণের ভয়ে ধর্ম পাল্টে ফেলেছেন। এতে কেউ হেসেছে, কেউ বা ঘৃণায় নাক সিঁটকেছে। হেনরি কি সেই ব্যঙ্গের হাসি শোনেননি? সবই তিনি দেখেছেন, শুনেছেন। কিন্তু তবুও তিনি নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ।

একটা উঁচু টিলার নিচে রাজমাতা ক্যাথরিন অন্যদের কাছ থেকে দূরে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। সেই টিলার ওপরে সারি সারি কয়েকটা ফাঁসিকাঠ। তাদের একটা থেকে ঝুলছে এক গলিত মস্তকহীন দেহ। এটাই যে অ্যাডমিরাল কলিনির লাশ, তা বলে না দিলে কারও বোঝার উপায় নেই। কেউ দূরে, কেউ কাছে দাঁড়িয়ে মাংসপিণ্ডটাকে দেখে হাসিঠাট্টা করছেন। রত্নমণিতে সজ্জিত ডিউক, প্রিন্স এবং রূপ-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ডাচেস-প্রিন্সেসের দল। ক্যাথরিনের মুখ খুব গম্ভীর। তিনি এক চোখ দিয়ে খেয়াল করছেন হেনরি ন্যাভারের দিকে, আর এক চোখ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইটালিয়ান রসায়নবিদ রেনি সিলেনির দিকে। ফ্লোরেন্স থেকে এসে রাজমাতার কাছে আশ্রয় নিয়েছে সে। ফ্লোরেন্স হলো ক্যাথরিনের পিত্রালয়।

এই রেনি খুব ভয়ানক জীব। প্যারিস শহরে ওকে চেনে না এবং ভয় পায় না এমন কেউ নেই। গাইজ, কন্ডি, আঞ্জু, আলেকোঁ, এমন কি রাজা চার্লসও ভয় পান এই ইটালিয়ান রেনিকে। অথচ ওর কাজ হচ্ছে রাজমা[illegible] গন্ধ প্রস্তুত করা।

এই হচ্ছে রেনির পরিচয়। কিন্তু এতে কি ওকে ভয় পাবার[illegible]
হ্যাঁ, আছে। সে তো শুধু গন্ধদ্রব্য তৈরি করে না, বিষও তৈরি করে। জানে হেনরির মা জিন আলব্রে যে বিষ শুঁকে মারা গিয়েছিলেন, সেটা ক্যাথরিনই উপহার পাঠিয়েছিলেন আদরের ননদিনীকে, একদম নতুন একটা সুরভি হিসাবে।

এছাড়া আরও একটা পরিচয় আছে রেনি সিলেনির। এতে বোধহয় তেমন ভয় পাবার কিছু নেই, বরং অনেকের মনেই কৌতূহল জাগবে। সেটা হলো, সে

www.BanglaBook.org

ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে।

আজ সকালে মন্টফকনের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে রাজমাতা ক্যাথরিন আর রেনি সুগন্ধি বা কালকূট সম্পর্কে কথা বলছেন না, বলছেন রেনির ওই তৃতীয় বিদ্যা নিয়ে।

'এ কি বলছ তুমি?' ক্যাথরিন তাঁর একান্ত বিশ্বাসী রেনিকে এক ধমক দিলেন। 'তুমি কি আমাকে এরকম একটা অপ্রিয় সত্য বলার জন্যেই ফ্লোরেন্স থেকে আমার সঙ্গে এসেছিলে?'

রেনি জড়সড় হয়ে বলল, 'মহারানী রাগ হলে আমি যে নিরুপায়। বাপের বাড়ি থেকে সেই ত্রিশ বছর আগে স্বামীর বাড়িতে আসার সময় মহারানী যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, সেই ঋণ শোধ করার জন্যে এতগুলো বছর আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্য বিচারের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি মহারানীকে। কিন্তু কি করব, বলুন। সত্য যেটা সত্যই, তা সে প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন। মিথ্যাকে সত্য বলার অসৎ বুদ্ধি যেন আমার কোনদিন না হয়, অন্তত ত্রিশ বছরের প্রতিপালকের কাছে।'

ক্যাথরিন নরম সুরে বললেন, 'রেনি, আমি অন্যায় করেছি! তুমিই ঠিক। সত্য যদি অপ্রিয় হয়, তবে তোমার কি করার আছে। তুমি আবার বলো, কোষ্ঠী দেখে কি বুঝলে?'

'মহারানী, আপনার নতুন জামাইয়ের কপালে রাজযোগ আছে।'

'ও, তার মানে সে রাজা হবে? কিন্তু এমনিতেই তো সে রাজা! ন্যাভারের রাজা।'

'জ্যোতিষশাস্ত্র এরকম রাজা হওয়াকে রাজযোগ বলে না। এখন উনি যেমন আছেন, তা থেকে অন্যরকম রাজা হবেন। শুধু খেতাবধারী বা নামকাওয়াস্তে নয়, প্রচণ্ড প্রভাবশালী শাসক হবেন তিনি।'

'কোন দেশের, রেনি?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন রাজমাতা।

'এটা তো কোষ্ঠীবিচার করে বলা যায় না, মহারানী। বুদ্ধি করে বের করতে হবে আমাদের। রাজপদ কোথায় খালি হতে পারে, কোথাকার শূন্য সিংহাসন পূরণের সুযোগ পেতে পারেন আমাদের জামাতা।'

'জামাতা? তুমি কি আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটাচ্ছ? যে মানুষটার মৃত্যু কামনা না করে আমি এক ঢোক পানি পর্যন্ত খাই না, সেই বিধর্মী হিউজিনোর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তা বার বার মনে না করিয়ে দিলে কি তোমার চলে না? সেইন্ট বার্থোলোমা দিবসে ওকে অন্য পঞ্চাশ হাজার হিউজিনোর সঙ্গে নরকে পাঠানোর সমস্ত পরিকল্পনাই আমার ব্যর্থ হয়েছে।'

'তা তো হবেই। রাজপদ লাভ করার আগে হেনরি ন্যাভারকে নরকে পাঠাবার

www.BanglaBook.org

ক্ষমতা কারও নেই। আগে উনি সিংহাসনে বসবেন, তারপর মরার প্রশ্ন।'

'সিংহাসন? কোন্ সিংহাসন? ফ্রান্সের না তো?'

অবাক হবার ভান করে রেনি বলল, 'এ আপনি কি বলছেন, মহারানী? ফ্রান্সের সিংহাসন উনি কিভাবে পাবেন? আপনার তিন তিনটে ছেলে আছেন। এটা জানি যে রাজা চার্লস অবিবাহিতা, এবং তাঁর শরীরে অসুখ আছে। কিন্তু কালই তিনি বিয়ে করতে পারেন, অসুখও ভাল হতে পারে। আর যদি ভাল না হয়? আরে, এ রকম অসুস্থ শরীর নিয়ে কত লোক যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করে যাচ্ছেন। তারপর ধরেন, খোদা না করুক, আপনার বড় ছেলে যদি বেশি দিন না বাঁচেন, আপনার আরও দুই ছেলে আছে। ডিউক অভ আঞ্জু, মাত্র বিশ বছর বয়সে যিনি অপরাজেয় সেনাপতি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এবং ডিউক অভ আলেকোঁ, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর আগ্রহ নেই ঠিকই, কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যবান তরুণ তিনি। দরকার হলে ফরাসী সিংহাসন খুব সহজেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আলো করে রাখতে পারবেন। না, মহারানী, অসম্ভব, ফরাসী সিংহাসনে উপবিষ্ট হবার কোন সম্ভাবনাই নেই আপনার জামাতার–দুঃখিত–ন্যাভারের রাজা হেনরির।'

'রেনি, তুমি শুধু আমাকে একটা কথা বলো। ফরাসী সিংহাসনে ভ্যালয় বংশই চিরস্থায়ী হবে কি? এ জ্ঞান কি তোমার আছে? চিরস্থায়ী হবার ব্যাপারে যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি তবে হেনরির রাজযোগ নিয়ে এত মাথা ঘামাতাম না। ও যা ইচ্ছা হোক, তাতে আমার কি!'

'এটা পরীক্ষা করা তেমন একটা শক্ত নয়, রাজমাতা। এর প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন, যে কোন পশু-পাখি, মেষ বা মুরগী, কেটে ফেলতে হবে। কাটার সময় সে যে কয়েকবার ডাক ছাড়বে, সে কয়েকজন রাজাই সিংহাসনে বসবেন। ডাক বন্ধ হয়ে যাবার পর পশু বা পাখিটার দেহ চিরে ফেলতে হবে, তারপর যদি দেখা যায় তার যকৃৎ এদিক সেদিক সরে গেছে তাহলে বুঝতে হবে বর্তমান রাজবংশকে শেষ করে অন্য এক বংশ সিংহাসন দখল করবে। আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আজ রাতেই আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আজ রাতেই করা হবে। তবে পরীক্ষা লুভরেতে করলে কেমন হয়? আমার মহলে?'

প্রতিবাদ করল রেনি, 'না, মহারানী, এ সম্ভব নয়। এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যদিও এটা কোন ধর্মের তা আমি জানি না, হয়তো কোন এক অতি প্রাচীন বিস্মৃত ধর্মেরই হবে। এসব কাজ যেখানে সেখানে করা যায় না, এর জন্যে দরকার একটা বিশেষ ভাবে নির্মিত মন্দির। আমার বাড়িতে এরকম একটা মন্দির তৈরি করে রেখেছি।'

ক্যাথরিনের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর, 'তোমার বাড়িতে? তোমার বাসায় আমি

www.BanglaBook.org

যাইনি এমন তো নয়। কই, সেরকম কোন মন্দির দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

রেনি হেসে বলল, 'তা দেখেননি ঠিকই, কিন্তু দোতলায় ডানদিকে একটা দরজা তো দেখেছেন? সেটা সবসময় বন্ধ থাকে। ওটা খুললেই মন্দির দেখতে পাবেন।'

'হুম, বুঝতে পারছি, আজ রাতেই তুমি আমার সামনে পরীক্ষাটা করবে। আমার ছেলে-পিলের ভবিষ্যৎ বলে কথা। বুঝতেই পারছ, এর গুরুত্ব আমার কাছে কতটুকু।'

গাইজের ডিউককে রাজা চার্লস বলছেন, 'চলো, এবার বন্ধু কলিনির কাছ থেকে বিদায় নেয়া যাক। উনি তো সব শেষ করে বসে আছেন। এখন আমাদের দুনিয়ার সব ঝামেলা পোহাতে হবে।'

ক্যাপটেন ট্যাভানে বলল, 'তাছাড়া, অ্যাডমিরালের শরীর থেকে যে গন্ধ বের হচ্ছে, তাতে পেটের সব নাড়ীভুঁড়ি উঠে আসার যোগাড়।'

গাইজ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমার বুঝি তাই হচ্ছে? আমি ভাই অন্য রকম, শত্রুর গায়ের পচা গন্ধ আমার কাছে খুব মিষ্টি লাগে।'

রাজা হাসছেন, না বিরক্ত হচ্ছেন, বোঝা যাচ্ছে না। তিনি ঘোড়া ঘুরিয়ে রাজধানীর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

দু'জন অশ্বারোহী আর দু'জন অশ্বারোহিনী ছাড়া বধ্যভূমি খালি হয়ে গেছে।

টিলার পিছনে একটা শুকনো জলধারার খাত আছে, তার ভিতরে এমনভাবে পুরুষ দুটো দাঁড়িয়ে আছে, খাতে না নামলে তাদেরকে কেউ দেখতে পাবে না। তাদের ঘোড়া দুটো খাতের ভিতরে একটু দূরে এইমাত্র বাঁধা হয়েছে।

খাতের ওপারে, একটা ঝোপের ভিতর থেকে মহিলা দু'জন খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখছেন। তাঁদের ঘোড়া সহিসদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। সহিসরা একটু দূরে থাকারই নির্দেশ পেয়েছে। তারা অবশ্য দূরেই থাকতে চায়। খুব শিগগির যে একটা মারাত্মক কিছু ঘটবে, তা তারা বুঝতে পেরেছে।

বুঝতে পেরেছেন এই মহিলা দু'জনও। লা-মোলে যখন পিছন থেকে কোকোনাকে খোঁচা দিল তখনই মার্গারেট আর হেনরিয়েট বুঝলেন যে সেইন্ট বার্থোলোমা দিবসে শত্রুতার আগুন এখনও ওদের দু'জনের মন থেকে মুছে যায়নি। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ আজ দু'জনের মধ্যে চোখাচোখি হওয়ামাত্র এই লা-মোলের মনে পড়ে গেল যে বেলএতোয়াল হোটেলে যে শত্রুরা তাকে সে-রাতে হামলা করেছিল, তাদের পুরোভাগে ছিল কাউন্ট অ্যানিবাল কোকোনা, এক ঘণ্টা

www.BanglaBook.org

আগেও যাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছিল সে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। দু'জনই এরা মাত্র মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে। এখনও তারা খুব দুর্বল, বিবর্ণ ও অবসন্ন। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই যুদ্ধ থেকে তাদের ক্ষান্ত করার কোন চেষ্টাই করছেন না মার্গারেট বা হেনরিয়েট। তাঁদের মনে একটা কৌতূহল জেগেছে। সেটা হলো, এই সুদর্শন দুই যুবকের মধ্যে বড় বীর কে?

তবে তাদের সে কৌতূহল মিটল না। যুদ্ধ বেশিক্ষণ হলো না, কারণ লড়বার মত শক্তি আজ তাদের কারুরই নেই। তবু যেটুকু যুদ্ধ হলো তা যেমন বেপরোয়া, তেমনি হিংস্র। জীবন বাজি রেখে তারা লড়ছে। গোপনে তাদের এই যুদ্ধ যে মার্গারেট আর হেনরিয়েট দেখেছেন তা কি ওরা জানে?

হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। দু'জনেই মাটিতে পড়ে আছে। লা-মোলের কাঁধে কোকোনার তরোয়াল এমন ভাবে বিঁধে গেছে যে তার আর তরোয়াল ধরার ক্ষমতা নেই। আর লা-মোলের তরোয়াল কোকোনার বুকে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে।

ছয়

খুব বিপদে পড়েছেন হেনরিয়েট ডাচেস নেভার্স। সেইন্ট বার্থোলোমার রাতে সামনের রাস্তায় যদি কোন ক্যাথলিক যোদ্ধা আহত অবস্থায় পড়ে থাকে তাকে তুলে আনার জন্যে বাড়ির রক্ষীদের পাঠানোটা স্বাভাবিকই বটে, কিন্তু আজ মন্টফকনের বধ্যভূমি থেকে ব্যক্তিগত যুদ্ধে আহত কোন লোককে গাইজ হোটেলে নিয়ে এলে অবশ্যই সেটা অতিথিদের চোখে অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। তার ওপরে গাইজ হোটেলটা হেনরিয়েটের নিজের বাড়ি নয়, তাঁর ভাইয়ের।

কাজেই কোকোনাকে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখে মার্গারেটকে হেনরিয়েট বললেন, 'সখি, একটা কিছু করো।'

এদিকে মার্গারেটেরও কম বিপদ নয়। এতদিন লা-মোলেকে তিনি নিজের ঘরের খুপরিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন এই দিনের বেলায় সেখানে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া বড়ই কঠিন, আবার কোকোনাকে? ওরে বাপরে, সে খুপরিতে দু'জনকে রাখাও তো সম্ভব নয়।

তবে উনি হচ্ছেন ক্যাথরিন মেডিসির মেয়ে, বড়ই সাফ মাথা তাঁর। খুব দ্রুত একটি কৌশল করলেন। বান্ধবী হেনরিয়েটকে আশ্বাস দিলেন, 'ঠিক আছে, আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ব্যবস্থা করছি।'

গোটা চারেক মৃতদেহ নিয়ে একটা মালটানা ঘোড়ার গাড়ি বধ্যভূমি সংলগ্ন কবরস্থানে আসছে। এদেরকে কোন এক কারাদুর্গে গুলি করে মারা হয়েছে, এবার কবর দেয়া হবে।

মার্গারেট এক লোককে দিয়ে গাড়ির চালককে ডেকে আনালেন। ন্যাভারের রানীর নাম শুনে সে ছুটে এলো।

মার্গারেট তাকে বললেন, 'শোনো, তুমি এই দু'জন ভদ্রলোককে এখনি ল্যুভরেতে নিয়ে যাও, ডিউক আলেকোঁর মহলে। তাঁরই লোক এরা, ঘরোয়া ঝগড়া-ঝাঁটির কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে ওদের এখন মরণাপন্ন অবস্থা।'

ন্যাভারের রানী আদেশ করেছেন, অবশ্যই এটাকে সরকারী আদেশ বলে ধরে নিতে হবে। কোচোয়ান তার গাড়ি থেকে মৃতদেহগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে এল।

লা-মোলেকে গাড়িতে তুলে সে নিচু গলায় বলল, 'আঘাতটা গুরুতর ঠিকই, কিন্তু ভয়ানক নয়। ভাল হয়ে যাবে।'

কিন্তু কোকোনাকে তোলার সময় ওর মন খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'আরে, এর অবস্থা তো খুব মারাত্মক। এই জখম ভাল করার মত চিকিৎসক একজনই আছে এ দেশে। কিন্তু তাকে কি চিকিৎসার জন্যে ডাকা হবে?'

কোকোনার জ্ঞান নেই। কিন্তু লা-মোলের আছে। সে কোচোয়ানের কথা শুনতে পেল। ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, তবু তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু, সে লোকটি কি তুমি?'

দু'একটা কথা হলো ওদের মধ্যে। গাড়ি চলতে শুরু করল। মার্গারেট আর হেনরিয়েট আগেই যার যার বাড়িতে চলে গেছেন।

বাড়িতে ঢুকেই মার্গারেট ভাই আলেকোঁকে বললেন, 'ফ্রাঁসোয়া, আমি তোমার জন্যে দুটো দক্ষ যোদ্ধা যোগাড় করেছি। এখন তারা একটু অসুস্থ, কিন্তু দু'দিন পরেই ভাল হয়ে যাবে। এই দু'জন যোদ্ধা দু'ডজন সৈনিকের কাজ দেবে। তাদের লড়াই আমি নিজের চোখে দেখেছি। তুমি ভাই একটা কাজ করো, তোমার মহলে একটা বড় ঘর ওদের দিয়ে দাও, আর বদ্যি প্যারেকে খবর দাও, সে যেন এসে ওদের দেখাশোনা করে।'

আলেকোঁ বললেন, 'ঘরও দেব, বদ্যিকে খবরও দেব, তার আগে একটা কথা বুঝিয়ে বলো তো। তুমি বলছ এরা দু'জন দু'ডজনের কাজ দেবে, তা তুমি ওদেরকে তোমার স্বামীর সঙ্গে না ভিড়িয়ে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন?'

ঠোঁট উল্টে মার্গারেট বললেন, 'স্বামী? কিসের স্বামী? এটা তো রাজনৈতিক বিয়ে। এই সম্পর্ক আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু ভাইবোনের সম্পর্ক তো সারা

www.BanglaBook.org

জীবনের!'

সেদিনই সন্ধ্যায় এমন এক পরিস্থিতির সামনে পড়তে হলো আলেকোঁকে, না চাইতেই তার শক্তিবৃদ্ধি করে যাবার জন্যে মার্গারেটকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না সে। ঘটনা যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে দু'চারজন সাহসী সৈনিক আশপাশে রাখা খুবই দরকার।

ল্যুভরে প্রাসাদের দুধের বাচ্চাটাও ষড়যন্ত্র পাকাতে ওস্তাদ। আলেকোঁর বয়স প্রায় আঠারো, নিজের হাত শক্ত করতে হলে পরের খবর সংগ্রহ করা দরকার, এটা সে অনেক আগেই শিখেছে। ওই শেখা বিদ্যাটা এখন তার কাজে লাগাতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাই সেই রাতে সে ভগ্নীপতি ন্যাভার রাজার মহলের উদ্দেশে এগিয়ে গেল। তিনতলা বারান্দা ধরে একটু এগোলেই হেনরির মহল। পাশাপাশি চার পাঁচটা ঘর।

সবগুলো বারান্দাতে সারারাত আলো জ্বলার কথা। কিন্তু আসলে তা জ্বলে শুধু রাজা চার্লস এবং রাজমাতা ক্যাথরিনের বারান্দায়। অন্য সব জায়গায় ভাঁড়ারীরা খুবই কম তেল দেয়, তাই মাঝরাত পার হলেই তা পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন বারান্দাগুলো ভূতের আস্তানার মত লাগে। এ কথা কারও অজানা নয়, তাই কেউ যদি এক মহল থেকে অন্য মহলে যায় তাহলে সঙ্গে সে আলো রাখে, মাঝে মধ্যে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও।

আলেকোঁর কোমরে, জামার নিচে একটা বড় ছুরি আর হাতে লণ্ঠন আছে। সেই আলোতে কিছুটা পথ দেখে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার সরিয়েও ফেলছে।

গভীর রাত এখন, বারান্দা একেবারে ঘনঘোর অন্ধকার। এ অবস্থায় তার চোখে কিছু পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু কান তো আর বন্ধ নয়! আলেকোঁকে সে কানই সাহায্য করল। হঠাৎ অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। সামনেই হেনরির মহলের দরজা। সেই দরজায় দাঁড়িয়ে কে যেন কথা বলছে।

কথা বলছেন হেনরি নিজেই। ব্যারনেস মাউরির ঘরে যাবার জন্যে তিনি বের হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর পথ আগলে ধরল এক লোক। হেনরির হাতে একটা মোমবাতি জ্বলছিল বলে রক্ষে, তা না হলে দু'জনের মধ্যে ধাক্কা লেগে যেত।

হেনরি ডান হাত কোমরে গোঁজা ছোরা স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে? কে তুমি?' সেইন্ট বার্থোলোমার রাত ছাড়া অন্য রাতেও যে খারাপ কিছু ঘটতে পারে, এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আস্তে করে উত্তর এলো, 'আমি ডি-ময়।'

আলেকোঁ ইতিমধ্যে এমন কাছে এসে পড়েছে যে হেনরি আর ডি-ময়ের প্রত্যেকটা কথাই শুনতে পাচ্ছে। এই রাতের অভিযান এত সার্থক হবে তা সে বুঝতেই পারেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ডি-ময়? আশ্চর্য, তুমি কিভাবে এত রাতে এখানে এলে? আমি এখন আর তোমাদের লোক নই, এটা তো সারা ফ্রান্সের লোকই জানে!' হেনরির ভাবটা যেন এরকম, ল্যুভরেবাসী প্রত্যেকটা নর-নারী এসে যদি তাদের কথা শোনে তাহলেও তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

হেনরির এই আচরণ ডি-ময় অবশ্যই আশা করেনি। সে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। একটু পর বলল, 'আমি আপনার মুখের বা মনের কোন কথাই বুঝতে পারছি না। আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি ল্যুভরেতে ঢুকে আমার এক বন্ধুর আশ্রয়ে লুকিয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে। এসেছি আমি আপনাকে একটা খবর দিতে। সেটা হলো, দিন পনেরোর মধ্যে···কিন্তু এসব কথা এখানে বলা কি উচিত হবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! এখানেই বলো, আর তাড়াতাড়ি করো। বেশি সময় আমি তোমাকে দিতে পারব না, কারণ একজনের সঙ্গে এখনি দেখা করতে হবে, দেরি করে গেলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।'

ডি-ময় একটু রেগে বলল, 'তাহলে এখানে দাঁড়িয়েই বলি। তবে ধরা পড়লে আমি একা পড়ব না, আপনিও পড়বেন। এখন কাজের কথায় আসি। আপনি ধর্মত্যাগ করেছেন, হিউজিনোদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, এ সমস্ত কথা আমরা বাইরে থেকেই শুনেছি। কিন্তু এর কিছুই আমরা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আপনি অভিনয় করেছেন। আমরা এখনও সে ধারণাই পোষণ করি। আমি এবং আরও ত্রিশ হাজার সশস্ত্র হিউজিনো সেইন্ট বার্থোলোমা-নিশীথের নিষ্ঠুর গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে ন্যাভারের সিংহাসনে বসাতে চায় তারা, স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা পনেরো দিনের মধ্যে তৈরি হবে। আপনিও এই পনেরো দিনের মধ্যে তৈরি হবেন কিনা সেটাই আমার এবং তাদের প্রশ্ন। এটা জানার জন্যেই আমি আমার মুণ্ডুটা এই বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

হেনরি এক মুহূর্তও দেরি না করে জবাব দিলেন, 'দেখো ডি-ময়, আমার যা বলার তা তো বলেছি। হিউজিনোদের দল এবং ধর্ম দুটোই আমি বিসর্জন দিয়েছি। এখন আমি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছি, রাজা চার্লসের প্রতি আমার সবসময় আনুগত্য ছিল এবং থাকবেও। আমার কথার যদি তোমরা মূল্য দাও, তবে সব ছেড়ে এ পথে চলে এসো। ন্যাভারে বা অন্য কোথাও স্বতন্ত্র হিউজিনো রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভুলে গিয়ে দলকে দল সবাই ক্যাথলিক হয়ে যাও। পরলোকে যদি স্বর্গ চাও, তবে মনে রেখো সেই স্বর্গের চাবি পোপেরই হাতে।'

হেনরি জ্বলন্ত মোম নিয়ে বারান্দার বাঁ দিকে এগিয়ে গেলেন; ডি-ময়ের নিচে নামার সিঁড়ি ডান দিকে, কাজেই সে হেনরিকে অনুসরণ না করে সেখান থেকেই

www.BanglaBook.org

আবারও জিজ্ঞেস করল, 'এটাই কি আপনার শেষ কথা?'

'একশো একবার,' বলেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন হেনরি।

'কি সাংঘাতিক ভুলই না করেছি!' তিক্ত হতাশার স্বরে নিজের মনেই বলল ডি-ময়।

'ভুল শোধরানোর সময় এখনও আছে, বন্ধু!' কে একজন কথাটা বলল, ঠিক ডি-ময়ের কানের কাছে। বেচারা ডি-ময়! কথাগুলোর অর্থও সে বুঝতে চেষ্টা করল না, তার আগেই ছুরি বের করে ফেলল লোকটার গলায় বসিয়ে দেবার জন্যে।

'ওরে বাবা! এই, করো কি–আমি তোমার বন্ধু! ভয় পেয়ো না!' এই বলে আলেকোঁ লণ্ঠনের আলোটা ঘুরিয়ে নিজের মুখে ফেলল। ডি-ময় অবাক হয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ডিউক অভ আলেকোঁ? বন্ধু?'

মিষ্টি হাসি হেসে আলেকোঁ ফিসফিস করে বলল, 'বন্ধু হতে কি কোন অসুবিধা আছে? বুঝলাম, তোমার একটা প্রস্তাব আছে। একজন সেটা প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে এত হতাশ হবে কেন? কাছে-পিঠে এমন কেউ হয়তো আছে যে তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। তার সঙ্গে কথা বলতে দোষ কি?'

সন্দিগ্ধভাবে ডি-ময় বলল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'একদমই নয়। বরং আমার মহলে আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোপন কথা বললে তা যে-কারও শুনে ফেলার সম্ভাবনা আছে। আমি যে তোমার কোন ক্ষতি করব না, সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তুমি বুঝতে পেরেছ? ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকলে একটা প্রহরী ডেকে তোমায় হিউজিনো গুপ্তঘাতক বলে ধরিয়ে দিতাম।'

তা অবশ্য ঠিক কথা। আলেকোঁ অনায়াসে ডি-ময়কে ধরিয়ে দিতে পারে। অথচ ধরিয়ে দেয়া তো দূরের কথা, এখন ডি-ময়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাইছে সে। কিভাবে ফ্রান্সের রাজপুত্র ফ্রান্সের রাজার বিরুদ্ধে হিউজিনোদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারে, হঠাৎ এটা মাথায় না এলেও ডি-ময়ের মনে হলো আলেকোঁর কাছে প্রস্তাবটা খোলাখুলি বললে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষতি যা হবার তা আগেই হয়েছে।

কাজেই আলেকোঁকে অনুসরণ করল ডি-ময়। দু'জন ঢুকল আলেকোঁর মহলে, তারপর চলে এল ডিউকের নিজস্ব বসবার ঘরে।

আলেকোঁই প্রথমে কথা বলল, 'হেনরির সঙ্গে তোমার যেসব কথা হয়েছে তা সবই আমি শুনেছি। নতুন করে তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ কি।

'ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা ন্যাভারের অধিবাসী। সম্প্রতি প্রায় সবাই হিউজিনো হয়ে গেছ। ন্যাভার রাজ্যটা পিরেনিজ পর্বতমালাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আগে

www.BanglaBook.org

ওটা স্বাধীন ছিল। ছোট হলেও বছরকে বছর ধরে এদিকে ফ্রান্স ওদিকে স্পেন, দুটো শক্তিশালী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ প্রবণতাকে কোনরকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল ন্যাভার। ওখানকার বোরবোঁ রাজারা সাংঘাতিক চালাক এবং বীরযোদ্ধা।

'কিন্তু ওদের সর্বনাশ হলো ফ্রান্সের সঙ্গে আত্মীয়তা করে। আমার বাবা, বাবা না বলে মা বলাই ভাল, কারণ মা ক্যাথরিন দ্য মেডিসিরই ফন্দি ছিল সেটা–প্রস্তাব দিলেন, বোরবোঁ রাজা অ্যান্টয়েনের সঙ্গে আমার ফুপু জীন দ্য আল ব্রেক-এর বিয়ে দিতে হবে। শান্তি স্থাপন এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্যে অ্যান্টয়েন এ বিয়েতে রাজি হলেন। ব্যস, হয়ে গেল বিয়ে। তাদের একমাত্র সন্তান হেনরি, আমার ভগ্নীপতি।

'অ্যান্টয়েন মারা যান শিকারে বেরিয়ে এক দুর্ঘটনায়। তখন হেনরির বয়স মাত্র সতেরো। আমার বাবা, দ্বিতীয় হেনরি আর অ্যান্টয়েন এক সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিলেন পিরেনিজের এক বনাঞ্চলে। কোন এক ফরাসী শিকারীর বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রাজা অ্যান্টয়েনের বুকে গিয়ে লাগল। অনেক দুঃখ পেলেন বাবা। অনেকদিন পর্যন্ত শিকারীকে বাস্তিলে বন্ধ করেও রাখলেন। তবে এদিকে তিনি ন্যাভার রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নিতে ছাড়লেন না। সবাইকে কারণ দেখালেন, ভাগ্না হেনরি তো বাচ্চা ছেলে, সে কিভাবে রাজ্য চালাবে?

'তখন থেকেই ন্যাভার ফ্রান্সের অন্তর্গত। স্বতন্ত্রতা হারিয়ে তিনি এখন প্যারিস থেকে আদেশপ্রাপ্ত শাসনকর্তার শাসনাধীন। এ ব্যবস্থায় হেনরির মা, জীন দা আলব্রেক দু'একবার অসম্মতি জানিয়েছিলেন। বোধহয় তাঁর মনোরঞ্জন করার জন্যেই মা ক্যাথরিন এখান থেকে এক কৌটা উন্নতমানের ইটালিয়ান সুগন্ধী পাঠালেন। সেটার গন্ধ শোঁকার সঙ্গে সঙ্গে ফুপু মরে গেলেন। হেনরি একা হয়ে পড়লেন।

'অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে একদিন আমার বাবাও মারা গেলেন। রাজা হলেন আমার ভাই নবম চার্লস। তিনি নামেই শুধু রাজা, রাজ্য শাসন করার দায়িত্ব আগে যাঁর হাতে ছিল এখনও তাঁর হাতেই আছে। তাঁর ইশারায় আবারও একই ঘটনা ঘটল। মানে, প্যারিস থেকে ন্যাভারে বিয়ের প্রস্তাব গেল। মার্গারেট দ্য ভ্যালয়ের সঙ্গে হেনরি দ্য বোরবোঁর বিয়ে। ন্যাড়া কতবার বেলতলায় যায়! আমি তো মনে করেছিলাম হেনরি এই বিয়েতে রাজি হবেন না। কিন্তু সেন্ট বার্থোলোমার অসীম দয়া আমাদের ওপর, গাড়ল হেনরি টোপটা গিলেলেন। নিজে তো বিয়ে করতে এলেনই, আর সঙ্গে আনলেন দশ হাজার হিউজিনো।

'বিয়ে হলো ঠিকই, কিন্তু হেনরি আসলে বন্দি। দশ হাজার হিউজিনোর মধ্যে আট হাজারই মারা গেছে, বেঁচে আছে মাত্র দু'হাজার। তাদের মধ্যে তুমিও

www.BanglaBook.org

একজন বেঁচে আছ দেখছি, কোন সেইন্টের দয়ায়, তা একমাত্র তোমরাই জানো।

'প্রতিহিংসার কারণে স্বভাবতই ন্যাভারের বাকি হিউজিনোরা খেপে আছে। তাদের পক্ষ থেকে তুমি হেনরিকে নিতে এসেছ, ন্যাভারে গিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যে। কিন্তু ভীতু হেনরি প্রাণের ভয়ে ক্যাথলিক এবং ভ্যালয়ভক্ত হয়ে গেছেন। একটু আগে তিনি যে-সব কথা তোমাকে বললেন সেগুলো যে সবই তাঁর মনের কথা, এতে কোন সন্দেহ নেই। কি, ডি-ময়? অতীত এবং বর্তমানের সব কথা কি আমি ঠিকমত বলতে পেরেছি?'

এতক্ষণ অবাক হয়ে ডি-ময় আলেকোঁর সব কথা মন দিয়ে শুনছিল। কথা সব ঠিকই বলেছে আলেকোঁ। কিন্তু কোন ফরাসী রাজপুত্রের মুখ থেকে ফরাসী স্বার্থের পরিপন্থী এতসব ইঙ্গিত দেয়া হবে, এটা কল্পনা করেনি ডি-ময়। ডিউকের প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু বলল, 'আপনি সব কিছু ঠিকমতই বলেছেন। কিন্তু কেন বলেছেন, সেটা ভেবে পাচ্ছি না।'

'যোদ্ধা হিসেবে তুমি ভাল, কিন্তু কূটনীতিতে একেবারে শিশু। এতক্ষণ ধরে আমি তোমাকে যা বোঝাতে চেয়েছি তার তুমি কিছুই বোঝোনি দেখছি। ব্যাপারটা হচ্ছে, সম্প্রতি ন্যাভার সম্বন্ধে ফরাসী নীতিকে তোমরা হিউজিনোরা যে চোখে দেখছ ঠিক সে চোখে আমিও দেখছি। মানে, তোমাদের ওপরে আমার সমবেদনা আছে পুরো মাত্রায়। সুযোগ যদি পাই, তাহলে আমি হয়তো নিজেও খুব তাড়াতাড়ি একজন হিউজিনো হয়ে যেতে পারি।'

'এ আপনি কি বললেন, মহামান্য আলেকোঁ?' উত্তেজনায় সটান দাঁড়িয়ে পড়ল ডি-ময়।

'আমি বলতে চাইছি, ন্যাভারের সিংহাসনে স্বাধীন রাজা হয়ে যদি বসতে পারি তাহলে আমি হিউজিনো হতে রাজি আছি। এতে অবাক হবার কি আছে? প্রাণের ভয়ে আমার ভগ্নীপতি ধর্ম পাল্টে ফেলেছেন। সিংহাসনের লোভে আমিও না হয় সে কাজ করলাম।'

'সিংহাসনের লোভে?' আলেকোঁর কথার সত্যতা যাচাই করার জন্যে ডি-ময় কথাটা আবার বলল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই সিংহাসনের লোভে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ লোভ আমার অতিমাত্রায়। তিন ভাই আমরা। কপাল খারাপ, আমি সবার ছোট। বড় ভাই চার্লস, বেশিদিন নাও বাঁচতে পারেন, কারণ তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। তার ওপর, ঘন ঘন শিকারে যেয়ে দিনে দিনে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। না, তিনি দীর্ঘায়ু হবেন না। তাতে আমার কোন লাভ নেই। মেজো ভাই আঞ্জু আছেন। চার্লস মারা গেলে তিনিই হবেন ফ্রান্সের রাজা। লোহার মত শক্ত তাঁর শরীর। সাংঘাতিক মজবুত তিনি, একবার সিংহাসনে বসলে সেটা কবে যে খালি

www.BanglaBook.org

হবে তা একমাত্র খোদাই জানেন। তারমানে ফ্রান্সের রাজা হবার কোন সুযোগই নেই আমার।'

'ধর্মটা পাল্টে ন্যাভারে গেলে খুব সহজেই ন্যাভারের রাজা হতে পারেন আপনি,' ডি-ময় বলল।

এ সময় ঠিক একই কথা চিন্তা করছেন রাজমাতা ক্যাথরিন। কোথায় কে রাজা হবে।

এ সময় প্যারিস নগরীতে সিয়েন নদীর ওপরে পাঁচটা সেতু। কোনটা কাঠের, কোনটা পাথরের। পন্ট-সেইন্ট-মাইকেল সেতুটা আগাগোড়া কাঠের তৈরি। এ সেতুর ওপরেও, দু'ধারে সরু সরু বাড়ি। কোন কোনটা দোতলা-তিনতলা। মাঝখানে কাঠ দিয়ে মোড়া রাজপথ, তেমন একটা চওড়া নয়। এ রাস্তার কিছু অংশ এতটাই সরু যে দু'দিক থেকে একটা করে গাড়ি এলে পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন।

সেইন্ট মাইকেল সেতুর ওপরে একটা দোতলা বাড়িতে নীল সাইনবোর্ড ঝুলছে–'ফ্লোরেন্সবাসী রেনির মহারানী রাজমাতার সুগন্ধি সরবরাহকারী'। রাত আটটায় দোকান বন্ধ হয়ে যায়। কারিগরেরা চলে গেলে সারারাত এই বাড়িতে একাই থাকে রেনি।

বাড়ির সদর দরজা দুটো। সাধারণ মানুষের জন্যে একটা, আর অসাধারণ এক ব্যক্তির জন্যে আরেকটা। সে অসাধারণ ব্যক্তি রাত ন'টায় চারজন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার দেহরক্ষী নিয়ে বাড়ির সামনে এসে থামলেন।

গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তিনি সোজা সেই সংরক্ষিত দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোন ডাকাডাকি নয়, কড়া নাড়া বা ঘণ্টি বাজানো নয়, নিজের জামার ভিতর থেকেই একটা চাবি বের করে দরজার তালায় লাগালেন। দরজা খুলতেই তিনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন। দরজা আবারও বন্ধ হয়ে গেল আগের মত।

সামনেই সিঁড়ি, সুগন্ধি তেলের আলো জ্বলছে তাতে। মহারানী রাজমাতা ক্যাথরিন উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন দোতলার সিঁড়ির মাথায়। রেনি সেখানে উপস্থিত। তাকে রাজমাতা জিজ্ঞেস করলেন, 'বলিদানের ঘর তৈরি তো?'

'জ্বী, মহারানী, তৈরি।'

রেনি একটা মোম জ্বালাল, ওটা থেকে এমন বাজে গন্ধ বের হচ্ছে, খোদাই জানেন সেটা কি দিয়ে তৈরি। ক্যাথরিনের আগে আগে সে বলিদানের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটা টেবিলে বিভিন্ন ধরনের ছুরি রাখা আছে, সেগুলো থেকে রাজমাতা নীল ইস্পাতের একটা ছুরি বাছাই করলেন। ঘরের কোণায় দুটো মুরগী, ওগুলোর পায়ে বাঁধা রশি প্যাঁচ খেয়ে গেছে। একটা খুলে দিল রেনি।

www.BanglaBook.org

সে বলল, 'আমরা দুটো মুরগী কাটব, একটার দেখব মগজ, অন্যটার যকৃৎ। দুটোর যদি একই রকম ইঙ্গিত হয় তাহলে সেটাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।'

ঘরের মাঝখানে বেদী, তার দু'পাশে দুটো আঙটা। একটা মুরগী বেদীতে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে সেই আঙটায় পা দুটো বাঁধা হলো।

ক্যাথরিন সেই নীল ইস্পাতের ছুরি দিয়ে একটানে মুরগীটার বুকটা চিরে ফেললেন। পরপর তিনবার ডেকে উঠল প্রাণীটা। কিছুক্ষণ ছটফট করল, তারপর আর ডাকল না। মারা গেছে।

ক্যাথরিন বললেন, 'তিনটে ডাক। তারমানে তিনটে মৃত্যুর ইঙ্গিত।' এরপর তিনি শরীরটা চিরে ফেললেন। 'যকৃৎটা একদিকে সরে গেছে। এর মানে রাজবংশে পরিবর্তন। তিন রাজার মৃত্যু, তারপর রাজবংশের পতন। কি সাংঘাতিক ব্যাপার, রেনি!'

রেনি বলল, 'এবার দেখি আসুন, মহারানী; দ্বিতীয় পরীক্ষার ফল কি হয়।'

মরা মুরগীটা এক কোণায় ফেলে অন্য মুরগীটা ধরতে গেল রেনি। সেটা পালাবার জন্যে রেনির মাথার ওপর দিয়ে এমনভাবে উড়ে গেল যে ডানার বাতাসে রাজমাতার হাতের মোমবাতি নিভে গেল।

'ঠিক এভাবেই আমার বংশটা নিভে যাবে। এক এক করে তিনটে ছেলেই আমার মারা যাবে। উফ্, ভাবতেই আমার গা শিউরে উঠছে!' বললেন রাজমাতা।

আলোটা আবার জ্বালাল রেনি। এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে মুরগীটা। ক্যাথরিন বললেন, 'ওকে আর ডাকতে দেব না, এক কোপেই মাথাটা কেটে ফেলব।' মুরগীটাকে বেদীর ওপরে যেই ফেলা হলো অমনি এক কোপে তার মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেললেন তিনি। কিন্তু তাও মুরগীটার ঠোঁট তিনবার খুলল আর বন্ধ হলো।

'দেখলে, রেনি? ঠিক তিন-তিনবার। ডাকের চেষ্টা। কি সাংঘাতিক!'

মাথা থেকে সব লোম চেঁছে ফেলে দিয়ে খুলিটা খুব সাবধানে চিরলেন মহারানী। খুলির ভিতরে স্নায়ু কোষগুলো এমনভাবে সাজানো যে তা দেখে তিনি চিৎকার করে বললেন, 'দেখেছ, দেখেছ রেনি! একটা "এইচ" অক্ষর আঁকা!'

'এইচ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল রেনি।

রানী বললেন, 'একটা নয়, রেনি। পরপর চারটে "এইচ" এক সঙ্গে সাজানো রয়েছে। এর মানে হচ্ছে চতুর্থ হেনরি। আমার স্বামী ছিলেন দ্বিতীয় হেনরি, আর চতুর্থ হেনরি...'

রেনি বলল, 'হেনরি ন্যাভার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

দ্বন্দ্বযুদ্ধে দু'জনেই গুরুতর আহত হয়েছে। তবে লা-মোলে এক হপ্তার মধ্যে এমব্রোয়া প্যারের চিকিৎসায় ভাল হয়ে উঠল। আলেকোঁর মহলে মার্গারেট মাঝে মাঝে দেখতে আসছেন অসুস্থ লা-মোলেকে। মার্গারেট দু'একটা মিষ্টি কথা বলে তাকে সাহস দিচ্ছেন। বলছেন, তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারলে ডিউক আলেকোঁর দেহরক্ষীর কাজ পাবে সে। এরপর? এরপর তো নিজের হাতেই নিজের ভাগ্য।

এদিকে ডাচেস হেনরিয়েট একদিনও আসেননি কোকোনাকে দেখতে। তাঁর জন্যে আসাটা খুব সমস্যা। কারণ গাইজের সঙ্গে আলেকোঁর সম্পর্ক ভাল নয়। ভাই গাইজের বাড়িতে এখন ডাচেস আছেন, কাজেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোন কাজই তাঁর করা উচিত নয়। তাছাড়া, তিনি কি এসে কিছু করতে পারবেন? কোকোনার এখনও জ্ঞান ফেরেনি। প্রথম থেকেই এমব্রোয়া প্যারে তার ব্যাপারে শুধু মাথা নাড়ছেন। ওষুধপত্র ঠিকমতই দিচ্ছেন, কিন্তু ঘা শুকাচ্ছে না, বরং পচার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মার্গারেটের মুখ থেকে এসব কথা শুনে হেনরিয়েট নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। ছেলেটা খুব ভাল ছিল। যেমন দেখতে তেমনি সাহসীও।

লা-মোলে খুবই চিন্তিত কোকোনার জন্যে। সেদিন তারা একজন আরেকজনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তবে সে শত্রুতা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। এখন লা-মোলের অন্তরে কোকোনাকে নিয়ে যে ভাব উথলে উঠছে সেটাকে অনাবিল বন্ধুভাবই বলতে হবে। মনে মনে হেনরিয়েট যা চিন্তা করছেন, লা-মোলেও ঠিক তাই চিন্তা করছে। ছেলেটা বীর, সাহসী, দেখতে শুনতে ভাল; এরকম একটা ছেলেকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ও যদি ভাল হয়ে যায় তাহলে যেভাবেই হোক ওকে বন্ধু করে নেবে।

লা-মোলের মনে হয় না ওকে বাঁচানোর ক্ষমতা অ্যামব্রোয়া প্যারের আছে। একটা কথা তার বার বার মনে পড়ছে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে মন্টফর্কন থেকে যার গাড়ি করে ওরা সেদিন এসেছিল সেই কাবুচির কথা। সে বলেছিল, কোকোনার ঘা ভাল করার ক্ষমতা তার ছাড়া আর কারও নেই এই প্যারিস শহরে। মিথ্যেও বলতে পারে লোকটা। তবে সত্যিও তো হতে পারে। যাচাই করতে সমস্যা কি? কিন্তু এ কাজ করতে হলে অ্যামব্রোয়া এবং মার্গারেটকে না জানিয়ে করতে হবে। অর্থাৎ লা-মোলেকে যেতে হবে কাবুচির কাছে। অবশ্য সেটা কয়েকদিন পর। কারণ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বাইরে বের হবার মত শক্তি তার এখনও হয়নি।

যখন হলো, তখন লা-মোলে সেজেগুজে বের হলো। সেজে-গুজে? তা নয়তো কি! বেরুল ঠিক রূপকথার রাজপুত্রের বেশে। সে সুস্থ হয়ে উঠছে, এটা দেখে কে যেন একদিন লুকিয়ে তার বিছানায় একটা লাল আঙ্গরাখা রেখে গিয়েছিল। একদম নতুন। সত্যি লাল আঙ্গরাখাটার জলুস দেখার মত।

লা-মোলে যখন ল্যুভরে থেকে সেটা পরে বের হলো, তখন মার্গারেট জানালা দিয়ে তাকে দেখে মনে মনে নিজের পছন্দের তারিফ না করে পারলেন না।

কাবুচি প্যারিস শহরের জল্লাদ, কাজেই তাকে খুঁজে বের করতে খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হলো না। তাকে নিয়েই লা-মোলে ফিরে এল। লা-মোলেকে সে বলল, 'এতদিন আমি মানুষ মেরেছি। আমাকে কেউ কোনদিন মানুষ বাঁচানোর জন্যে ডাকেনি। অথচ আমি ছোটবেলা থেকেই এই বদ্যিগিরিটা শিখেছিলাম খুব যত্ন করে। এটা দিয়ে কোন পয়সা রোজগার করতে পারলাম না। গরিবের ছেলেকে কোন বড়লোক চিকিৎসক হিসেবে বাড়িতে ডাকল না। আর গরিবেরা অত পয়সা পাবে কোথায়? এক রকম বাধ্য হয়েই আমাকে জল্লাদের কাজটা পেশা হিসেবে নিতে হলো। চলুন, যাওয়া যাক। আপনার রোগী যদি এখনও মারা গিয়ে না থাকে, তবে এ যাত্রায় তার আর মৃত্যু নেই।'

কাবুচির মলম যখন তিনদিন লাগানো হলো তখন অ্যামব্রোয়া আলেকোঁকে বললেন, 'এই রোগীকে আমি যে সারিয়ে তুললাম, জোর গলায় বলতে পারি সারা ইউরোপে দ্বিতীয় কোন বদ্যি নেই যে ওকে ভাল করতে পারত।'

যা হোক, কোকোনা ভাল হয়ে উঠল। মলমটা প্রথম দিন লাগাতেই তার জ্ঞান ফিরে এল। শুয়ে শুয়েই সে খেয়াল করল লা-মোলের আচরণ, কি যত্ন করে সে তার পরম শত্রুর সেবা করছে স্বেচ্ছায়। ওষুধ খাওয়ানো, গা মোছানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ কি-রকম আগ্রহের সঙ্গে করছে আপনজনের মত।

কোকোনা যখন ভাল হলো তখন ওরা দু'জনে একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ শক্তি যখন ফিরে পেল তখন লা-মোলে তাকে কাবুচির বাড়িতে নিয়ে এল। মার্গারেট লা-মোলেকে আর হেনরিয়েট কোকোনাকে প্রচুর টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা থেকে কোকোনা কাবুচিকে কিছু টাকা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ দিল।

কাবুচি হেসে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার খুব ভাল লাগছে। এত যত্ন করে শেখা চিকিৎসাবিদ্যাকে এই প্রথম কাজে লাগাতে পারলাম, তার ওপর অত্যন্ত অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। দুই পরম শত্রু এত তাড়াতাড়ি যে পরম বন্ধু হতে পারে, তা আপনারাই দেখালেন। আমি যদি আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি, তাহলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।'

www.BanglaBook.org

এরইমধ্যে আরও কয়েকবার ল্যুভরেতে এসেছে ডি-ময়। অবশ্য শুধু রাতে আসে। আলেকোঁর সঙ্গে সে একটা ঝোঝাপড়া করে নিয়েছে। ধর্ম পাল্টাতে রাজি হয়েছে ডিউক আলেকোঁ, ডি-ময় এ-ব্যাপারে বেশ ক'জন বিভিন্ন হিউজিনোদের সঙ্গে কথা বলেছে। ন্যাভারের রাজবংশধর হেনরিকে ন্যাভারের সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে হিউজিনোদের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু ফ্রান্সের রাজপুত্র আলেকোঁর কথা একেবারে অন্যরকম। এমনিতে ওরা ক্যাথলিক, তার ওপরে ন্যাভারের চিরশত্রু।

কাজেই একমত হতে দেরি হচ্ছে। কখন কোত্থেকে কি খবর পাওয়া যায়, সেটা জানার জন্যে ডি-ময় ঘন ঘন ল্যুভরেতে আসে। একদিন আলেকোঁ ডি-ময়কে বলল, 'এটা তো ভাল দেখাচ্ছে না, বন্ধু। তোমার এই আসা-যাওয়া কেউ যদি ধরে ফেলে তাহলে তখন আমার জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে।'

ডি-ময় একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাকে কি আসতে বারণ করছেন?'

স্বার্থপর আলেকোঁ শুধু নিজের কথাই ভাবছে। ল্যুভরেতে আসা ডি-ময়ের জন্যে যে কত ভয়ানক সেটা সে একবারও চিন্তা করছে না। সে যে হিউজিনো দলপতিদের মধ্যে অন্যতম একজন, সেইন্ট বার্থোলোমার রাতে মরিভেলের সঙ্গে এক হাত যুদ্ধ করেছিল, এখন ল্যুভরেতে ধরা পড়লে নির্ঘাত বধ্যভূমিতে পাঠানো হবে ওই দুই কারণে, এ-সবের কোন মূল্যই দিতে চাইছে না রাজপুত্র আলেকোঁ।

আলেকোঁ ডি-ময়ের মনের ভাব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তোয়াজ শুরু করে দিল। বলল, 'তোমাকে আমি আসতে মানা করছি নাকি! তুমি যদি না আস তাহলে কাজ হবে কিভাবে? শোনো, তোমাকে একটা কৌশল করতে হবে, যাতে সামনাসামনি দেখেও ল্যুভরের প্রহরীরা তোমার ওপর কোন হামলা না করে। মানে তোমাকে পরিচিত মনে করে ছেড়ে দেয়।'

'পরিচিত, মানে?' ডি-ময় আলেকোঁর কথা কিছু বুঝতে পারল না।

আলেকোঁ বলল, 'শোনো ডি-ময়, আমার দেহরক্ষীদের মধ্যে লা-মোলে নামে একজন লোক আছে। তাকে তুমি চিনতে পারো, কারণ সেও হিউজিনো। অবশ্য কিছুদিন আগে জীবন বাঁচানোর জন্যে সে ধর্ম পাল্টে ফেলেছে। তার একটা লাল আঙ্গরাখা আছে, তা ল্যুভরেতে অনন্য। রাজবাড়িতে এমন বাহারী পোশাক, ঠিক এই রঙের আর কারও নেই। তোমাকে ঠিক এরকম একটা পোশাক তৈরি করতে হবে। সেটা পরে যদি তুমি ল্যুভরেতে আসো তাহলে তোমাকে সবাই লা-মোলে ভেবে তোমার গতিবিধির ওপর কোন নজর দেবে না। আরও একটা সুবিধা আছে, ওই পোশাক পরে তুমি আমার মহলে সোজা না আসলেও পারবে। ধরো, তুমি সরাসরি ন্যাভারের রানী মার্গারেটের মহলে ঢুকবে। মার্গারেটের কাছে লা-মোলে খুব কাছের লোক। তারপর সে মহল থেকে আমার মহলে আসা এক সেকেন্ডের

www.BanglaBook.org

ব্যাপার, রাতে বারান্দায় লোকও থাকে না।'

পরামর্শটা ভালই লেগেছে ডি-ময়ের। লা-মোলের মত ঠিক একই রকম একটা আঙ্গরাখা বানিয়ে নিল সে।

সেটা পরে সে রাতেই ডি-ময় ল্যুভরেতে ঢুকল। আত্মগোপনের কোন ইচ্ছাই নেই তার, একশোটা রক্ষীর চোখের সামনে দিয়ে গটগট করে উঠে গেল রানী মার্গারেটের নির্দিষ্ট মহলের সিঁড়িতে।

সিঁড়ির মাথায় একটা চাতাল, তার ওপরে মহলের দরজা। চাতালের পাশে লম্বা টানা একটা বারান্দা, সেই বারান্দায় প্রথমে আলেকোঁর মহল, তার পরেরটা হলো হেনরির।

প্রতিদিন ডি-ময় চাতাল থেকে সোজা বারান্দার দিকে মোড় নেয়। কিন্তু তার কপালটাই খারাপ। চাতালে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রানী মহলের দরজা খুলে গেল, সেই দরজা দিয়ে মার্গারেট বেরিয়ে এসে তাকে ডাকলেন, 'তুমি একবার ঘরে এসো তো।'

ডি-ময় তো মহা বিপদে পড়ে গেল। দৌড়ে পালাতেও পারছে না, তাহলে বেয়াদবি হয়ে যায় সেটা। আবার এ কথাও বলতে পারে না, 'মহারানী, আপনি ভুল করছেন, আমি লা-মোলে নই, অন্য লোক।' একথা বললে অন্য কেউ শুনে ফেলারও সম্ভাবনা আছে। রাতের অন্ধকারে ল্যুভরে প্রাসাদে সন্ধানী লোকেরা যে আড়ি পেতে থাকে, এ অভিজ্ঞতা তো ডি-ময়ের নিজেরই আছে। এখন সে কি করবে?

কিন্তু বেশি চিন্তা করতে দিলেন না রাজা হেনরি। হঠাৎ মোড় ঘুরে তিনি বারান্দায় এসে লাল আঙ্গরাখাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে, কাউন্ট লা-মোলে না? এসো, এসো, ভিতরে এসো। তুমিও ধর্মত্যাগ করেছ, আমিও। এসো, রানীর টেবিলে বসে কফি খেতে খেতে সুখ-দুঃখের গল্প করি।''

আর কোন কথা নয়। হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ডি-ময়কে মার্গারেটের ঘরে নিয়ে এলেন হেনরি। এদিকে মার্গারেট মনে মনে ভাবছেন, লা-মোলেকে এ অসময়ে ঘরে ডাকার কি কারণ তিনি হেনরিকে দেখাবেন। অবশ্য কোন কিছু জিজ্ঞেস করার মানুষ তিনি নন।

কিসের কারণ, কিসের কি! বাইরের আবছা আলো থেকে ভিতরের উজ্জ্বল আলোতে পা দেয়া মাত্রই হেনরি চিৎকার করে বললেন, 'আরে, তুমি ডি-ময় না?'

ডি-ময় মাথা নিচু করে সালাম দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেই হতভাগা মহারাজ!'

হেনরি বললেন, 'তুমি কি আমাকে সেদিনের কথা আবার বলতে এসেছ?' একটু হেসে ডি-ময়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'তুমি এত বোকা কেন বলো তো?

www.BanglaBook.org

আরে বাবা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি মানুষ ওসব কথা বলে? গোপন কথা শোনার জন্যে সবাই যে আড়ি পেতে থাকে।'

'মহারাজ, সেদিন সত্যিই একজন আড়ি পেতে ছিলেন,' গম্ভীরভাবে ডি-ময় বলল।

'ছিল,' উৎসাহের সঙ্গে হেনরি বললেন। 'তাহলেই দেখো! সে তোমাকে কিভাবে ছেড়ে দিয়েছে তা আমি জানি না। তবে আমি যদি সেদিন তোমার কথায় রাজি হতাম তাহলে আমার গন্তব্য হত বাস্তিলে।'

'তা ঠিক। সত্যিই আমি খুব বোকামি করেছি। তবে এখন কি আমি ধরে নেব সেদিনের প্রত্যাখ্যানটা মৌখিক ছিল? মনে মনে আপনি আমাকে সমর্থন করেছিলেন?'

'অবশ্যই। তোমার জন্যে প্রতি মুহূর্তে পথ চেয়ে থাকি কখন তুমি আবার আমার কাছে আসবে। আমাকে তো ল্যুভরেতে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। প্রকাশ্যে তোমার খোঁজ করে আলাপ-আলোচনা করা কি আমার উপায় আছে? হঠাৎ যখন আজ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েই গেছে, তোমার সব কথা বলো শুনি। কি ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা তুমি আমার কাছে চাও, সব খুলে বলো।'

ডি-ময় নিজের দাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়ছে।

তা দেখে হেনরি আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার? তুমি এমন করছ কেন?'

'আর কেন, মহারাজ! আমার বোকামির কারণে সবকিছু আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি।'

ডি-ময় সংক্ষেপে সব খুলে বলল রাজা হেনরিকে। আলেকোঁ কিভাবে আড়ি পেতে সব শুনেছে, ন্যাভার সিংহাসনের লোভে কিভাবে আলেকোঁ হিউজিনো হতে চেয়েছে, এখনও আলেকোঁকে ন্যাভারের রাজা করার প্রস্তাবে সব হিউজিনোরা একমত হতে পারেনি ইত্যাদি।

এই পর্যন্ত শুনে হেনরি বললেন, 'কেন? কেন তারা একমত হচ্ছে না? অবশ্যই এটা হতে পারে। ফ্রান্সের কোন রাজপুত্র নিজ ইচ্ছায় যদি আমাদের দলে আসে তাহলে আমাদের শক্তি কি পরিমাণ বেড়ে যাবে তা কি তুমি জানো? নিক সে সিংহাসন! এতে আমার কোন আপত্তি নেই। ন্যাভারকে স্বাধীন করাই হচ্ছে আসল কথা। হিউজিনোদের নিজস্ব একটা রাষ্ট্র থাকা দরকার, যে রাষ্ট্রে ধর্মের কারণে তাদের পশুর মত জবাই হতে হবে না। আমি রাজি, ডি-ময়, আমি রাজি! আমার নাম করে তুমি সব হিউজিনোদের বলো যে আমি আলেকোঁকে রাজা বলে মানতে রাজি আছি এবং তারাও যেন এখনই তাকে মেনে নেয়। এটাই আমার পরামর্শ। খোদা যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা

www.BanglaBook.org

আর হতে পারে না।'

সেদিন ডি-ময় আর আলেকোঁর সঙ্গে দেখা করতে পারল না। কারণ ডিউকের নির্ধারিত সময় রাত দশটা। কিন্তু সে সময় পার হয়ে গেছে। তবে হেনরি বলেছেন, আলেকোঁকে ডি-ময়ের যা বলার ছিল তা হেনরিই তাকে জানাবেন, এবং এও বলবেন যে তাকে রাজা বলে মেনে নিতে তিনি নিজেও রাজি আছেন।

তবুও ডি-ময় একটু ইতস্তত করছে। শেষে ও বলেই ফেলল মনের কথা, 'মহারাজ, আরও একটা ব্যাপার আছে। কাল রাজা নবম চার্লস শিকারে যাচ্ছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমাদের অবশ্য জানার কথা নয়, তবুও আমরা জানি। শুয়োর শিকারের জন্যে তিনি বন্ডির জঙ্গলে যাচ্ছেন। সেখানে নাকি খুব বড় একটা শুয়োর এসেছে।'

হেনরি বললেন, 'হ্যাঁ, চার্লস শিকার পেলে আর কিছু চান না। সেটা শুয়োর হোক বা হিউজিনো হোক।'

ডি-ময় বলল, 'রাজার সঙ্গে আপনি এবং ডিউক অবশ্যই যাবেন।'

'যাব মানে, নিশ্চয়ই যাব। এটাই তো নিয়ম। পুরুষরা তো যাবেনই, মহিলারাও যাবেন। রানী মার্গারেটও না যেয়ে পারবেন না।'

ডি-ময় বলল, 'এরচেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। শুনুন মহারাজ, আমরা ঠিক করেছি স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করতে চাইলে তা তাড়াতাড়ি করাই ভাল। এখন যিনি রাজা হবেন, নেতৃত্ব নেবেন যাঁরা, তাঁদের সবাইকে আগে ন্যাভারে যেতে হবে। এক মাস আগে থেকেই যুদ্ধের জন্যে ত্রিশ হাজার হিউজিনো তৈরি হয়ে আছে, সেটা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। এরইমধ্যে সংখ্যাটা ত্রিশ ছাড়িয়ে পঞ্চাশে ঠেকেছে। আলেকোঁ যখন রাজা হতে রাজি, আপনিও তাঁকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তাহলে আর দেরি না করে আপনাদের কালই ন্যাভারে চলে যাওয়া উচিত। না গেলে কাজে কোন শৃংখলা আসবে না। তাছাড়া, এবারে পালাবার সুযোগ আর পাবেন কিনা সন্দেহ আছে।'

হেনরি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই কি পালাবার সুযোগ কাল পাব?'

'যদি ইচ্ছে থাকে অবশ্যই পাবেন। আজ রাতে বন্ডির জঙ্গলে পাঁচশো হিউজিনো এসেছে। তারা সুযোগ বুঝে আপনাদের পালাবার একটা ব্যবস্থা করে দেবে। আপনারা শুধু একটা কাজ করবেন। আপনি, রানী, আর আলেকোঁ এক জায়গায় থাকবেন এবং শিকারী দলগুলোর কাছ থেকে একটু সরে। হিউজিনোরা আপনাদের ঘিরে ফেলবে, তারপর আপনাদের নিয়ে অর্লিয়েঁর দিকে ঘোড়া ছোটাবে। এটা অবশ্য বনেরই রাস্তা।'

শুনে হেনরি বললেন, 'বুদ্ধিটা বেশ। শিকারীরা শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে,

www.BanglaBook.org

কেউ আমাদের দিকে নজর দেবে বলে মনে হয় না। যদি পালাতেই হয় তবে এটাই সবচেয়ে ভাল সুযোগ। তবে আমার মনে হয় না আলেকোঁ এত তাড়াতাড়ি মন স্থির করতে পারবে।'

'যদি মন স্থির করতে না পারে, তাহলে কি আমাদের এটাই ধরে নিতে হবে যে তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে চান না? মুকুটটা জাদুবলে এসে তাঁর মাথায় বসুক, এটাই তিনি চান?'

হেনরি একবার হাসলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন, 'শোনো ডি-ময়, আলেকোঁকে আজ রাতেই আমি তোমার কথা জানাব। সে যাতে রাজি হয় এই প্রস্তাবে, যথাসাধ্য সে চেষ্টাও করব। তবে সে রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না। এর কারণ কি জানো? তার যে আবার পোল্যান্ডের সিংহাসনের লোভও আছে। ন্যাভারের চেয়ে পোল্যান্ড অনেক বড় রাজ্য, সেটা তো বোঝো?'

ডি-ময় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পোল্যান্ড? সে সিংহাসন তো ডিউক আঞ্জু পাবেন।'

হেনরি বললেন, 'যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তো পাবেন, তবে তাঁর এখন সে ইচ্ছা তেমন নেই। ফ্রান্সের সিংহাসনের আশায় আছেন ডিউক আঞ্জু। রাজা চার্লস অসুস্থ, যখন তখন একটা কিছু হয়ে যেতে পারে তাঁর, তখন যদি আঞ্জু পোল্যান্ডে থাকেন, তাহলে ফ্রান্সের সিংহাসন আলেকোঁ পেয়ে যাবে।'

'ওরে বাপরে বাপ! এত প্যাঁচ!' হতাশ হয়ে ডি-ময় বলল।

হেনরি বললেন, 'সত্যি, বড় প্যাঁচ! এখন কথা হচ্ছে আঞ্জু যদি পোল্যান্ডে যান, আলেকোঁ ন্যাভারে যেতেও পারে আবার ফ্রান্সের সিংহাসনের লোভে প্যারিসে থেকে যেতেও পারে। আর যদি আঞ্জু পোল্যান্ডে না যান তবে আলেকোঁ চেষ্টা করবে পোল্যান্ডের মুকুটটা হস্তগত করতে, সেটাতে যদি ব্যর্থ হয় তবেই সে ন্যাভারের পথে পা দেবে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তোমার কথামতো এদিকের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে হিউজিনোদের পিছু পিছু অর্লিয়েঁর দিকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

হেনরির কথায় ডি-ময় সায় দিল। তখন সে বলল, 'যদি উনি নাই যান, তাহলে আপনিই চলুন রানীকে নিয়ে। ন্যাভারের সিংহাসনে আমরা আপনাকে বসাব। ওটা তো আপনারই।'

হেনরি মাথা নেড়ে বললেন, 'ডি-ময়, এ এখন সম্ভব নয়। কারণ আলেকোঁর কাছে যে প্রস্তাব তুমি তুলেছ, আর আলেকোঁ যেভাবে লুফে নিয়েছে তাতে পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে। তুমি নিজেই বলেছ, ন্যাভারে কিছু লোক আলেকোঁকে রাজা হিসেবে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ অবস্থায় এখন আমি আলেকোঁকে ছাড়া ন্যাভারে যাব কিভাবে? যদি আলেকোঁ আমার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

যেত তাহলে নিজেকে আমি আলেকোঁর সহকারী বলতাম। একা গেলে আমি যাই বলি না কেন, লোকে আমায় ভাববে আলেকোঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, মনে করবে আমি মত বদলে ফেলেছি, এই সিংহাসন আমি অন্য কাউকে দিতে রাজি নই ইত্যাদি। ফলে আলেকোঁর সমর্থকরা খেপে যাবে; দলে ভাঙ্গন যেটা ধরেছে, সেটা গৃহবিবাদে পরিণত হবে। কাজেই ওরা না গেলে আমার একা যাওয়া সম্ভব নয় আপাতত।'

ডি-ময় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সব কিছু আমি নষ্ট করেছি। সত্যি, কূটনীতিতে আমি একটা শিশুর চেয়েও বোকা। যা হোক, আপনি বলুন, এখন আমি কি করব।'

'কাল তুমি শিকারের সময় বন্ডির জঙ্গলে থাকবে। যদি আলেকোঁ পালাতে রাজি হয় তাহলে আমরা সবাই সেখান থেকেই পালাব। আমাদের পথপ্রদর্শক হবে তুমি। আর আলেকোঁ যদি রাজি না হয় তবে আমাদের দেখে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। সেক্ষেত্রে তুমি প্যারিসে চলে…।'

একটু চিন্তা করে হেনরি আবার বললেন, 'ঠিক এই সময় এখানেই তুমি কাল এসো। রানীর মহলে নয়, সোজা আমার মহলে চলে যাবে। আগেই আমি অর্থনকে সব বলে রাখব, সে তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাবে। শিকার থেকে আমরা কখন ফিরব জানি না। যদি খুব বেশি রাত হয়ে যায় তাহলে তুমি আমার বিছানাতে ঘুমিয়ো। ফিরে এসে আমি তোমাকে জানাব, আলেকোঁ কি বলল। তাহলে সে ভাবে ঠিক করা হবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।'

এরপর ডি-ময় চলে গেল। হেনরি গেলেন আলেকোঁর কাছে। আর মার্গারেট বোধহয় ঘুমানোর জন্যে ভিতরে।

রাজা চার্লসের ঘরে দু'জন মানুষ উপস্থিত। তাঁরা হচ্ছেন নবম চার্লস নিজে এবং রাজমাতা ক্যাথরিন।

ক্যাথরিন চার্লসকে বলছেন, 'চার্লস, আমি যা বলি একটু মন দিয়ে শোনো। নিজের ভাগ্য, ফ্রান্সের ভাগ্য এভাবে শেষ করে দিয়ো না। হাতের কাজটা আগে শেষ করো। শিকার করার সময় তুমি অনেক পাবে।'

চার্লস বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। আর মাত্র চার ঘণ্টা আছে হাতে। সকাল হবার দু'ঘণ্টা আগেই বেরিয়ে যেতে হবে। যাবার আগে অন্তত দু'ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। চোখে ঘুম নিয়ে তো আর শিকার করা যায় না।

দু'ঘণ্টা ঘুমাতে পারতেন রাজা চার্লস, যদি না এই বুড়ি মা কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করতেন। রেগে গিয়ে চার্লস বললেন, 'তুমি কি চাও, বলো তো, মা? প্যাঁচ না কষে সোজাসুজি বলো।' অস্থির হয়ে হাতের চাবুক জুতোর ওপর ঘষতে লাগলেন।

www.BanglaBook.org

ক্যাথরিন ভাবলেন, এখনি তাঁর সুযোগ। 'শোনো বাবা, ডি-ময় আবার প্যারিসে এসেছে। মরিভেল নিজ চোখে দেখেছে তাকে। সে এখানে কেন? প্যারিস তো তার বাড়ি নয়, এখানে তার কোন আত্মীয় পর্যন্ত নেই। হেনরির সঙ্গে যদি তার কোন দরকার না থাকে তবে কেন সে এখানে আসে?'

'হেনরিকে নিয়ে আবার তুমি শুরু করলে! তুমি কি চাইছ ওই বেচারাকে জবাই করি?'

'ছি, ছি। এটা তুমি কি বলছ? একটু পরেই আমরা শুয়োর মারতে যাচ্ছি, আর হেনরি হচ্ছে আমাদের দক্ষ শিকারীদের মধ্যে একজন। তাকে যদি বাস্তিলে আটকে রাখি তাহলে শিকার হয়তো আমরা কাবুই করতে পারব না।

'শোনো, ও তোমার সঙ্গে শিকারে যাক, কেমন? তুমি হুকুমনামাটা সই করে আমার হাতে দিয়ে যাও। শিকারের পরে না হয় হেনরিকে ধরা হবে,' এই বলে হুকুমনামাটা রাজার দিকে এগিয়ে দিলেন রাজমাতা। তাতে তিনি লিখেছেন–

'এই আদেশপত্র আমার ভগ্নীপতি ন্যাভারের রাজা হেনরিকে গ্রেফতার করে বাস্তিলে আটক রাখার জন্যে।'

এক নজর পড়ে রাজা খেপে গেলেন। 'সীল কোথায়? এখন কি সীল খোঁজার জন্যে আমি এ-ঘর ও-ঘর দৌড়াব?'

'আরে না, বাবা, না। সীল আমি নিজেই খুঁজে রেখেছি।' ক্যাথরিন দ্রুত সীলমোহর লাগালেন হুকুমনামায়।

রাজাও সঙ্গে সঙ্গে কাগজটায় একটা সই করে দিলেন। তারপর সেটা ক্যাথরিনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। দড়াম করে বন্ধ করলেন দরজা।

আট

ওই তো! ওই তো শুয়োর! কি বিশাল, বাপরে! মনে মনে চার্লস নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন।

রাজার কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরত্বে রয়েছে শুয়োরটা। ওর পিছনে মাত্র একটা কুকুর, এই কুকুরই ওকে তাড়া করে ঝোপ থেকে বের করে এনেছে। তবে আরও আসছে বিশটা কুকুর। রক্ষকরা ওদের শিকল খুলে দিয়েছে।

শুয়োর শিকারই চার্লসের জীবনে সবচেয়ে বড় আনন্দ। জানোয়ারটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেই তিনি ছুটলেন তার পিছনে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন হেনরি আর আলেকোঁ। হেনরিকে মার্গারেট ইঙ্গিতে সতর্ক করে দিয়েছেন, 'কোন ভাবেই রাজার কাছ ছাড়া হবে না।'

পিছনে আরও অনেক শিকারী।

পনেরো মিনিট ছোটার পর শিকারীদের সামনে একটা বাধা সৃষ্টি হলো। ঝোপ-ঝাড় এত ঘন যে তা পেরিয়ে যাওয়া বড়ই কঠিন। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজা খোলা জায়গায় ফিরে এলেন। মুখে লোমহর্ষক সব অভিশাপ।

'তুমি জাহান্নামে যাও, আলেকোঁ। হ্যারি, তোমরাও গোল্লায় যাও। এমন ঠাণ্ডা হয়ে তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছ যেন মনে হচ্ছে কোন গির্জায় থেকে বেরিয়ে আসা সন্ন্যাসিনীদের মিছিল থমকে গেছে। এটাকে শিকার বলে? আলেকোঁর দিকে তাকাও সবাই, যেন বাক্স থেকে বের করা হয়েছে তুলোর মোড়ক খোলা পুতুল। গায়ে তোমার এত গন্ধ, সাবধান আলেকোঁ, কুকুর আর শুয়োরের মাঝখানে পড়ে যেয়ো না। শুয়োরের গন্ধ মানুষ সহ্যই করতে পারে না, আর তোমার এই গায়ের গন্ধটা সেটাকে চাপা দিয়ে দেবে। আর হ্যারি, তোমাকে বলছি, তোমার বল্লম আর বন্দুক কোথায়, হে?'

হেনরি বললেন, 'মহারাজ, বন্দুকের কোন দরকার নেই। কারণ শুয়োরকে তো আপনিই গুলি করবেন। শুধু শুধু কষ্ট করে বন্দুকটা কেন বয়ে বেড়াব? আর বল্লম? আমার দেশে বল্লমের কোন ব্যবহার নেই। শুয়োর নয়, আমরা শুধু এই ছোরা দিয়েই ভালুক শিকার করি, মহারাজ,' কোমর থেকে বিরাট একটা ছুরি বের করে হেনরি রাজাকে দেখালেন।

'কথার দাপটে এরা দেবতাকেও জবাই করবে। ন্যাভার থেকে তুমি এক গাড়ি ভালুক পাঠিয়ে দিয়ো তো। উফ্; ভালুকের সঙ্গে হাতাহাতি, মানুষকে মেরে ফেলার জন্যে যে ভালুকের এক মিনিট সময়ও লাগে না। ভালুক শিকার নিশ্চয়ই খুব মজার। কিন্তু ওই না শুয়োরটার ঘোঁৎ ঘোঁৎ? না···।'

অস্থির হয়ে রাজা শিঙেতে একটা ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অনেক শিঙের ফুঁ শোনা গেল। হঠাৎ একটা বনতাড়ুয়া ছুটে এল, তার শিঙেতে অন্যরকম একটা বিশেষ সুর।

'ওই যে, দেখো! জানোয়ারটা দেখা যাচ্ছে!' বলেই রাজা ওই বনতাড়ুয়ার দিকে ঘোড়া ছোটালেন। অন্য সবাইও ছুটল।

বনতাড়ুয়ার ইঙ্গিতটা ভুল নয়। কিছুদূর যেতেই রাজা কুকুরের শব্দ পেলেন। ওগুলোর সংখ্যা এখন ষাটে পৌঁছেছে। আরও রাজা শুয়োরটাকে দেখতে পেলেন, শিঙেয় ফুঁ দিতে দিতে অমনি তিনিও ছুটলেন।

তাঁর সঙ্গে প্রিন্স-ডিউক-শিভালিয়ার সবাই আছেন, কিন্তু ঘোড়াটা এত

www.BanglaBook.org

শক্তিশালী আর দ্রুতগামী যে তাঁর সঙ্গে পারা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমে মহিলারা সরে পড়লেন, তারপর সপারিষদ গাইজের ডিউক, এরপর হেনরি আর আলেকোঁ। অবশেষে রাজার পিছনে একা ট্যাভানেই ছুটল, তবে সেও এক সময় থেমে গেল, শুয়োরের পিছনে রইলেন শুধু রাজা আর তাঁর বনতাড়ুয়ারা।

বহুদূর বিস্তৃত একটা প্রশস্ত বনপথ, তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আলেকোঁ আর হেনরি। গাইজও তাঁর দলবল নিয়ে সেখানেই আছেন, তবে একটু দূরে। আলেকোঁ তিক্তকণ্ঠে বলল, 'গাইজের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন আসল রাজা। আমাদের মত রাজপুত্রদের দিকে ফিরে তাকাবার কোন প্রয়োজনই মনে করেন না।'

গতকাল হেনরি আলেকোঁর দেখা পাননি। কাজেই ডি-ময়ের কথা তাকে জানাতেও পারেননি। এখন সুযোগ পেয়ে তিনি আলেকোঁকে বলছেন, 'আমাদের নিজের আত্মীয়রা যেরকম আচরণ করছেন, এর চেয়ে ভাল কিছু গাইজের কাছ থেকে আমরা আর কি আশা করতে পারি?'

চমকে উঠে ডিউক হেনরির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অত প্যাঁচ না কষে সরাসরি বলো তুমি কি বলতে চাও।'

কিন্তু হেনরিও কি কম যান! একেবারে মুখে তালা দিয়ে বসলেন।

তাঁর এই নীরবতা দেখে আলেকোঁ নিজেই আবার জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলো, 'কিছু বলছ না যে?'

'না বললেও তুমি নিজে বোঝো না? গাইজের সঙ্গে এত সব সশস্ত্র লোক কেন? ওদের এখানে মোতায়েন করার একটাই কারণ। সেটা হলো, দু'জন লোক যাতে কোনভাবে পালাতে না পারে।'

'পালাতে না পারে মানে? কে পালাবে? কি করে?' আলেকোঁ যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, এরকম একটা ভাব দেখাল।

হেনরি একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তিনি আলেকোঁকে বললেন, 'তোমার ওই অশ্বিনীটা ভাই দারুণ তো! এ ঘোড়া নির্ঘাত ঘণ্টায় চোদ্দ মাইল ছুটবে। এখন রওনা দিলে দুপুরেই চল্লিশ মাইল যেতে পারবে। ডান দিকে বনের পাশ দিয়ে একটা টানা রাজপথ, ওই পথ দিয়েই মনে হয় অর্লিয়েঁ যাওয়া যায়। লাগাম আলগা করে ঘোড়া ছোটাতে তোমার কি একটুও শখ হচ্ছে না? আমার তো খুব হচ্ছে।'

টকটকে লাল হয়ে গেল ডিউক আলেকোঁর চেহারা। কোন কথা না বলে একমনে কুকুরের ডাক শোনার জন্যে কান খাড়া করে রাখল সে।

মনে মনে হেনরি বললেন, 'ভায়া বোধহয় পোল্যান্ড থেকে কোন রকম ইঙ্গিত পেয়েছে! ন্যাভারে সে যেতে চাইছে না, আমি একা গেলে খুশিই হবে। কিন্তু আমি

www.BanglaBook.org

তো একা যাব না, বাছা।'

এমন সময় এদিক ওদিক থেকে দু'চারজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। দু'জনেই ওদেরকে চেনেন। হেনরির বিয়ের সময় যে-সব হিউজিনো মফস্বল থেকে রাজধানীতে এসে সেইন্ট বার্থোলোমার রাতে রাজসভার ইঁদুর কলে ধরা পড়ে গিয়েছিল, এরা তাদেরই কেউ কেউ–ধর্ম পাল্টে প্রাণ বাঁচিয়েছে। তারা কাছে এসে রাজপুত্রদের অভিবাদন জানাল। তাদের মুখের হাসিতে কি যেন একটা তাৎপর্য।

এখন আলেকোঁ একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেই হয়। দরকার সামান্য একটা ইঙ্গিত। ওই যে চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার একজন একজন করে হাজির হচ্ছে, যেন তারা ভাগ্যক্রমে এখানে এসে পড়েছে। কিন্তু আসলে তো তা নয়। এটা পরিষ্কার যে আলেকোঁর পালাবার পথ করে দেবার জন্যেই ওরা এখানে এসেছে। গাইজের লোকেরা যদি বাধা দেবার চেষ্টা করে তাহলে এরা রুখে দাঁড়াবে। আলেকোঁ কিন্তু একটা কথাও বলছে না।

নবাগতেরা ধরে নিল যে গাইজপন্থীদের উপস্থিতির কারণেই এই ইতস্তত ভাব আলেকোঁর। তারা কৌশল করে আস্তে আস্তে এমনভাবে এগিয়ে এল যে গাইজের আর আলেকোঁদের মাঝখানে চল্লিশজন সৈনিকের একটা পাঁচিল তৈরি হয়ে গেল। এখন তো আর কোন দ্বিধা থাকতে পারে না আলেকোঁর।

কিন্তু আলেকোঁ তবুও দ্বিধা করছে। ওই যে সামনেই প্রশস্ত রাজপথ, শক্তিশালী সব দেহরক্ষী আছে, তবুও আলেকোঁর দিক থেকে কোন রকম সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সময়ের যে অনেক দাম। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক বের হয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। হেনরি এবং আলেকোঁকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

হেনরি এই ভদ্রলোককে চেনেন। ইনি হচ্ছেন ভাইকাউন্ট ট্যুরেন, হিউজিনোদের অন্যতম নায়ক।

আলেকোঁর দৃষ্টি দূর বনভূমির দিকে নিবদ্ধ দেখে হেনরি দু'তিনবার এমনভাবে মাথা ঝাঁকালেন, যার মানে ট্যুরেন বুঝবেন না, কিন্তু গাইজপন্থীরা কেউ যদি দেখে তাহলে ভাববে ন্যাভারের রাজার কলারটা বোধহয় গলায় বিঁধেছে। ভাইকাউন্ট হেনরির সেই ইঙ্গিতের মানে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলেন।

হঠাৎ আবারও শিকারী কুকুরদের ডাক শোনা গেল। রাজপুত্ররা যে বনপথের ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মাথায় শুয়োরটাকে দেখা যাচ্ছে, তীরবেগে একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে চলছে ওটা। পিছু নিয়েছে প্রায় পঞ্চাশটা কুকুর, তাদের

www.BanglaBook.org

পিছনেও রয়েছে অশ্বারোহী রাজা চার্লস নিজে। তাঁর মাথার টুপি উড়ে গেছে, শিঙে মুখে তুলে ফুঁ দিচ্ছেন মুহূর্তে মুহূর্তে। তাঁর পিছনে চারটে বনতাড়ুয়া। রাজার সঙ্গে ট্যাভানে নেই।

'রাজা চার্লস! রাজা!' এই বলে আলেকোঁ রাজাকে ধরার জন্যে ঘোড়া ছোটাল। ত্রিশ থেকে চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার তখন সামনেই ছিল, হেনরি ইশারা করলেন—তারা যেন চলে না যায়। তারপর হেনরি একটু পিছিয়ে মার্গারেটের কাছে এলেন।

মার্গারেট বললেন, 'কি খবর?'

'খবর তো বাতাসে উড়ে গেছে। শিকারের সমস্ত ছকটা আবারও নতুন করে সাজাতে হবে,' তারপর তিনি রাজার কাছে যাবার জন্যে ঘোড়া ছোটালেন।

কুকুর বাহিনী খুব কাছেই, অন্তত তাদের ডাক শুনে তাই মনে হচ্ছে। বহু লোকের মিলিত উল্লাসধ্বনি শোনার জন্যে সবাই কান খাড়া করে আছে।

হঠাৎ বনের আড়াল থেকে সেই বিশাল বন্য শুয়োর ছুটে এল, মহিলাদের এবং তাঁদের পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকদের প্রায় গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল যেন বিদ্যুৎ বেগে।

শুয়োরের পিছনে প্রায় চল্লিশটা কুকুর, তারপর রাজার ঘোড়া; রাজার পোশাক কাঁটায় লেগে ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে গেছে। তাঁর হাতের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, মুখ থেকেও রক্ত গড়াচ্ছে। বাকি শিকারীদের মধ্যে মাত্র দু'একজন আছে তাঁর সঙ্গে।

'হিলালি! হিলালি!' চিৎকার করছেন রাজা। রক্তমাখা ঠোঁট দিয়েই তিনি শিঙেতে ফুঁ দিচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলছেন, 'হিলালি।' চোখের পলকে শুয়োর, রাজা, কুকুর এক সঙ্গে স্বপ্নে দেখা মিছিলের মত মিলিয়ে গেল।

এরপর এল আলেকোঁ, সঙ্গে দু'তিনজন বনতাড়ুয়া।

গাইজ ও হেনরি ছাড়াও অন্য সবাই এগিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। শুয়োর যে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে, এতে কারও কোন সন্দেহ নেই।

ঘটলও ঠিক তাই। দশ মিনিটও পার হয়নি, খোলা জায়গায় পৌঁছে একটা নিচু টিলাতে পিছনের দুই পা ঠেকিয়ে রুখে দাঁড়াল শুয়োর যুদ্ধ করার জন্যে। এ সময়টা শিকারের সবচেয়ে উত্তেজনাকর মুহূর্ত। কুকুরগুলো শিকারকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল, যদিও একটানা তিন ঘণ্টা ওর পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে তারা ক্লান্ত হয়ে আছে।

এবার শিকারীরা গোল হয়ে পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে। অন্য সবার চেয়ে রাজা একটু এগিয়ে। বন্দুক হাতে নিয়ে তাঁর পিছনে আলেকোঁ। আলেকোঁর কাছ

www.BanglaBook.org

থেকে একটু দূরে হেনরি, তাঁর হাতে শুধু সেই বিশাল ছোরাটা। আলেকোঁ বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল দিল, হেনরি কোমর থেকে ছোরাটা বের করলেন।

আর গাইজের ডিউক? তিনি কোথায়? না, মানে, উনি তো এ সমস্ত ব্যাপারকে চিরকাল ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, তাই তিনি তাঁর দলবল নিয়ে বেশ অনেকটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

খানিকটা দূরে এক শিকারী শিকলে বাঁধা দুটো বিশাল হাউন্ডকে অনেক কষ্টে আটকে রেখেছে। ছাড়া পাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তারা, হিংস্র আক্রোশে গর্জন করছে।

শুয়োরটা কি সুন্দর লড়াই করছে! চল্লিশটা কুকুর তাকে ঘিরে ধরেছে। সে তার খাঁড়ার মত দাঁত দিয়ে ধরে এক একটা কুকুরকে বাতাসে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মাটিতে যখন পড়ছে, স্রেফ একটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড। দশ মিনিটে বিশটা কুকুর হয় মরে গেল, নয়তো গুরুতর আহত। রাজা চার্লস আদেশ দিলেন, 'এবার হাউন্ড দুটোকে ছেড়ে দাও।'

হাউন্ড দুটোকে ছেড়ে দেয়া হলো। তাদের গায়ে লোহার জামা। লাফ দিয়ে অন্য কুকুরগুলোকে টপকে গেল, তারপর দু'দিক থেকে শুয়োরের এক একটা কান কামড়ে ধরল।

রাজা চিৎকার দিয়ে উঠলেন, 'সাবাস রিস্ক-টাউট! সাবাস ডিওর-ডেন্ট! আমাকে কেউ একটা বল্লম দাও তো।'

আলেকোঁ জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, আপনি কি আমার বন্দুকটা নেবেন?'

রাজা বললেন, 'না-না, গুলি করার মধ্যে কোন মজা নেই। আমার বল্লম দরকার, বল্লম! মজা তো তখনই যখন বল্লমটা ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে বিঁধতে থাকে শিকারের গায়ে।'

একজন একটা বল্লম এনে রাজাকে দিল।

দূর থেকে মার্গারেট চেঁচিয়ে বললেন, 'সাবধান, চার্লস।'

অনেকের মিলিত কণ্ঠে উৎসাহদানের সুর, 'এবার মহারাজ, এবার!'

ডাচেস নেভার্স বললেন, 'রাজা, দেখবেন বল্লম যেন ফস্কে না যায়। দুশমনকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলুন।'

'চিন্তা করার কিছু নেই,' এই বলে রাজা বল্লম নিচু করে বাগিয়ে ধরে তীর বেগে ঘোড়া ছোটালেন শুয়োরের দিকে।

ঝকঝকে ইস্পাতের ফলাটা শাঁ-শাঁ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে শুয়োরটাও স্যাঁৎ করে তার মাথা একপাশে সরিয়ে নিল। এর ফলে বল্লম তার গায়ে না লেগে পিছনে টিলার ওপরে আছড়ে পড়ল। সেটা পাথরে লেগে ভেঙে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা বললেন, 'একি, যাহ্! ফস্কে গেল! আরও একটা বল্লম।' ঘোড়াটাকে পিছু হটিয়ে আনছেন চার্লস, আগেকার দিনে টুর্নামেন্টের সময় যেভাবে আনতেন নাইট খেতাবে ভূষিত বীর যোদ্ধারা।

এক শিকারী রাজার হাতে আরও একটা বল্লম ধরিয়ে দিল।

ছোট ছোট লাল চোখ দিয়ে শুয়োরটা বল্লম দেখছে। এবার আর মাথা ঝাঁকিয়ে নাও বাঁচতে পারে, এটা সে অনুমান করতে পারছে। তাই মরি বাঁচি কপালে যাই থাক, শেষ চেষ্টা হিসেবে হাউন্ড দুটোকে নিজের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সে। তারপর···।

গায়ের সব লোম সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে গেছে, মুখে ফেনা উঠেছে, সশব্দে বাড়ি লাগছে দাঁতে, রাজার দিকে তেড়ে এল খেপা শুয়োরটা।

ঝানু শিকারী রাজা চার্লস, শেষ মুহূর্তে এরকম আক্রমণ হবে, এটা তিনি জানতেন। তাই লাগাম এত জোরে টানলেন যে ঘোড়ার সামনের দুটো পা শূন্যে উঠে গেল। ঘোড়াটা সম্ভবত তখন মুখের ভিতরের চাকতির চাপে খুব ব্যথা পেয়েছে, কিংবা হয়তো অসম্ভব ভয় পেয়েছে, তাই ওটা উল্টে মাটিতে পড়ে গেল। তবে ঘোড়ার আগে রাজাই পড়লেন। পড়লেন একেবারে ঘোড়ার নিচে।

শত শত লোক চেঁচিয়ে উঠল।

রাজার উরু জিনের নিচে চাপা পড়ে গেছে, উঠে বসার কোন উপায় নেই।

হেনরি চিৎকার করে বললেন, 'মহারাজ, লাগামটা ছেড়ে দেন।'

রাজা লাগামটা ছেড়ে দিলেন, বাঁ-হাতে জিন চেপে ধরেছেন, আর ডান হাত দিয়ে চেষ্টা করছেন কোমর থেকে ছোরাটা বের করার জন্যে। বৃথা! ছোরার খাপ তাঁর দেহের নিচেই পড়ল। শরীরটা সরাতে না পারলে ছোরাটার নাগাল পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

রাজা চিৎকার করে বলছেন, 'শুয়োরটাকে সামলাও! কে কোথায় আছ, শুয়োটাকে সামলাও!'

শিক্ষিত ঘোড়া, প্রভুভক্ত, প্রভুর যে বিপদ হয়েছে, সেটা সে বুঝল। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে খাড়া করল সে। আর তখনি···।

হেনরি পরিষ্কার দেখলেন, আলেকোঁর মুখটা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে সে গুলি ছুঁড়ল।

আর কি অদ্ভুত কাণ্ড! কি ভয়ানক! গুলিটা শুয়োরের গায়ে না লেগে ঘোড়ারই সামনের পায়ে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সে আবারও উল্টে পড়ে গেল।

আলেকোঁর ঠোঁট দুটো ভয়ে সাদা হয়ে গেছে, বিড়বিড় করে সে বলছে, 'বোধহয় আঞ্জুই তাহলে ফ্রান্সের রাজা হবে, আর আমি পোল্যান্ডের।'

বস্তুত শুয়োরের দাঁত এখন রাজার হাঁটু স্পর্শ করছে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু ঠিক তখনি রাজার সামনে একটা উজ্জ্বল ছোরা ঝলকে উঠল, আর তাঁর চোখের সামনেই শুয়োরের ঘাড়ে ছোরাটা সম্পূর্ণ বিঁধে গেল। শুয়োরের যে মুখটা রাজার হাঁটু স্পর্শ করেছিল, একটা লোহার দস্তানাপরা হাতের প্রচণ্ড আঘাতে সে মুখ অন্যদিকে ঘুরে গেল।

হেনরি ততক্ষণে ঘোড়াকে খাড়া করেছেন, রাজাকেও উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন, যদিও উঠতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। উঠেই তাঁর চোখ পড়ল পোশাকের দিকে, রক্তে ভিজে রাঙা হয়ে আছে সেটা। তা দেখে রাজার মুখ শুকিয়ে গেল, তাঁর ভয় হলো শুয়োরটা তাঁকে ভয়ানক জখম করেছে।

হেনরি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনার কিছুই হয়নি, কারণ সময় মতই আমি শুয়োরের দাঁতটা সরিয়ে দিতে পেরেছিলাম।'

হেনরি শুয়োরের দেহের ভিতরে ছোরাটা চেপে ধরে বসে আছেন, এখনও মরেনি জানোয়ারটা! একটু পরই অবশ্য মরল, আর তখন মাটিতে ঢলে পড়ল বিশাল শরীরটা। স্রোতের মত রক্ত বইতে লাগল। আর তখনি হেনরি ছোরাটা টেনে বের করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চার্লসকে সবাই ঘিরে ধরেছে। রাজা এমন টলছেন যেন মনে হচ্ছে মরা শুয়োরের পাশে তিনিও পড়ে যাবেন। তবে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি এবার ন্যাভারের রাজা হেনরির দিকে তাকালেন। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে সেই অভাগা রাজার ছেলের ব্যাপারে আজই প্রথম যেন তাঁর ভুল ভাঙল। নতুন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রাজা চার্লস বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, হ্যারি।'

আলেকোঁ গুটি গুটি পায়ে এসে বলল, 'দাদা! ও দাদা! কি রকম একটা ফাঁড়াই না কাটল তোমার!'

রাজা বললেন, 'ও আলেকোঁ, তুমি? আচ্ছা তুমিও তো গুলি চালিয়েছিলে, তাই না? সবসময় বলো তুমি নাকি পাকা গোলন্দাজ; তা কোথায় গেল তোমার গুলি?'

আলেকোঁ বলল, 'শুয়োরের চামড়া তো! গুলি গায়ে লেগে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে!'

হেনরি হঠাৎ কি দেখে চমকে উঠে বললেন, 'হে, খোদা! তোমার গুলিতে যে মহারাজার ঘোড়ার পা ভেঙে গেছে। অদ্ভুত তো।'

রাজা বললেন, 'ওমা, তাই বুঝি?'

ডিউক ভেবে পাচ্ছে না কি জবাব দেবে। অবশেষে বলল, 'দাদার বিপদ দেখে আমার হাতটা খুব কাঁপছিল। তা এরকম হতেই পারে।'

'শুনেছি তোমার টিপ ভুল হয় না। তা যদি সত্যি হয়, বলতে হবে গুলিটা

www.BanglaBook.org

খুবই অদ্ভুত ব্যবহার করেছে। হ্যারি, তোমাকে আবারও ধন্যবাদ।'

রাজাকে রক্ষা করার জন্যে মার্গারেট স্বামী হেনরিকে ধন্যবাদ জানালেন। চার্লস বললেন, 'মার্গট, সত্যি আজ তুমি তোমার স্বামীকে ধন্যবাদ দিতে পারো। ও না থাকলে এতক্ষণে তৃতীয় হেনরি ফ্রান্সের রাজা হত।'

হেনরি বললেন, 'এমনিতেই আঞ্জু আমাকে সহ্য করতে পারেন না, এখন তাঁর রাগের কারণ আরও একটা বেড়ে গেল,' এই বলে রক্তমাখা ছুরিটা তিনি বার বার মাটিতে ঢোকাচ্ছেন আর বের করছেন। এমন ভান করছেন, যেন মনে হচ্ছে তিনি ছুরির রক্ত মুছছেন, আসলে তিনি অন্য লোকের দৃষ্টি থেকে তাঁর মনের ভাব আড়াল করছেন।

রাজা বললেন, 'এবার চলুন, সবাই বাড়ি ফিরি। একদিনে এরচেয়ে বেশি শিকার করার দরকার নেই।'

নয়

রাজপ্রাসাদের সব নামকরা ব্যক্তিরা, নারী ও পুরুষ, যখন বন্ডির জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন রাজমাতা ক্যাথরিন বিশেষ একটা রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলেন ল্যুভরেতে। এখানে বলে রাখা ভাল, গতকাল তিনি রাজা চার্লসকে দিয়ে হেনরির নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা সই করিয়ে নিয়েছেন।

এখন তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে রক্ষীসেনার ক্যাপটেন ডি-ন্যানসিকে আদেশ দেয়া। 'কোন লোক কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? যদি আসে তাহলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

রক্ষীরা নিয়ে এল এক লোককে।

চওড়া একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে লোকটার একচোখ বাঁধা, অন্য চোখেও দেখা যাচ্ছে সরু একটা কাপড়ের ফালি। তার চোয়ালের হাড় সাংঘাতিক উঁচু, শকুনির ঠোঁটের মত নাকটা বাঁকা। কাঁচাপাকা দাড়িতে তার চিবুক ঢাকা। গায়ে একটা মোটা আঙ্গরাখা, তার নিচে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। আর কোমরে ঝুলছে বিশাল একটা তরোয়াল।

রানী বললেন, 'সেইন্ট বার্থোলোমার রাতে তোমার কাজ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। একটা পুরস্কার পাওনা আছে তোমার। বোধহয় সে পুরস্কার দেবার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।'

www.BanglaBook.org

'মহারানীকে আন্তরিক ধন্যবাদ,' বলল লোকটা।

'পুরস্কার মানেই কিন্তু নিছক পুরস্কার নয়, বলতে হবে এটা একটা সুযোগ, যার সদ্ব্যবহার করতে পারলেই সারা জীবনের জন্যে তুমি বিখ্যাত হয়ে থাকবে এদেশের ইতিহাসে।'

লোকটা বলল, 'মহারানী, আমি তৈরি, তবে মনে হচ্ছে কাজটা খুব···।'

'হ্যাঁ, খুব কঠিন। এতই কঠিন যে এ কাজ ট্যাভানে বা গাইজকে দেয়া উচিত ছিল। আর তারা এটা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করত।'

'আমি তো মহারানীর চির গোলাম। কাজ বড় হোক ছোট হোক, কঠিন বা সোজা, আদেশ পেলেই পালন করব।'

ক্যাথরিন গ্রেফতারী পরোয়ানাটা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা পড়ে দেখো।'

কাগজটা পড়েই লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলল, 'কি সর্বনাশ! ন্যাভারের রাজাকে গ্রেফতার?'

'এতে এত অবাক হবার কি আছে?'

'মহারানী, উনি যে রাজা। আমার মত এই ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে কি তাঁর গায়ে হাত দেয়া সম্ভব?'

'বিশ্বাস করে আমি যখন তোমায় এ কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি তখন তোমার চেয়ে দামী লোক এ রাজ্যে আর কেউ নেই।'

তবুও সে দ্বিধাগ্রস্ত। রানীকে ধন্যবাদ জানাল ঠিকই, তবে আদেশ পালনে তেমন একটা উৎসাহ দেখাতে পারল না।

কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন রানী, 'তুমি কি রাজি?'

'রানীর আদেশ পালন করাটাই আমার কাজ।'

'আমি তো আদেশই দিচ্ছি।'

'বেশ, আমি তা পালন করব।'

'কিভাবে এগুবে বলে ভাবছ?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মহারানী যদি বলে দেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

'কোন রকম হৈ-চৈ না করে কাজটা সারতে হবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'সঙ্গে বারোজন লোক নেবে। ইচ্ছে হলে বেশিও নিতে পারো।'

'কোথায় ধরব তাঁকে?'

'কোথায় ধরা ভাল মনে করো?'

'যেখানে ধরলে আমাকে দায়ী করার সুযোগ কম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ও, ল্যুভরেতে। বেশ, ঠিক আছে।'

'ল্যুভরের কোথায়?'

'তাঁর নিজের মহলে।'

'কখন ধরতে হবে?'

'আজ রাতেই।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। তবে একটা কথা, মহারানী। তাঁর পদমর্যাদাকে কতটুকু সম্মান দেব সেটা একটু বলে দিন।'

'পদমর্যাদা? ওসব ভুলে যাও, হে! ফ্রান্সের রাজার কাছ থেকে আদেশ এসেছে, ব্যস। নিজ রাজ্যে ফ্রান্সের রাজা অন্য কাউকে মর্যাদাবান বলে স্বীকার করেন না।'

'আরও একটা ব্যাপার, মহারানী! উনি যদি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন? অবশ্য তা সম্ভব বলে মনে হয় না...'

'অবশ্যই সম্ভব। আত্মরক্ষার চেষ্টা সে করবেই।'

'তাহলে?'

'রাজা দেশের বিরুদ্ধাচারণ যে করে, সামান্যই হোক বা অসামান্য, সে হলো বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর শাস্তি তুমি কেমন করে দাও?'

'তাকে শেষ করে ফেলি, মহারানী।'

'দরকার হলে এখানেও তাই করবে।'

'কি সাংঘাতিক! ন্যাভারের রাজাকে খুন করব?'

'কে তোমাকে খুন করতে বলেছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন মহারানী। 'এই যে আদেশনামা, এতে শুধু একটা কথা লেখা আছে যে তাকে গ্রেফতার করে বাস্তিলে নিয়ে যেতে হবে। সে যদি শান্তভাবে ধরা দেয় তাহলে তো ভালই, কোন গোলামাল হবে না। কিন্তু যদি কোন বাধা দেয়, তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, তবে...'

আবারও লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বলেই যাচ্ছেন ক্যাথরিন, 'রাজাদেশ পালন করতে গিয়ে তোমার জীবন যদি বিপন্ন হয়, তাহলে তুমি কি নিজেকে রক্ষা করবে না? সেটা করতে গিয়ে যদি অপরাধী আহত বা নিহত হয়, তবে সে দোষ তোমার নয়, বুঝেছ?'

'জ্বী, মহারানী, বুঝেছি। তবে এই পরোয়ানার ওপরে আরও দুটো কথা লেখা থাকলে ভাল হত—জীবিত বা মৃত। তাহলে নিজেকে আমি নিরাপদ মনে করতাম।'

'ঠিক আছে, আমি লিখে দিচ্ছি।'

পরোয়ানাটা তো রাজমাতারই লেখা! এবার তিনি আরও দুটো শব্দ যো

www.BanglaBook.org

করলেন, 'জীবিত বা মৃত।'

'হ্যাঁ, এখন সব ঠিক আছে, মহারানী। তবে আমার বারোজন লোকের প্রয়োজন নেই। ছ'জন হলেই চলবে।'

'কেন?'

'ছ'জন রক্ষী একটা অপরাধীকে বাগে আনতে না পেরে হত্যা করেছে, একথা লোকে সহজেই বিশ্বাস করবে। কিন্তু বারোজনেও পারেনি তাঁকে বেঁধে ফেলতে, সেটা কেউই বিশ্বাস করবে না।'

'তোমার যদি ছ'জন লোক দিয়ে কাজ হয় তবে ছ'জনই। কিন্তু কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ল্যুভরেতেই থাকবে তুমি। রাজার অস্ত্রাগারে এখন কেউ নেই, তুমি সেখানে গিয়ে বসে থাকো। শিকার থেকে রাজা ফিরলে তুমি আমার মহলে চলে আসবে। তখন আমি তোমায় একটা চাবি দেব, সেটা ন্যাভার রাজমহলের চাবি।'

ডি-ন্যানসিকে ডেকে ক্যাথরিন লোকটাকে রাজার অস্ত্রাগারে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে সে তার চাকরকে শহরে পাঠাবে, পাঁচজন লোক সংগ্রহ করে আনার জন্যে।

ডি-ন্যানসির সঙ্গে রওনা হয়ে লোকটা গোঁফে তা দিয়ে বলল, 'দিন দিন দেখছি আমার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। প্রথমে মারলাম প্রতিপালক ডি-ময়কে, সে এক গ্রাম্য বুড়ো ভদ্রলোক। এরপর গুলি করলাম এক অ্যাডমিরালকে। এবারে মারতে যাচ্ছি এক মুকুটহীন রাজাকে। এভাবে উন্নতি হতে থাকলে একদিন হয়তো মুকুটধারী রাজাকে মারার সুযোগও পেয়ে যেতে পারি।'

বলার অপেক্ষা রাখে না, লোকটা হচ্ছে মরিভেল।

শিকারের উত্তেজনায় গ্রেফতারী পরোয়ানার কথা রাজা চার্লস বেমালুম ভুলে গেছেন। ল্যুভরেতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাঁর মনে পড়ে গেল। মা জননী তাঁকে দিয়ে যে পরোয়ানা লিখিয়ে নিয়েছেন সেটা সিন্দুকে ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে থাকার মানুষ তিনি নন। সেটা কাজে লাগাবার সব রকম ব্যবস্থা এতক্ষণে করে ফেলেছেন। আজ রাতেই তাঁর কাজ হাসিল হবে।

অন্য সময়ে হলে চার্লস এটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু আজ হঠাৎ যে অস্বাভাবিক ঘটনাটা ঘটেছে, ওই হেনরির কাছে সারাজীবন সেজন্যে তাঁকে ঋণী হয়ে থাকতে হবে।

যে লোক তাঁর জীবন বাঁচিয়েছে তাঁকে কোন ভাবেই বাস্তিলে পাঠানো সম্ভব নয়। আরও একটা কথা চিন্তার আছে, হেনরিকে বাস্তিলে পাঠানো মহারানীর একটা চাল, তাঁকে শেষ করাই হচ্ছে রাজমাতা ক্যাথরিনের আসল উদ্দেশ্য। মাথায় কবদ্ধির কোন অভাব নেই, তাঁর ইশারায় যে-কোন দুষ্কর্ম করতে রাজি হবে

www.BanglaBook.org

এমন লোকও রাজধানীতে অনেক আছে।

এই সন্ধ্যায় হেনরি নিশ্চয়ই মার্গারেটের ঘরে আছেন। অবশ্যই ন'টার আগে তিনি তাঁর মহলে যাবেন না। তাই শিকারের পোশাক খুলে রাজা চার্লস কবিতা লিখতে বসলেন। এটা তাঁর একটা বিশেষ নেশা।

ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রাজাও উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের বাইরে বের হতেই চারজন সশস্ত্র রক্ষী তাঁর পিছু নিল। এটাই নিয়ম।

সোজা তিনতলায় উঠে বোন মার্গারেটের মহলে ঢুকলেন রাজা চার্লস। রাজাকে দেখে মার্গারেটের দাসী গিলোন এমন ভয় পেল যে সে আঁ-আঁ করে চিৎকার জুড়ে দিল। তার এরকম ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ এর আগে রাজা চার্লস কখনও এই মহলে এমন সময় আসেননি।

ভিতরে ঢুকে পড়লেন রাজা। খাবার টেবিলে হেনরি ও মার্গারেটের সঙ্গে আরও দু'জন লোক রয়েছে। তাদেরকে রাজা চেনেন, লা-মোলে আর কোকোনা। দু'জনেই কাউন্ট উপাধিধারী বলে আলেকোঁ তাদেরকে একদিন রাজদরবারে রাজার সামনে হাজির করেছিল। এটা তাঁর কর্তব্য, কারণ ওরা এখন তারই পার্শ্বচর হিসেবে ল্যুভরেতে বাস করছে।

রাজাকে দেখে গিলোনের মত এই টেবিলের লোকদের প্রায় একই অবস্থা। এমন ভঙ্গিতে একযোগে সবাই দাঁড়ালেন যে টেবিলটা উল্টে গেল। আলোগুলো পড়ে কোনটা নিভল, কোনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার। একমাত্র হেনরিই কথা বললেন, 'মহারাজ! মহারাজ! আমাদের মাফ করবেন। আসলে এরকম একটা সময়ের জন্যে আমরা তৈরি ছিলাম না। নিতান্তই আনাড়ির মত আমরা টেবিলটা উল্টে ফেলেছি।'

চার্লস বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও কিছু না। ওরে মার্গট, তোর স্বামীকে আজ রাতের জন্যে আমায় দিবি? ওকে নিয়ে আমি এক জায়গায় যাব।'

মার্গারেট বললেন, 'রাজা তো সর্বত্র এবং সবারই প্রভু। মহারাজের সঙ্গী হতে পারলে আমার স্বামী তো সেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করবেন।'

হেনরি বললেন, 'মহারাজ, আমি জামাটা একটু পাল্টে আসি।'

'জামা? তার দরকার কি? এ জামাতেই তোমাকে সুন্দর লাগছে।'

'মহারাজ, এটা পরে যে বাইরে যাওয়া যাবে না। আমার মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে জামাটা পাল্টাতে।'

মিষ্টি ধমক দিয়ে রাজা বললেন, 'আরে গেঁয়ো ভূত, কথা বললে মানে বুঝতে চাও না কেন?' হেনরি যাতে আর কথা না বাড়ান, তাই মার্গারেট চোখ টিপে ইশারা করলেন। এদিকে রাজা হেনরিকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে

www.BanglaBook.org

এলেন।

ল্যুভরের সদর দরজায় এসে রাজা হেনরিকে বললেন, 'আজ রাতে ল্যুভরের বাতাস তোমার জন্যে বিষ! শহরের এক প্রান্তে আমার একটা সুরক্ষিত নিরাপদ বাসস্থান আছে, মাঝে মাঝে আমি সেখানে রাত কাটাই। চলো, আজ আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। হয়তো বিছানা দিতে পারব না, তবে আমার একটা আরাম-কেদারা আছে, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে রাতটা পার করে দিতে পারবে।'

রাজাকে ধন্যবাদ জানালেন হেনরি। তবে তিনি মনে মনে অন্য কথা ভাবছেন। ল্যুভরের বাতাস তাঁর জন্যেই যদি বিষাক্ত হয়ে থাকে তাহলে ডি-ময়ের জন্যে তা আরও সাংঘাতিক। বেচারি ডি-ময়ের তো হেনরির ঘরে অপেক্ষা করার কথা। এমন কি, হেনরির ফিরতে দেরি হলে সেখানে রাত্রিবাসেরও।

এসেছে ঠিকই ডি-ময়। হেনরির আসতে দেরি দেখে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়েও পড়েছে। রাত তো এখন প্রায় দুপুর।

ছ'জন লোক। হাতে খোলা তরোয়াল আর কোমরে গোঁজা ছোরা নিয়ে হেনরির মহলের দরজা খুলল। চাবিটা রাজমাতা ক্যাথরিনই দিয়েছেন।

সবার আগে মরিভেল। তার কোমরে তরোয়াল, ছোরা ছাড়াও এক জোড়া পিস্তল রয়েছে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে অর্থন জিজ্ঞেস করল, 'কে? কি চাও তোমরা?'

'আমরা রাজার আদেশে এখানে এসেছি। তোমার মনিব কোথায়?'

'তিনি তো এখন মহলে নেই।'

'মিথ্যে বলছ। তুমি সরে যাও। এ মহলে আমরা তল্লাশী চালাব।'

'অসম্ভব, এ হতে পারে না। তোমরা চলে যাও। কাল সকালে এসো, তখন আমার মনিব থাকবেন।'

মরিভেল তরোয়ালের বাঁট দিয়ে অর্থনের মাথায় এমন জোরে আঘাত করল যে সে একটা চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু'জন লোককে দরজায় রেখে মরিভেলরা শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ল। ডি-ময় এতক্ষণ নাক ডাকছিল, অর্থনের চিৎকার শুনে তা থেমে গেল। বিছানায় উঠে বসেছে সে।

মরিভেল তার সঙ্গীদের বলল, 'দেখো! দেখো সে আর নাক ডাকছে না। ঘুম ভেঙে গেছে। আর দেরি নয়। চারদিক থেকে সবাই এক সঙ্গে ওর ওপরে লাফিয়ে পড়বে।'

হুম, আর লাফিয়ে পড়া! বিছানার ভিতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। মশারিটা জোরে টেনে একপাশে গুটিয়ে দিল একটা হাত। আর ইস্পাতের পাগড়ি পরা এক লোককে দেখা গেল। দুই হাতে দুটো পিস্তল, হাঁটুর ওপরে

www.BanglaBook.org

খোলা তরোয়াল নিয়ে বিছানায় বসে আছে।

লোকটাকে দেখে মরিভেলের চুল খাড়া হয়ে গেল, সে যেন ভূত দেখেছে। ভয় পেয়ে সে এক পা পিছিয়ে এল।

ডি-ময় এক লাফ দিয়ে মরিভেলের দিকে ছুটে এল, 'শালা! খুনী! তুই আমাকে মারতে এসেছিস? যেভাবে আমার বাবাকে মেরেছিলি?'

মরিভেলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা ঘরে ঢুকেছিল, শুধু তারাই ডি-ময়ের ভয়াবহ গর্জন শুনল। আর যারা পিছনে ছিল, তারা শুধু এটাই বুঝল যে শিকারকে আর ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা যাবে না।

গর্জন করেই ডি-ময় শান্ত থাকেনি। মরিভেলের মাথা লক্ষ্য করে সে পিস্তল ছুঁড়ল। গুলিটা এড়ানোর জন্যে মরিভেল ধপ করে বসে পড়ল, তার ফলে পিছনে তিন গুণ্ডার মধ্যে একজনের বুকে সেই গুলি বিঁধে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সে মরেও গেল। এই সময়ে মরিভেল পাল্টা গুলি চালাল, কিন্তু সে গুলিতে ডি-ময়ের মাথার পাগড়িটাই শুধু অন্যদিকে ছিটকে পড়ল।

তরোয়ালটা উঁচু করে একটা প্রচণ্ড লাফ দিল ডি-ময়। তরোয়ালের কোপ দ্বিতীয় এক গুণ্ডার মাথায় গিয়ে লাগল, মাথাটা চিরে দু'ফাঁক হয়ে গেল। তারপরই ঘুরে দাঁড়াল মরিভেলকে আক্রমণ করার জন্যে, ততক্ষণে সেও তরোয়াল খুলে ফেলেছে। যুদ্ধ হলো অল্পই, তবে সেটা ভয়ানক! সাংঘাতিক! চারবারের বার অস্ত্র ঠোকাঠুকির পর মরিভেল বুঝতে পারল, ডি-ময়ের তরোয়াল তার গলায় বিঁধে গেছে। নিচু গলায় সে একটা চিৎকার করল, তারপরই ধপাস করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। তার হাত লেগে আলোটাও পড়ে নিভে গেল। ঘর এখন অন্ধকার।

ডি-ময়! সাংঘাতিক তার ক্ষিপ্রতা। কি দুর্বার শক্তি তার অস্ত্রের! সে সময়ে ডি-ময়কে মহাবীরদের আত্মীয় বলে মনে হচ্ছিল। ঘর তো অন্ধকার, সেই সুযোগে শোবার ঘর থেকে ছুটে সে সামনের ঘরে চলে এল। সেখানে যেসব গুণ্ডারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের একজনকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করল। অন্য একজন টলতে টলতে এক কোণায় গিয়ে বসে পড়ল। ততক্ষণে ডি-ময় সদর দরজায় এসে পড়েছে। এ দরজায় মরিভেল দু'জন প্রহরীকে রেখে গিয়েছিল। একসঙ্গে দু'জনেই তারা পিস্তল ছুঁড়ল, কিন্তু একটাও ডি-ময়ের গায়ে লাগল না। এর কারণ দুটো। আলো খুব কম, আর লোক দুটো এমন ভয় পেয়েছে যে ওদের হাত সাংঘাতিক কাঁপছিল। তাই লক্ষ্যস্থির করার সময় পায়নি।

ডি-ময় শত্রুদের অবরোধ পার হয়ে এসেছে। হাতে তার তরোয়াল ছাড়াও গুলিভরা পিস্তল রয়েছে।

মনে হচ্ছে আলোকোঁর দরজা যেন একটু খোলা? ডি-ময় ভাবল সেখানেই ঢুকবে। কিন্তু তারপরে চিন্তা করল, এই অভিশপ্ত ল্যুভরে থেকে একেবারে চলে

www.BanglaBook.org

যাওয়াটাই ভাল। লাফ দিয়ে দিয়ে সে নিচে নেমে এল। পিছনের দরজায় পাহারা আছে, সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করতেই তারা পথ ছেড়ে দিল। তাদেরকে ডি-ময় বলল, 'ওপরে গিয়ে দেখো সেখানে সাংঘাতিক খুনোখুনি হচ্ছে। এটা নাকি রাজারই আদেশ।'

পিস্তলের আওয়াজ প্রহরীরা আগেই পেয়েছে, এখন ডি-ময়ের কথা শুনে তারা একেবারে অবাক হয়ে গেল। তাদেরকে ওখানে রেখে ডি-ময় দ্রুত রু্য-দ্য-কক রোডে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।

ক্যাথরিন নিজের মহলে তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁকে ব্যারনেস সাউবি একটা গল্পের বই পড়ে শোনাচ্ছেন, তা শুনে তিনি খুব হাসছেন। পিস্তলের শব্দ তিনিও শুনেছেন। মাদাম সাউবি অস্থির হয়ে উঠলেও, গ্রাহ্যই করলেন না রাজমাতা ক্যাথরিন। তিনি বললেন, 'আরে পড়ো! পড়ো! ল্যুভরেতে পিস্তলের আওয়াজ, এটা কি আজ নতুন?'

রক্ষীসেনার ক্যাপটেন ডি-ন্যানসি এসে বলল, 'ওপরে খুব গোলমাল হচ্ছে, আদেশ দেন্ তো একবার ঘুরে আসি।'

রাজমাতা বললেন, 'বাহ্, চমৎকার! এখন তুমি চলে গেলে, আর হত্যাকারীরা এসে যদি আমাকে আক্রমণ করে, তখন আমাকে কে রক্ষা করবে, শুনি?'

কাজেই ডি-ন্যানসি গেল না।

গোলমাল থামার পর ক্যাথরিন একটা জ্বলন্ত মোম নিয়ে তিনতলায় উঠে হেনরির মহলের দিকে এগোলেন। এই মুহূর্তে অত্যন্ত ম্লান দেখাচ্ছে তাঁকে। আস্তে আস্তে হেনরির মহলের দরজায় পৌঁছালেন তিনি।

ভিতরে ঢুকতেই অজ্ঞান অবস্থায় অর্থনকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখলেন। আরেকটু এগোতে একটা মৃতদেহ তাঁর পায়ে ঠেকল। আলো ফেলতেই দেখলেন, গুণ্ডাদের একজন। মরে গিয়ে সে শক্ত কাঠ হয়ে গেছে।

আরও দু'পা যেতেই আরেকজনকে দেখলেন, তার গলা ঘড়ঘড় করছে। শেষ নিঃশ্বাস ঠেলে বের হবার উপক্রম।

বিছানার কাছে আরও একজন পড়ে আছে। প্রায় মারাই গেছে, বিবর্ণ গললায় সাংঘাতিক জখম। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে সেখান থেকে। রানীকে দেখে সে উঠে বসার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

এ হচ্ছে মরিভেল।

ক্যাথরিন তার এই অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন। তবে তাকে নিয়ে চিন্তা করছেন না। হতাহতদের মধ্যে হেনরিকে না দেখে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি।

মরিভেলের দিকে তাকিয়ে ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই হেনরি কোথায়.

www.BanglaBook.org

বাছা। পালাল নাকি?'

মরিভেল কোন কথাই বলতে পারছে না। হতাশ ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ছে।

ধমক দিয়ে রানী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি শুধু আমাকে একটা কথা বলো। কোথায়? কিভাবে পালাল সে?'

মরিভেল গলার ঘায়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, তারপর সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ক্যাথরিন তাকিয়ে দেখলেন, চারদিকে শুধু নিহত আর আহতরা পড়ে রয়েছে। চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গভীর স্তব্ধতা নেমে এসেছে। আবারও তিনি মরিভেলের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন; দেখলেন, তার কোমরে একটা কাগজ গোঁজা রয়েছে। এ সেই গ্রেফতারী পরোয়ানা। তিনি সেটা হাতে নিয়ে মনে মনে বললেন, 'ব্যর্থ! সব ব্যর্থ! তাহলে কি রেনির মুরগীরাই সত্যি কথা বলল?'

এসব ভেবে এখন কোন লাভ নেই। ক্যাথরিন ডি-ন্যানসিকে ডেকে পাঠালেন। ডি-ন্যানসি তাড়াতাড়ি মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলল, আর মরিভেলকে নিজের বাড়িতে রেখে আসল। তারপর হেনরির মহল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্যে লোক লাগাল।

ক্যাথরিন কঠিন সুরে আদেশ দিলেন, আজ রাতে যেন চার্লসকে কোন কথা শোনানো না হয়। হায় রাজমাতা ক্যাথরিন! তিনি কি আর জানেন যে রাজা ল্যুভরেতেই নেই।

তারপরের দিন রাজা আর হেনরিকে একসঙ্গে ল্যুভরেতে ফিরতে দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। এবার তিনি বুঝলেন, মরিভেল কেন হেনরির দেখা পায়নি। নিজের পরোয়ানা নিজেই বাতিল করে দিলেন রাজা!

চার্লস মা ক্যাথরিনকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বোকার মত হেসে বললেন, 'কি করব, বলো মা! কালই যে ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আর কালই আমি ওকে কিভাবে বাস্তিলে পাঠাই?'

ক্যাথরিন চার্লসকে শুধু একটাই প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে রাতের হত্যাকাণ্ডটা কে করল? হেনরি তো ল্যুভরেতে ছিল না। তাহলে এ ঘটনা কে ঘটাল?'

এ প্রশ্নের উত্তর খিড়কির প্রহরীরা দিল। তারা বলল, 'পিস্তল ছোঁড়াছুঁড়ির পরেই লাল আঙ্গরাখা পরা এক লোক ল্যুভরে থেকে বেরিয়ে যায়।'

এই রাজদরবারে লাল আঙ্গরাখা তো একমাত্র লা-মোলের আছে। কাজেই তাকে ধরে আনা হলো। এদিকে কোকোনা বলছে সে আর লা-মোলে একসঙ্গেই ছিল, তাই কোকোনাকেও ধরা হলো।

কোকোনা আর লা-মোলে, দু'জনেই বলছে এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছুই

www.BanglaBook.org

তারা জানে না। রাতে তারা ল্যুভরেতেই ছিল না।

প্রশ্ন করা হলো, তাহলে তারা কোথায় ছিল?

প্রাণ থাকতেও তারা এ প্রশ্নের উত্তর দেবে না। কাজেই তাদেরকে গ্রেফতার হয়ে ভিনসেন্স কারাদুর্গে পাঠানো হলো।

মার্গারেট হেনরিকে বললেন, 'অসম্ভব, এ ঘটনার সঙ্গে লা-মোলে আর কোকোনা জড়িত নয়। কারণ রাতে ওরা আমার আর ডাচেস নেভার্সের সঙ্গে শহর থেকে অনেক দূরে নিভৃত একটা বাড়িতে ছিল।'

হেনরি মার্গারেটকে বললেন, 'শোনো, মার্গট, লাল-আঙ্গরাখা পরা লোকটা যে ডি-ময়, এ আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু ডি-ময়ের নাম কি উচ্চারণ করা যাবে? চাপে পড়ে সে যদি আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা সব ফাঁস করে দেয় তাহলে তখন কি হবে একবার ভেবেছ?'

অতএব ডি-ময়ের কথা বলা হলো না। রাজাদেশ অমান্য করে নরহত্যা করার অপরাধে কোকোনা আর লা-মোলের প্রাণদণ্ড হলো।

দশ

ডিউক অভ আঞ্জু একরকম বাধ্য হয়েই পোল্যান্ডে গেলেন। সেখানকার রাজপদও তাঁকে গ্রহণ করতে হলো। এতে তাঁর একদম মত ছিল না। দিন দিন চার্লসের অসুস্থতা বেড়েই চলেছে। যে-কোন সময় ফ্রান্সের সিংহাসন শূন্য হয়ে যাবে। তখন ডিউক অভ আঞ্জুই হবেন সেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, এমন সময় কি তাঁর দেশ ছেড়ে বাইরে থাকা চলে?

না, চলে না।

তবে বাইরে না গিয়েও উপায় নেই। রাজা চার্লস কারও কোন কথা শুনবেন না, তিনি আঞ্জুকে সেখানে পাঠাবেনই।

চার্লস আঞ্জুকে বললেন, 'তুমি বোকা নাকি? পোল্যান্ডের অধিবাসীরা যেচে পড়ে তোমাকে রাজমুকুট দিতে চাইছে, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?'

ডিউক হেনরি তো আর চার্লসের মুখের ওপরে কিছু বলতে পারেন না। মনে মনে তিনি বললেন, 'এর চেয়েও বড় সৌভাগ্যের আশা আমি করতে পারি, চার্লস। কারণ তুমি আর একমাস বাঁচো কিনা সন্দেহ। আর তুমি মরলে ফ্রান্সের ওই সিংহাসন তো আমারই হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মা ক্যাথরিন তিন ছেলের মধ্যে এই আঞ্জুকেই বেশি ভালবাসেন। তাই ছেলেকে তিনি আশ্বাস দিলেন। বললেন, 'বাবা আঞ্জু, তোমার কোন ভয় নেই। চার্লসের অবস্থা খারাপ দেখলেই সে খবর আমি যেভাবে পারি তোমার কাছে পৌঁছে দেব।'

ন্যাভারের হেনরির অবস্থা খুব খারাপ। এখন কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না। সবচেয়ে দুঃখজনক, রানী মার্গারেট এখন আর আগের মত হেনরির প্রতি সদয় নন। ডি-ময়কে বাঁচাতে গিয়ে, মানে ডি-ময়কে উপলক্ষ করে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে লা-মোলেকে ঘাতকের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন হেনরি। কিন্তু মার্গারেট এটাকে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা বলে মনে করেন।

মার্গারেট কখনও হেনরিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেননি। সবকিছুই তাঁর ওপর ওপর। শুধু একটা আশাতেই তিনি হেনরিকে স্বামী বলে মানেন। সেটা হলো, হেনরি যদি কোনদিন রাজা হন তাহলে মার্গারেট হবেন রানী। ন্যাভারের তো হবেনই, ফ্রান্সেরও সম্ভাবনা আছে। কারণ স্বর্গীয় রাজা দ্বিতীয় হেনরির জামাতা হচ্ছেন এই ন্যাভারের হেনরি। নিয়তির বিধানে ভ্যালয় বংশের তিন রাজপুত্র যদি এক এক করে মারা যান? এরকম ঘটনা ইতিহাসেই আছে। সত্যি যদি তিনজনই মারা যান তাহলে তো ফ্রান্সের এই সিংহাসন ন্যাভারের রাজা হেনরিই পাবেন।

শুধু মার্গারেট নন, এ কথা কমবেশি ভ্যালয় বংশের সবাই জানে। আর সে কারণে হেনরির ওপর এত ক্রোধ ক্যাথরিনের। এই ক্রোধ আঞ্জু আর আলেকোঁরই শুধু নয়, কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজা চার্লসেরও ছিল।

হ্যাঁ, রাজা চার্লসেরও হেনরির ওপরে ক্রোধ ছিল। কিন্তু সেটা এখন আর নেই। কারণ সেই শুয়োর শিকারের দিনে হেনরি তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

কিন্তু কি অদ্ভুত ভাগ্য! ঠিক এই সময় রাজার গলা দিয়ে প্রতিদিন রক্ত পড়তে শুরু করেছে। তাঁর রোগ এমব্রোয়া ধরতে পারছেন না। তিনি শুধু বারবার এক কথাই বলছেন, 'রাজার খাবারগুলো পরীক্ষা করে দেয়া হয় তো?'

একদিন রাজা নিজেই বললেন, 'ঝেড়ে কাশো এমব্রোয়া, তোমার কি ধারণা আমার খাবারের সঙ্গে বিষ মেশানো হচ্ছে?'

মাথা নিচু করে এমব্রোয়া বললেন, 'হতেও তো পারে, মহারাজ।'

দু'একদিন পরেই এক আকস্মিক ঘটনায় সারা ফ্রান্স, ল্যুভরে, প্যারিসের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। চার্লস ন্যাভারের রাজা হেনরিকে ভিনসেন্স দুর্গে কারারুদ্ধ করেছেন।

রাজা এ কাজ কেন করলেন? করলেনই যখন তখন বাস্তিলে না করে ভিনসেন্স দুর্গে কেন? অনেকেই বলল, ভিনসেন্স দুর্গের যিনি রক্ষক, সেই বোইলো

www.BanglaBook.org

হচ্ছে রাজার একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসী ব্যক্তি, এবং এই জন্যেই ক্যাথরিনের দু'চোখের বিষ।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বন্দি হবার আগের দিন রাতে হেনরি মার্গারেটকে বলেছেন, 'আমার নিরাপত্তার জন্যে রাজা চার্লস একটা ব্যবস্থা করছেন।'

মার্গারেট বললেন, 'কেন? কিসের নিরাপত্তা?'

'রাজা মনে করেন, ল্যুভরেতে আমি নিরাপদে নেই, যেমন শুয়োর শিকারের দিনে ছিলাম না।'

এ খবর পেয়ে ক্যাথরিন খুব রেগে গেলেন। রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি করলে? হেনরিকে অবশ্য অনেক আগেই বন্দি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাকে বাস্তিলে বন্দি করলে না কেন? তুমি কি মনে করো তার জন্যে সেটা নিরাপদ নয়?'

রাজা বললেন, 'বাস্তিলে বিষ পাঠানো খুব সহজ, মা।'

'বিষ? তোমার প্রিয় হেনরিকে কে বিষ দেবে, শুনি?' রাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাথরিন।

'কেন? ওকে যে ওই বইটা দিয়েছিল।' পকেট থেকে একটা চাবি বের করে রাজমাতার হাতে ধরিয়ে দিলেন রাজা। আবার বললেন, 'টেবিলের ওই ড্রয়ারটা খুললেই বইটা দেখতে পাবে।'

আগ্রহের সঙ্গে ক্যাথরিন ড্রয়ারটা খুললেন। খুলেই ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। মুখটা তাঁর কালো হয়ে গেল। কারণ এ বই তিনি চেনেন। কিছুদিন আগে হেনরিকে নিজেই দিয়েছিলেন। বাজপাখি দিয়ে শিকার করার নানা রকম কলা-কৌশল লেখা আছে বইটাতে।

একদিন হেনরি ক্যাথরিন আর চার্লসের সামনে বলেছিলেন, 'বাজপাখি দিয়ে কিভাবে শিকার করতে হয় আমি জানি না। ইস্, আমাকে যদি কেউ শেখাত!'

এ কথা শুনে ক্যাথরিন বললেন, 'তোমাকে আমি একটা বই দেব। সেটা পড়লে তুমি সব জানতে পারবে।'

রাজমাতা বইটা হেনরিকে পাঠালে কি হবে, সঙ্গে সঙ্গে চার্লস ওটা হেনরির কাছ থেকে নিয়ে নিলেন।

হেনরি বললেন, 'মহারাজ তো রাজোচিত সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত, সব কিছু আপনার জানা। আপনার তাহলে এ বই পড়ার দরকার কি?'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই আমি জানি। তবু বলা তো যায় না, ওতে আরও নতুন কিছু পেতে পারি। দিনকে দিন বিজ্ঞান তো এগিয়ে যাচ্ছে।'

সেই তখন থেকে বইটা চার্লসের কাছেই আছে।

www.BanglaBook.org

আজ সে বই চার্লসের ড্রয়ারে দেখে ক্যাথরিন যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন। হঠাৎ করে তাঁর বিবেক তাঁকে বলল, 'পাপীয়সি! শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলেকেই হত্যা করলি!'

মায়ের বিবর্ণ মূর্তি লক্ষ করলেন রাজা। মনে মনে তিনি যে হাসি হাসলেন তা করুণ, আবার নিষ্ঠুরও। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি হেনরিকে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিলে, তাই না? বইয়ের পাতায় পাতায় বিষ মাখিয়েছিলে। পড়তে পড়তে মুখের লালা দিয়ে পাতা ওল্টাবে, আবার সেই লালাসিক্ত আঙুল মুখে···।'

ক্যাথরিন অবাক হয়ে গেছেন।

'মা, হিসাবটা তুমি ঠিকই করেছিলে। সত্যি, পড়তে পড়তে আমরা এভাবেই পাতা ওল্টাই। কিন্তু পাতা ওল্টানোর কাজটা যে তোমার ছেলেই নিজের হাতে তুলে নেবে, সেটা কি তুমি ভেবেছিলে? আমি জানি, আঙ্গুকে তুমি খুব ভালবাস, কিন্তু তাকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে তুমি তোমার বড় ছেলেকে হত্যা করবে এ হতে পারে না। কারণ তুমি যে আমার মা, এতবড় পিশাচী তুমি হতে পারো না।'

ক্যাথরিন নিঃসাড়।

চার্লস বললেন, 'বইটা আগুনে ফেলে দাও। তোমার পাপের এই প্রমাণটুকু অন্তত পুড়ে ছাই হয়ে যাক। মায়ের প্রতি দায়িত্ব হিসাবে আমার এটা দেখা উচিত।'

চার্লসের কথামত ক্যাথরিন বইটা আগুনে ফেলে দিলেন। খুব যত্ন করে জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেটাকে ঢাকতেও তাঁর ভুল হলো না। তারপর চার্লসের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এই প্রথম আজ তাঁর গর্ব মাটিতে মিশে গেছে।

এর পরে তিন দিনও গেল না, চার্লসের রক্তক্ষরণ সাংঘাতিক বেড়ে গেল। এমব্রোয়া সরাসরি বলতে লাগলেন, 'রাজাকে অবশ্যই আর্সেনিক খাওয়ানো হয়েছে। একটু একটু করে অনেক দিন ধরে।'

একদিন ক্যাথরিন এমব্রোয়াকে গোপনে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজা কি সত্যিই বাঁচবে না?'

'রাজাকে বাঁচানোর ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই।'

ক্যাথরিন বললেন, 'তাহলে শোনো, তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। আর্সেনিকের কথা তুমি চিরদিনের জন্যে ভুলে যাও। তা না হলে···।'

কথাটা শেষ না করে ক্যাথরিন অন্য ঘরে চলে গেলেন। এখন তাঁর হাতে অনেক কাজ। প্রথমে আঙ্গুকে একটা চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির চারটে কপি করলেন। সেগুলো নিয়ে তিনি তাঁর উপাসনা ঘরে এলেন।

রাজমাতার নিজের অতি বিশ্বাসী চারজন লোককে একটা করে চিঠি দিলেন।

www.BanglaBook.org

তারা সবাই পাকা ঘোড়সওয়ার।

ক্যাথরিন আঙ্গুকে শুধু একটা কথাই লিখেছেন, 'তুমি এখনি চলে এসো।'

চারজন ঘোড়সওয়ারকে ক্যাথরিন হুকুম দিলেন, 'প্যারিস থেকে আলাদা পথ ধরে তোমরা বের হবে। বিভিন্ন দেশের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন পথে চলে যাবে ওয়ার্সতে। গিয়েই এই চিঠিটা ডিউক অভ আঙ্গুকে দেবে, কিন্তু খুব সাবধানে ও গোপনে। আস্তাবলে সবার জন্যে ঘোড়া তৈরি রাখা হয়েছে। এখনি তোমরা বেরিয়ে পড়ো। এই নাও পথ খরচা। কাজ ঠিক মত করতে পারলে প্রচুর বকশিশ দেব। এছাড়া আমার শুভেচ্ছা তোমাদেরকে সারাজীবন ঘিরে রাখবে।'

ঠিক এই সময়ে চার্লস ট্যাভানেকে ডেকে আনালেন। 'ট্যাভানে, মনে রেখো, তুমি হচ্ছ আমারই কর্মচারী।'

'মহারাজ, আমি এ কথা সব সময়ই স্মরণ করি, খোদা সাক্ষী,' ট্যাভানে বলল।

রাজা বললেন, 'আমার হুকুম হচ্ছে, ফ্রান্সের পুব সীমান্তে কড়া পাহারা বসাও। পোল্যান্ডযাত্রী যে-কোন লোককে পেলে রক্ষীরা যেন গ্রেফতার করে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়। একটা মাছিও যেন ফ্রান্স থেকে পোল্যান্ডে না যেতে পারে। ট্যাভানে, এ কাজ এখনি করা চাই।'

ট্যাভানে মাথা ঝাঁকিয়ে রাজার আদেশ পালন করতে চলে গেল।

এমব্রোয়া আসতেই রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমব্রোয়া, তুমি কি একটা সত্যি কথা বলবে? আর কতক্ষণ আছি আমি? সান্ত্বনা নয়, একেবারে সত্যি কথাটাই আমাকে বলো।'

এমব্রোয়া বললেন, 'খোদার দয়া হলে মহারাজ আবারও ভাল হয়ে উঠবেন।'

বিরক্ত হয়ে রাজা বললেন, 'এটা আবার কেমন কথা?'

'এ ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারি আমি, মহারাজ? সব কিছুই তো খোদার হাতে।'

এমব্রোয়াকে রাজা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। আসলে এমব্রোয়ার সাহস হচ্ছে না সত্যি কথাটা বলার। আবারও রাজা ট্যাভানেকে ডাকলেন। বললেন, 'ট্যাভানে, তুমি আমারই ভৃত্য, অন্য কারও নও, মনে আছে তো?'

ট্যাভানে বলল, 'মহারাজ, সারাজীবন এ কথা আমার মনে থাকবে।'

'আমি তোমাকে যা আদেশ করব তা তুমি অবশ্যই পালন করবে। কারও আদেশে, অনুরোধে বা প্রলোভনে কর্তব্য থেকে দূরে সরে যাবে না। আমার কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করো।'

www.BanglaBook.org

ট্যাভানে বলল, 'মহারাজ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।'

'তুমি ভিনসেন্স দুর্গে গিয়ে রাজোচিত সম্মানে আমার ভগ্নীপতি হেনরি ন্যাভারকে নিয়ে আসবে। প্রচুর সৈন্য নিয়ে যাবে। তার অনেক শত্রু, কাজেই নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই।'

'মহারাজ, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।' অভিবাদন জানিয়ে ট্যাভানে চার্লসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এদিকে ট্যাভানে সৈন্য সাজাচ্ছে, আর ওদিকে একটা গাড়ি নিয়ে রাজমাতা ভিনসেন্স দুর্গের উদ্দেশে রওনা দিলেন।

ভিনসেন্স দুর্গে রাজমাতা পৌঁছালেন। দুর্গের রক্ষককে বললেন তিনি, 'এখনি আমি ন্যাভারের রাজা হেনরির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দুর্গের রক্ষক জিজ্ঞেস করল, 'রাজার আদেশপত্র কি আপনার সঙ্গে আছে?'

রানী বললেন, 'আদেশপত্র সই করার মত ক্ষমতা রাজার নেই, তাই আমার নিজেকেই আসতে হলো। ক্ষমতা যদি থাকত তাহলে তো আদেশপত্র দিয়ে যে কোন একটা সৈনিককেই পাঠাতেন।'

বোইলো একটু ভেবে বলল, 'মহারানীর আদেশ অমান্য করার সাহস আমার নেই। কিন্তু তাই বলে ন্যাভার রাজার ঘরে গিয়ে গোপনে দেখা করার সুযোগ আমি আপনাকে দিতে পারব না। তাঁর সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে আমিও থাকব। কাছে নয়, একটু দূরেই। আপনাদের কোন কথা আমার কানে যাতে না আসে।'

কর্তব্য থেকে বোইলোকে সরানো যাবে না, এটা বুঝতে পেরে ক্যাথরিন এতেই রাজি হলেন। অবশ্য সুযোগ পেলেই বোইলোর যে সর্বনাশ করবেন সেটাও মনে মনে ঠিক করে নিলেন।

রাজমাতা ক্যাথরিনকে দেখে অবাক হলেন না হেনরি, তবে খুব ভয় পেলেন।

ক্যাথরিন কোন ভূমিকা না করে শুরু করলেন, 'তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে এখনি রাজসৈন্য আসবে। তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে রাজার সঙ্গে তোমার দেখা হবার আগেই আমি তোমাকে প্যারিস থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

'এতে আপনার লাভ?'

'লাভ ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না, আমিও এর ব্যতিক্রম নই। কিন্তু তোমাকে তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। শুধু একটা কথা শুনে রাখো, তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হও তাহলে তোমার মঙ্গল হবার সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বই, আর যদি রাজি না থাকো, তবে শতকরা এক।'

www.BanglaBook.org

'শতকরা এক সম্ভাবনা আপনার এ গরিব ছেলের জন্যে কম নয়। এর আগে সম্ভাবনা যেখানে শূন্য ছিল সেখানেই আমি বেঁচে গেছি। আমি রাজসৈন্যের জন্যে অপেক্ষা করব এবং রাজার সঙ্গেও দেখা করব।'

'এর জন্যে তোমাকে অনেক ভুগতে হবে। আবারও তোমাকে কারাগারেই আসতে হবে। তবে এবারে আর ভিনসেন্সে নয়, একেবারে বাস্তিলে। জীবনে যদি আর কোনদিন সেখান থেকে বের না হতে পারো তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ো না। মনে রেখো, আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম।'

এক দারোয়ান দুর্গের রক্ষককে নিচু গলায় কি যেন বলল।

সে কথা দুর্গের রক্ষক শুনে চমকে উঠে একবার হেনরি, একবার ক্যাথরিনের দিকে তাকাল। তারপর দারোয়ানকে সেও আস্তে করে বলল, 'তুমি ট্যাভানেকে এখানে নিয়ে এসো। এঁদেরকে রেখে আমি নিচে যেতে পারব না।'

চলে গেল দারোয়ান। বোইলো মনে মনে ভাবল, 'হেনরিকে যদি একা রেখে যাই তাহলে এই বুড়ি তাঁর মুখে বিষ ছুঁড়ে মারতে পারে।'

একটু পরেই বেশ কিছু সৈনিক নিয়ে ট্যাভানে এল। সে রাজমাতাকে এখানে দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তবে ক্যাথরিনকে অভিবাদন জানাল ঠিকই। হেনরিকেও।

ট্যাভানেকে খুব নরম সুরে ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, ট্যাভানে? তুমি হঠাৎ এখানে?'

ট্যাভানে বলল, 'অনেকদিন তো হেনরির সঙ্গে দেখা হয় না, তাই ভাবলাম ওর সঙ্গে একবার দেখা করি। অবশ্য রাজার অনুমতি নিয়েই দেখা করতে এসেছি। যাই হেনরি, কেমন! বোইলোও যাই, আর তোমার কর্তব্যনিষ্ঠার কথা আমি রাজ্যকে জানাব।'

ক্যাথরিন ল্যুভরেতে ফিরেই সোজা নিজের মহলে চলে এলেন। তাঁর জন্যে সেখানে দু'জন লোক অপেক্ষা করছে। একজন রেনি, সে বসার ঘরে; আরেকজন মরিভেল, উপাসনার ঘরে। রাজমাতা প্রথমে রেনির সঙ্গে কথা বললেন। দু'টি মাত্র কথা, খুবই আস্তে। কথাগুলো শুনে রেনির মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, 'রাজমাতা, আপনি আমাকে যা তৈরি করতে বলবেন তা আমি করে দেব। কিন্তু এই জিনিস আপনি কোনভাবেই ন্যাভারের রাজাকে খাওয়াতে পারবেন না। বিষ যেমন বৃথা হয় না তেমনি কোষ্ঠীও মিথ্যে নয়। আর গণনাও ঠিক ইঙ্গিতই দেয়।'

রানী বললেন, 'শোনো রেনি, আমি তোমাকে যা বলছি তুমি তাই করবে যেসব কথা তুমি আমাকে বললে এগুলো তো ঠিক নাও হতে পারে। কি, তাই না?' এ কথা বলে রাজমাতা মরিভেলের কাছে গেলেন।

www.BanglaBook.org

*

এদিকে হেনরি রাজা চার্লসের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে চার্লস বলছেন, 'ভাই হেনরি, তুমি যে একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলে এ কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আজ তুমি আমার রাজ্য রক্ষা করো। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি আর পারছি না। আমি তোমাকে রিজেন্টপদ দিয়ে রাজক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকারী, মুখ্য প্রশাসক নিয়োগ করলাম। আমি যতদিন বেঁচে আছি বা যতদিন এ আদেশ ফিরিয়ে না নেব, ততদিন তুমি রিজেন্ট থাকবে। এই ধরো নিয়োগপত্র। আর এখন থেকে ফ্রান্সের সমস্ত দায়িত্ব তোমার হাতে।'

হেনরি রাজার হাত থেকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করলেন।

ট্যাভানেকে রাজা বললেন, 'আচ্ছা, ট্যাভানে, এ-ধরনের উপলক্ষে একটা সনাতন রীতি আছে না ফরাসীতে? সুরাপাত্র থেকে রাজা এক চুমুক খাবেন আর বাকিটা রিজেন্টকে খেতে দেবেন। তুমি এখনি আমার দাসীকে এক গ্লাস হাঙ্গেরীয় সুরা দিয়ে যেতে বলো তো।'

ইদানীং রাজা নিজের ছেলেবেলার দাসী ছাড়া অন্য কারও হাত থেকে কোন খাবার বা পানি গ্রহণ করেন না।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই বুড়ি দাসীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে পাওয়া যাবেই বা কিভাবে! তার তো মুখ বেঁধে একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বুড়িকে না পেয়ে ট্যাভানে বাধ্য হয়ে নিজেই চলে গেল হাঙ্গেরীয় সুরা আনতে। কাঁচের একটা ঘরে অনেক সারি সারি বোতল সাজানো রয়েছে। সেখানে হাঙ্গেরীয় সুরার একটা মাত্র বোতলই আছে। ট্যাভানে সেই বোতল আর একটা গ্লাস নিয়ে রাজার ঘরে ফিরে এল।

সুরাপাত্রে মাত্র এক চুমুক দেবার কথা ছিল রাজার, কিন্তু এই হাঙ্গেরীয় সুরা তাঁর খুবই প্রিয়, তাই তিনি পুরো গ্লাসই খেয়ে ফেললেন। বললেন, 'আমি সবটাই খেয়ে ফেললাম! ঠিক আছে, হেনরিকে না হয় আরেক গ্লাস দেয়া যাবে।'

আর এদিকে হেনরির দৃষ্টি কিন্তু ল্যুভরের প্রাসাদের বাইরের দিকে। হঠাৎ রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমি এক মিনিটের জন্যে বাইরে থেকে আসছি,' এই বলে হেনরি দ্রুত বের হয়ে এলেন রাজার ঘর থেকে। তিনি যদি রাজার রিজেন্টপদ গ্রহণ না করতেন তাহলে সেটা হত চার্লসের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ। আর গ্রহণ করেছেন বলেই রাজা ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজ এখনই শেষ করা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন নতুন রিজেন্ট। ফিরে আসলে অবশ্যই সেটা জানা যাবে।

তীরবেগে ছুটলেন হেনরি। দোতলা থেকে তিনতলা। মার্গারেট তাঁর নিজের মহলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি স্বামীকে অভিনন্দন জানাবেন বলে

www.BanglaBook.org

রাজার ঘরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই বেরিয়েছেন।

মার্গারেটকে দেখে হেনরি বললেন, 'মার্গট, বিদায়! বিদায়! আমি পালিয়ে যাচ্ছি। রাজমাতার লোককে ট্যাভানে আটকাতে পারেনি সীমান্তে। পোল্যান্ড থেকে আঞ্জু এসে পড়েছে। আর রাজার পরমায়ু, আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয়, মানে ওই হাঙ্গেরী মদের গ্লাসে যদি বিষ মেশানো থাকে, তবে আর মাত্র দশ মিনিট। এখন আমিও যদি এখান থেকে পালাতে না পারি তবে আমার আয়ুও ওই দশ মিনিটের বেশি নয়। কাজেই আমি চললাম, তুমি পরে এসো।'

দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন হেনরি। খোদার দয়া ছাড়া আর কি, সিঁড়ির নিচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ডি-ময়।

হেনরিকে দেখে ডি-ময় চিৎকার করে বলল, 'সবাই অভিবাদন করো, মহামান্য রিজেন্টকে।'

বলার অপেক্ষা রাখে না, হেনরির রিজেন্টপদ প্রাপ্তির খবর এরই মধ্যে নিচের রক্ষীরাও শুনেছে, তাই সবাই একসঙ্গে জয়ধ্বনি করে উঠল।

সে জয়ধ্বনি শেষ হবার আগেই হেনরি মাত্র দুটো কথা দিয়ে বর্তমান অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন ডি-ময়কে। সিঁড়ির পাশেই সারি সারি ঘোড়া বাঁধা থাকে রক্ষীদের। সেখান থেকে দু'জন দুটো তেজী ঘোড়া বেছে নিলেন। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন। রক্ষীসেনারা তখন বিদায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। 'রিজেন্ট হেনরি, দীর্ঘজীবী হোন।'

আর এদিকে সামনের ফটক দিয়ে আঞ্জু ঢুকলেন। তাঁর পাশের চারজন ঘোড়সওয়ার চিৎকার করে বলছে, 'ফ্রান্স! ফ্রান্স! চিরজয়ী ফ্রান্স, অমর হোক।'

ক্যাথরিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, একদিক দিয়ে হেনরি বেরিয়ে গেলেন, আরেক দিক দিয়ে আঞ্জু প্রবেশ করলেন। তিনি মরিভেলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। 'পালিয়ে যাচ্ছে যে! ওকে ধরো, যেভাবেই হোক ওর মুণ্ডু আমার চাই।'

ক্যাথরিনের মুখের ওপরে রেনি কখনও কোন কথা বলেনি, কিন্তু আজ সে বলল, 'মহারানী, ওনার মুণ্ডু আপনি পাবেন না। দেখলেন তো, হেনরিকে কোনভাবেই বিষ খাওয়াতে পারলেন না। সে বিষ খেলেন রাজা চার্লস। এখন দেখেন গিয়ে তিনি হয়তো ইতিমধ্যে পটল তুলেছেন। ঠিক এই একই পরিণতি হবে আপনার বাকি দুই ছেলেরও। যদি বেঁচে থাকেন, তবে দেখবেন আজকের ওই পলাতক হেনরিই হবে ফ্রান্সের রাজা।'

মহারানী ক্যাথরিনের দৃষ্টিতে ঘৃণা ও আক্রোশ, তাকিয়ে আছেন রেনির দিকে। আর মরিভেল তার দলবল নিয়ে হেনরির পিছনে ছুট দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্যাভানে দোতলায় দাঁড়িয়ে ঢাকে বাড়ি মারল। তারপর চিৎকার করে বলল,

www.BanglaBook.org

'নবম চার্লসের মৃত্যু হয়েছে! নবম চার্লসের মৃত্যু হয়েছে! নবম চার্লসের মৃত্যু হয়েছে...'

সেদিকে কান দেবার মত সময় রাজমাতা ক্যাথরিনের নেই। এই মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রিয় ছেলে আঞ্জুকে বুকে টেনে নিয়ে ডি-ন্যানসিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এখনি অলিন্দে গিয়ে ঘোষণা করো, ফ্রান্সের নতুন রাজা, তৃতীয় হেনরি পোল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছেন!'

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG